يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ.

"হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন"

শাওকে জিহাদ

(কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের আলোকে)

মূলঃ ড. আবুল মুহসিন

অনুবাদ ও সংযোজন

মুহাম্মাদ ইলিয়াস সালমান

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা 6
ভূমিকা 8
প্রথম অধ্যায় 12
আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদা 12
শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিমত্তা প্রস্তুত করা 18
অস্ত্র বানানোর প্রতিদান 21
তিরন্দাজি হজরত ইসমাইল আ. এর সুন্নত 22
একটি তীর - একটি স্তর 23
যদি নিশানা সঠিক জায়গায় না লাগে তাহলে 23
লাভবান ব্যাবসা 24
কাবার রবের শপথ আমি সফল হয়ে গেছি 26
মহা প্রতিদান ও উঁচু মর্যাদা 27
একজন মুজাহিদের মোকাবিলায় একজন আবেদের দৃষ্টান্ত 32
সত্যবাদী ও পরিপূর্ণ মুমিন 33
আল্লাহ যাকে মুহাব্বত করেন 35
সর্বোত্তম আমল 35
হাজিদের খেদমত এবং মসজিদ আবাদ করার চেয়েও উত্তম 38
রোজার চেয়েও উত্তম আমল 39
দ্বীনকে কায়েম রাখার মাধ্যম 39
কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং মুমিনদেরকে ইজ্জত ও সম্মানিত 41
চিন্তা ও পেরেশানি থেকে মুক্তির মাধ্যম 43
সীমান্ত প্রহরীদের প্রতি ফেরেশতাদের সালাম ও অভিবাদন 44
রিজিকের দরজা 45
জান্নাত তরবারির ছায়াতলে 46
আল্লাহর জন্য রাগান্বিত মুজাহিদ 49
জমিন বসবাসকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি 50
সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া 52
জান্নাতের গ্যারান্টি 53
কাফেরদের হত্যা করার প্রতিদান 54
আমার পিতামাতা তোমার ওপর উৎসর্গ হোক 55
জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় আহত হওয়ার প্রতিদান 55
অভূতপূর্ব এক ফোঁটা রক্ত 56
রং রক্তের আর ঘ্রাণ কস্তুরীর 56
জাফরানের রং, কস্তুরীর ঘ্রাণ 57

শহীদদের মোহর 57
ফাজায়েলে জিহাদ উসুলে দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত 58
জিহাদের সফরে আসা-যাওয়া এবং ময়দানে পাহারা দেওয়া 60
জিহাদের ময়দানে একবার আসা-যাওয়ার সওয়াব 61
জিহাদের পথে ধূলিমলিন ও ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার প্রতিদান 63
জিহাদের পথে ধূলিমলিন হওয়ার সওয়াব 63
জিহাদের ময়দানে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার প্রতিদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি 64
জিহাদের ময়দানে পাহারা দেওয়া 64
অভিনন্দন পাওয়ার উপযোগী বান্দা 64
জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত চোখ 65
জান্নাতে মিলিত হবে 65
আল্লাহর পথে মোর্চা স্থাপনকরা এবং সতর্ক থাকার ফজিলত 67
হাজার দিন থেকেও উত্তম 67
দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম 68
পূর্ণ একমাস রোজা ও সারারাত ইবাদত করার চেয়েও উত্তম 68
তার আমলনামা চলমান থাকবে 68
রিজিক প্রাপ্ত হওয়া 69
কবরে ফিতনা এবং কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি 69
প্রতিটি দানার বিনিময়ে প্রতিদান 70
জিহাদের সফরে মৃত্যুবরণ, নেক আমল, মুজাহিদকে সহযোগিতা করার ফজিলত 70
জিহাদের সফরে মৃত্যুবরণ করার ফজিলত ও প্রতিদান 70
ক্ষমা ও রহমত অর্জন 72
উত্তম খাবার ও মনোরম বাসস্থান 72
সওয়াব ও গনিমত অর্জন এবং শয়তানের বিরোধিতা 73
জিহাদের সফর ও অবিরাম ইবাদত 74
জিহাদের সফরে নেক আমলের প্রতিদান 75
জিহাদের ময়দানে রোজা 75
জিহাদের সফরে তিলাওয়াতে কুরআন 75
জিহাদের সফরে আল্লাহর জিকির 76
দুশমনের মোকাবিলা করার সময় দোয়া 76
মুজাহিদদের সহযোগিতা করার গুরুত্ব ও ফজিলত 84
মুজাহিদের সমপরিমাণ সওয়াব 84
আল্লাহর ছায়াতলে 86
জান্নাতের সুসংবাদ 86
জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় খরচ করার প্রতিদান 87
আল্লাহর পথে শাহাদাত, মর্যাদা ও ফজিলত 90

শহীদদের মৃত বলো না 92
কবরের আজাব থেকে মুক্তি 94
শুধু খুশিই খুশি - সুসংবাদই সুসংবাদ 95
লাভবান ব্যাবসা 95
আমলের হেফাজত ও জান্নাতে প্রবেশ 96
আল্লাহ আমাকে সর্বোত্তম জিনিস দান করেছেন 97
যাদের শাহাদাতের মর্যাদা ও স্তর জানা হয়ে যাবে 97
দৃষ্টান্তহীন তামান্না 98
বাহ! বাহ! 101
গুনাহের কাফফারা 101
পরিপূর্ণ প্রতিদান 103
প্রভূত পুরস্কার 103
মহান মর্যাদাবান শহীদ 104
দ্বিগুণ পুরস্কার প্রাপ্ত শহীদ 106
আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম শহীদ 107
সে আমার আর আমি তার 109
দুনিয়া নয় আখেরাত 109
বরকত নাজিল 111
আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি 113
ফেরেশতাদের ডানার ছায়া তলে 114
হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জান্নাতে 115
ফিরদাউসে আলায় 116
এমন সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি 117
জান্নাত ভ্রমণ 117
বিশেষ সাতটি অনুগ্রহ 118
আরশের ছায়াতলে 119
আল্লাহ তা'আলা সামনে থেকে সরাসরি কথা বললেন 120
শাহাদাতের বিভিন্ন দিক ও প্রকার 121
শহীদের মৌলিক তিনটি প্রকার 121
পাঁচ প্রকারের শহীদ 121
জিহাদের পথে যে কোন ভাবে মৃত্যুবরণকারী 122
সমুদ্রে যার মাথা ঘুরে এবং বমি আসে 122
যে জিহাদে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে 123
পেটের পীড়ায়, আগুনে জ্বলে ও দেওয়ালের নিচে পড়ে মৃত 123
বর্শার আঘাতে নিহত ব্যক্তি 124
নিজের ধনসম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী 124

জান, ধর্ম এবং পরিবার পরিজনকে হেফাজত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী 125
খোলাসাকথা 126
জিহাদের ফজিলত ও মহত্ত্ব 127
জিহাদের প্রভাব ও তার বরকতসমূহ 127
মুসলমানদের জন্য 127
অমুসলিমদের জন্য 128
এক নজরে জিহাদের হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল ও আদাব 129
একজন সাধারণ বিজয়ী এবং একজন নবীর মধ্যে পার্থক্য 132

উৎসর্গ

সে সকল বীর মুজাহিদ
যারা বিশ্বের
সম্মিলিত কুফুরি ও তাগুতি শক্তির
রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে
ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর!

অনুবাদকের কথা

জিহাদ ও শাহাদাতের ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করবার নয়। এক কথায় বললে জিহাদ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া (যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে) আর শাহাদাত হলো দুনিয়ার সর্বোত্তম মৃত্যু। আমাদের প্রিয় নবী, সর্বশ্রেষ্ট নবী-ও যার তামান্না করেছেন বারবার। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি ইরশাদ করেন, আমি চাই আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করতে করতে শহীদ হই। আবার জীবিত হই আবার শহীদ হই। আবার জীবিত হই আবার শহীদ হই।[১] সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম শাহাদাতের তামান্না বুকে লালন করতেন। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে এসেছে হজরত আবদুর রহমান আল-আওজায়ী রহ. বলেন, পাঁটটি বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম রা. সকলেই সমান অংশীদার ছিলেন। তার একটি হলো জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ।[২] অন্য এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি জিহাদ করল না এবং অন্তরে জিহাদের তামান্নাও লালন করল না, সে এক প্রকার মুনাফিক হয়ে মৃত্যুবরণ করল। সুতরাং আমি এবং আমরা যেন জিহাদের ফজিলত ও মর্যাদা বোঝে অন্তত জিহাদের তামান্না বুকে লালন করতে পারি সেই আশায়ই এই অনুবাদ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মৃত্যু শাহাদাতের সুধা পানে ধন্য করুন।

এই অনুবাদের মূল অংশে আমি (অনুবাদক) কোনো কিছু যুক্ত করিনি তবে টীকায় কিছু কিছু বিষয় যুক্ত করেছি যেগুলো তৃতীয় বন্ধনি [] দিয়ে আবদ্ধ করা হয়েছে।

উক্ত অনুবাদটি যথা সম্ভব ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আল্লাহ আমাদের এই চেষ্টাকে কবুল করুন। আখেরাতের পুঁজি বানিয়ে দিন। আমিন!

إن أصبت فمن الله وإن أخطئت فمني ومن الشيطان.

দোয়ার মুহতাজ:
মুহাম্মাদ ইলিয়াস সালমান
রমাদ্বান ১৪৪৭ হিজরী

---

[১] সহিহ বুখারি-৭২২৭
[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/১১৭

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রকৃতি এবং তার মধ্যে নিহিত কল্যাণ সম্পর্কে খুব ভালো করেই অবগত। তাই তো তিনি তার বান্দাদের স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার পূর্ণ অনুগ্রহ ও দয়ার বিবেচনায় তাদের কৃতর্মের সওয়াব ও প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। যদি তিনি ফজিলত ও প্রতিদানের ঘোষণা না-ও দিতেন তাহলেও আমরা তার নির্দেশ মানতে বাধ্য ছিলাম। তারপরেও তিনি এমনটা করেছেন, যাতে আমরা ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সহজ-সরলভাবে প্রতিটি আমল ও কাজকে পূর্ণ করতে পারি। মহাবিশ্বের পালনকর্তা স্বয়ং নিজেই নেক ও সৎ কাজের প্রতি তার বান্দাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। যেমন তিনি জিহাদ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ[১] ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ.

অর্থ: হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করুন[২]। [৩]

নেক আমলের প্রতিদান ও ফলাফলের ঘোষণা দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন নেক আমলকে ব্যাবহারিক জীবনে খুব সহজভাবেই গ্রহণ করে নেয়। এবং এই আমল কখনো বৃথা যাবে না বোঝে; সৎ ও ভালো আমলের প্রতি তৎপর ও উদ্যমী হয়। এই ভেবে যেন আরো বেশি বেশি আমল করে যে, তাদেরকে প্রতিটি আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান অবশ্যই পূর্ণ করে দেওয়া হবে। আর

---

[১] [التحريض শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কাউকে কোন বিষয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লামা যুজাজ রহ. উল্লেখ করেছেন التحريض শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, মানুষ কাউকে কোন বিষয়ের প্রতি এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করা যার থেকে এটা বোঝা যায় যে, যদি সে তার থেকে পশ্চাদপসরণ করে তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এর দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্বুদ্ধ করার পরেও যদি মুমিনরা জিহাদ থেকে ফিরে থাকে তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাফসিরে রাজি, ১৫/ ৫০৪]

[২] [এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার নবী এবং মুমিনদেরকে জিহাদ ও শত্রুর মোকাবিলা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট, তাদেরকে সাহায্যকারী, তাদের শত্রুদের ওপর বিজয় দানকারী। যদিও তাদের সংখ্যা কম হয় এবং শত্রুদের সংখ্যা বেশি হয়। হজরত শাবি রহ. বলেন, এই আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট এবং আপনার সঙ্গে যে মুমিনগণ আছে তারাই আপনার জন্য যথেষ্ট। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে শত্রুর মোকাবিলা করার সময় উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন বদরের যুদ্ধে শত্রুদের মোকাবিলা করার সময় সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض তোমরা এমন জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার ন্যায়। তখন এক সাহাবি হজরত ওমায়ের রা. বললেন, ... এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। তাফসিরে ইবনে কাসির, ৪/ ২২৯]

[৩] সুরা আনফাল, ৮: ৬৫

তা শুধু আখেরাতেই নয় বরং দুনিয়াতেও তার প্রতিদান পূর্ণ করে দেওয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرا.

অর্থ: সেদিন প্রত্যেকে যে ভালো কাজ করেছে তা তার সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। [১]

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.

অর্থ: সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা-ও দেখতে পাবে। [২]

আরেক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَّاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْأَخِرَةِّ .

সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করলেন এবং আখেরাতের উৎকৃষ্টতর পুরস্কারও[৩]।[৪]

আমলের ফজিলত বর্ণনা করা হয় মূলত মানুষকে উৎসাহ প্রদান ও প্রেরণা জোগানোর জন্য। আর এই প্রেরণা ও উৎসাহ যখন বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার হয় তখন মূল লক্ষ্যে পৌঁছা অসম্ভব হয়ে যায় এবং তৎসঙ্গে আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। তদুপরি ফজিলতের বিষয়টি তো সম্পূর্ণরূপে শরয়ী দলিলের মুখাপেক্ষি হয়। হুকুম-আহকামের মধ্যে তো ইজতিহাদ, ক্বিয়াস ও ইস্তিম্বাতের সুযোগ থাকে কিন্তু আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে তো এই সুযোগ থাকে না। নিজের কোন কথা আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে সম্পৃক্ত করে দেওয়া অনেক বড় জুলুম ও কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا،

অর্থ: ঐ ব্যাক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে , আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে![৫]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

---

[১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ৩০

[২] সুরা যিলযাল, ৯৯: ৭

[৩] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৮

[৪] [উক্ত আয়াতগুলো থেকে বোঝা গেল, কেউ যদি সামান্যতম ভালো কাজ করে তাহলে সে তার প্রতিদান আখেরাতে পেয়ে যাবে তেমনি সামন্যতম খারাপ কাজ করলেও তার প্রতিফল আখেরাতে পাবে । এমনকি দুনিয়াতেও কিছু না কিছু ফলাফল সে পাবে। আল্লাহু আ'লাম]

[৫] সুরা ইউনুস, ১০: ১৭

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: যে ব্যাক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলে, সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[১]

এজন্য যে কোন বিষয়, চায় তা ফজিলত সংক্রান্ত হোক কিংবা অন্য কোন বিষয়ে হোক, তাতে যাচাই-বাচাই না করে দায়িত্বহীনতার পথ অবলম্বন করা কখনোই উচিত নয়। বরং সর্বদা এই হাদিসটিকে সামনে রাখা উচিত,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

অর্থ: মানুষ মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলতে থাকে।[২]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসগুলোর মাধ্যমে জানা যায়, সকল প্রকারের বিষয়াদি বিশেষত হাদিসের বিষয়গুলো সহিহ হওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া খুবই জরুরি।

আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে দ্বয়িফ বা দুর্বল হাদিস বর্ণনার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য পাওয়া যায়। কতক মুহাদ্দিসিনের মতে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে আমলের ফজিলতে ক্ষেত্রে দ্বয়িফ বা দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করা যাবে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু ৮৫২ হি.) নিম্নে বর্ণিত তিনটি শর্তে দ্বয়িফ বা দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করা জায়েজ বলেছেন,

১. হাদিসটির মান খুবই দুর্বল পর্যায়ের না হওয়া।

২. হাদিসটি কোন প্রমাণিত আমল সংক্রান্ত হতে হবে।

৩. এই হাদিসের ওপর সতর্কতার বিশ্বাস রেখে (অর্থাৎ সতর্কতা স্বরূপ) আমল করতে হবে।

বি.দ্র. এই কিতাবের মধ্যে এমন কোনো হাদিস আনা হয়নি যা সকল মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে দ্বয়িফ বা দুর্বল। তবে এমন কিছু হাদিস পাওয়া যেতে পারে যাকে কতক মুহাদ্দিস দ্বয়িফ বা দুর্বল বলেছেন এবং কতক মুহাদ্দিস সহিহ ও আমলযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। মোটকথা আমার জানামতে এই কিতাবে এমন কোনো হাদিস অন্তর্ভুক্ত করিনি যার ভিত্তি কোনো সহিহ হাদিসের ওপর নেই। আল্লাহই অধিক অবগত।

উপরিউক্ত কিতাবটি মাসিক দাওয়াতুত তাওহীদ (ইসলামাবাদ) এর রবিউল আওয়াল ১৪২৬ হি. / মে ২০০৫ ঈ. থেকে নিয়ে মুহাররম ১৪২৮ হি. /

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ১০৭

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ০৫

২০০৭ ঈ. এর সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। সর্বসাধারণের কল্যাণের বিবেচনায় বিভিন্নভাবে সংশোধন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও নজরে সানির পর কিতাব আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ইসলামের রুকনসমূহের ওপর অভ্যস্ত হয়ে ওঠার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য লেখকের (شوق عمل) নামে একটি কিতাব মাকতাবাতুল ইসলামিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য।

এখানে আমার আন্তরিক বন্ধু মাওলানা আরশাদ কামালকে ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজনবোধ করছি । তিনি আমার কিতাবটিকে (নজরে সানি) বা দ্বিতীয়বার দেখে দেওয়া জন্য আমার আহবানকে উদারচিত্তে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

প্রথম অধ্যায়
আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদা

জিহাদ এক মহান ও মর্যাদাপূর্ণ আমল। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরজ করতে গিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ،

অর্থ: তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে[১], অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর[২]। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর[৩]। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।[৪]

জিহাদের মৌলিক ধারণা তো এমন হতে হবে যে, মুজাহিদ শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার নাম ও তার কালিমাকে উঁচু করার জন্যই জিহাদ করবে।

হজরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল,

---

[১] [এখানে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাফের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ইমাম জুহরী রহ. বলেন, জিহাদ প্রত্যেকের ওপর ফরজ, সে জিহাদ করুক কিংবা বাড়িতে বসে থাকুক। বাড়িতে বসে থাকা ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, যখন তার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে সে সাহায্য করবে। যখন জিহাদের বের হওয়ার কথা বলা হবে তখন তারা জিহাদের বের হবে। আর যখন কোনো প্রয়োজন হবে না তখন বসে থাকবে। (ইবনে কাসির রহ. বলেন) আমি বলি: এজন্যই সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ ميتة جاهلية.« যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে কখনো জিহাদ করেনি এবং মনে মনে জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও রাখেনি, তবে সে জাহেলি মৃত্যুবরণ করল। রাসুল সা. মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, لا هجرة ولكن جهاد ونية إذا استنفرتم فانفروا এখন আর কোনো হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত আছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা জিহাদের বের হয়ে পড়ো। (তাফসিরে ইবনে কাসির)]

[২] [কারণ জিহাদের পরে আসবে সাহায্য ও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়, তাদের দেশ দখল, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির ওপর কর্তৃত্ব লাভ। (ইবনে কাসির)]

[৩] যেমন জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা ভালো ও কল্যাণকর মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভালো ও কল্যাণকর নয়, এর কারণে অনেক সময় কাফেররা মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ ও শহরকে জবরদখল করে নেয়।[ইবনে কাসির]

[৪] সুরা বাকারা, ২: ২১৬

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ: এক ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করে গনিমতের জন্য, এবং আরেক ব্যক্তি জিহাদ করে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য, আরেক ব্যক্তি জিহাদ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করল? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করল সে-ই একমাত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল।[১]

জিহাদের উদ্দেশ্য লোক দেখানো, যশ-খ্যাতি লাভ ইত্যাদি কখনোই না হওয়া বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই হওয়া চাই। এবং তার দ্বারা কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হওয়া। লোক দেখানো, যশ-খ্যাতি লাভ ইত্যাদির কারণে অনেক দানশীল, কারী ও মুজাহিদকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

হাদিসের মধ্যে জিহাদকে (ذروة سنامه)[২] সর্বোচ্চ চূড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা শত্রুর মন্দ কাজের প্রতিকার একমাত্র জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর মধ্যেই নিহিত রাখা হয়েছে। এই জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতা অবতীর্ণ হয়। ইসলামের ইজ্জত, সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং শত্রু ভীতসন্ত্রস্থ হয় এবং মুসলমানদের ওপর আঘাত করার দুঃসাহস করে না। যদি

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৬৫৫ [ফাতহুল বারিতে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, বিভিন্ন বর্ণনার সারাংশ হলো, সাধারণত পাঁচটি জিনিসের জন্য মানুষ যুদ্ধ করেন, এক. গনিমত লাভের আশায়। দুই. বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য। তিন. লোক দেখানোর জন্য। চার. বংশীয় কারণে। পাঁচ. রাগের কারণে। এই প্রত্যেকটিতেই প্রশংসা ও তিরস্কার রয়েছে। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "হ্যাঁ" অথবা "না" কোনোটির মাধ্যমেই সেই সাহাবির প্রশ্নের উত্তর দেননি]

[বর্ণিত আছে, তৈমুর লং শামে (বর্তমান সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন, দখলকৃত ফিলিস্তিন ও লেবানন) প্রবেশ করে তখন জুলুম ও জোরপূর্বক বহু মানুষকে হত্যা ও রক্তপাত করে। এবং তাদের মাথা দিয়ে বেঞ্চ তৈরি করে তার ওপর বসে। তারপর সে ওলামায়ে কেরামকে ডেকে তাদের সঙ্গে সে আলোচনা করে। যে-ই তার বিরুদ্ধে চলে যেত তাকেই সে হত্যা করে দিত। একবার সে ওলামাদেরকে জিজ্ঞেস করে বসল, এই মানুষগুলোকে হত্যা করাটা তার কেমন হয়েছে? তখন তাদের মধ্য থেকে এক আলেম জবাব দিলেন, তার উত্তরটা এই হাদিসের মধ্যে রয়েছে। তারপর তিনি এই হাদিসটি পড়ে শোনালেন। তখন তৈমুর বোঝতে পারল এর দ্বারা সে তার নিজেকে মুক্ত করতে চাচ্ছে। তখন তৈমুর তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল (মুক্তি দিয়ে দিল) ফয়জুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি ৪/১৬১]

[২] মুসনাদে আহমাদ ৩৬/ ৩৮৭, হাদিস নং- ২২০৬৮; আল-মু'জামুল কাবির লিত-তাবরানি, ২০/১৪৭, হাদিস নং- ৩০৪; শুআবুল ঈমান, ৪/ ১৩, হাদিস নং- ৪২২৫

তার দ্বারা এমন কোন ভুল হয়েও যায় তাহলে সে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হয়। فَيَنقَلِبُواْ خَٰٓئِبِينَ এর মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদেরই সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন, যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহ কালিমাকে উঁচু করার জন্য সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যায়। যদি সফলতা কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে কখনোই জিহাদের নির্দেশ দিতেন না।
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ.

অর্থ: (হে মুসলমানগণ!) তোমরা তাদের (মোকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।[১]

তার ফায়দা ও ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ،

অর্থ: যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে। এবং তাদের ছাড়া আরও ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যাদেরকে তোমরা এখনও জান না। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন।[২]

জিহাদের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার মধ্যেই সম্মান-মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও শানশওকত নিহিত রয়েছে । যেমন হাদিসের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে যদি তোমরা জিহাদ ছেড়ে দাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন।

حتى ترجعوا إلى دينكم،

অর্থ: যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে (জিহাদের দিকে) ফিরে না আসবে।[৩]

এই হাদিসের মধ্যে জিহাদকে দ্বীন বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে তার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব আন্দাজ করা যায়। লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি ও সম্মান-মর্যাদা অর্জন দ্বীন তথা জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহকে আকড়ে ধরার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।
কুরআনুল করিমের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

---

[১] সুরা আনফাল, ৮: ৬০
[২] সুরা আনফাল, ৮: ৬০
[৩] আবু দাউদ, হাদিস নং- ৩৪৬২

وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ،

অর্থ: আর মুশরিকদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করো সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সঙ্গে রয়েছেন।[১]

অন্য স্থানে ইরশাদ করেন:

ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ،

অর্থ: (জিহাদের জন্য) তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সঙ্গে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজে দের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।[২]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم،

অর্থ: তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, নিজেদের মাল, নিজেদের জান, নিজেদের মুখ দ্বারা।[৩]

বুঝা গেল, মুসলমানদেরকে প্রত্যেক প্রকারের সম্ভাব্য যোগ্যতা নিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

জিহাদ সম্পর্কে কুরআনুল করিমে এই দু'চারটি আয়াতই নয় বরং জিহাদ সম্পর্কিত হাজারো আয়াত কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

হাদিসের ব্যাপারে বলতে গেলে, ইমাম বুখারি রহ. তার কিতাব সহিহ বুখারির মধ্যে কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার এর মধ্যে ২৪১ টি অধ্যায়ে হাজারো হাদিস নিয়ে এসেছেন। ইমাম মুসলিম রহ. এর কিতাব সহিহ মুসলিম এর মধ্যে আল্লামা নববী রহ. ১০০ টি অধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইমাম সুনানে আবি দাউদে ইমাম আবু দাউদ রহ. জিহাদের আলোচনায় ১৭৬ টি অধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইমাম তিরমিজি রহ. জিহাদের গুরুত্ব, ফজিলত ও আদব বর্ণনা করতে গিয়ে ১১৫ টি অধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইমাম নাসায়ী রহ. ৪৮ টি, ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.

---

[১] সুরা তওবা, ৯: ৩৬

[২] সুরা তওবা, ৯: ৪১

[৩] আবু দাউদ, হাদিস নং- ২৫০৪ [জানের জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিহাদে স্বয়ং বের হওয়া। এবং সরাসরি কাফেরদের মুখোমুখি হওয়া। মালের জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিহাদের প্রয়োজনীয় জায়গায় এবং অস্ত্র ক্রয় ইত্যাদিতে খরচ করা। আর মুখের জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুজাহিদদের পক্ষে দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা। এবং তাদের জন্য দোয়া করা। মুখের দ্বারা কাফেরদের আঘাত করা ইত্যাদি। (আওনুল মা'বুদ) উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায়, এই হাদিসটি জিহাদের ক্ষেত্রেই প্রজোয্য হবে। আমাদের সমাজে অনেকেই বলে থাকেন, উক্ত হাদিসটি শুধুমাত্র জিহাদের জন্য নয় বরং দাওয়াত ও তাবলিগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে। উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা তাদের একথা প্রত্যাখ্যাত হয়]

৪৬ টি অধ্যায়ে জিহাদের হাদিস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য আরো কিতাবে জিহাদ সম্পর্কিত হাজারো হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ২৭ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বের হয়েছেন এবং নিজ সাহাবিদেরকে আরও ২০ টি যুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। তাই একজন খাঁটি মুমিন সর্বাবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় প্রত্যাশা করে। তারা হজরত মুসা আ. আর অনুসারীদের মতো নয় যারা বলেছিল,

فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ،

অর্থ: তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও আর যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।[১]

বরং সাহাবায়ে কেরাম বরেছিলেন, আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে, পেছনে সবদিক থেকে একত্রিত হয়ে লড়াই করবো ।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখলাম (সাহাবায়ে কেরামের জজবা দেখে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা চমকাতে লাগল । এবং তিনি তাদের প্রতি খুশি হয়ে গেলেন । কারো ওপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেলে জিহাদ থেকে পেছনে থাকা মুনাফেকির আলামত। মুনাফেকি থেকে বাঁচার জন্য জিহাদের তামান্না অন্তরে জাগ্রত করা খুবই জরুরি। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.»

অর্থ: যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে কখনো জিহাদ করেনি এবং মনে মনে জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও রাখেনি, তবে সে মুনাফেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।[২]

যখন কেউ কোন কাজ করতে সক্ষম না হয় তখন কমপক্ষে সেই কাজের ইচ্ছাটুকু তার অবশ্যই রাখা উচিত। যদি কোন দিন আমার সুযোগ হয় তাহলে

---

[১] সুরা মায়িদা, ৫: ২৪

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯১০; সুনানে আবি দাউদ, ২৫০২

[হজরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, এই হুকুমটি রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের জন্য ছিল। তবে তাঁর এই বক্তব্যটি সম্ভাব্য। অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এই হাদিসটি (সকল যুগের জন্য) ব্যাপক। হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে এমন কাজ করল সে ঐ সব মুনাফেকদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেল যারা জিহাদ থেকে বিরত থাকে। কেননা জিহাদ ছেড়ে দেওয়া মুনাফেকির একটি স্তর। এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের নিয়ত কররে তা পূর্ণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করলে তাকে তিরস্কার করা হবে যেমন তিরস্কার করা হবে যে ব্যক্তি সেই কাজটি করার নিয়তই করেনি। আল-মিনহাজ শরহে মুসলিম]

আমি সেই কাজটি করবো। অন্যথায় সে মুনাফেকদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। যারা সর্বদা জিহাদ থেকে পলায়নের পথ তালাশ করে।

অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে,

عن أَبي أُمامةَ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يغزُ أو يجهِّزْ غازياً أو يَخلُفْ غازياً في أهله بخير أصابَه الله بقارعةٍ".

অর্থ: হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি, অথবা কোনো মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেয়নি, অথবা কোনো মুজাহিদ জিহাদে চলে যাওয়ার পর তার পরিবারের দায়িত্ব নেয়নি, আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশাল বড় মুসিবতে আক্রান্ত করবেন।[১]

অন্য আরেক হাদিসে قبل يوم القيامة শব্দটি পাওয়া যায়। (প্রাগুক্ত) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের আগেই বিশাল কোন মুসিবতে আক্রান্ত করবেন। বর্তমানে আমাদের একতা ও ঐক্য না থাকায়, এবং মুসলমানদের জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় মুসলমানদের পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

হজরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن ثوبانَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يوشِكُ الأُممُ أن تَداعَى عليكم كما تَداعَى الأَكَلَةُ إلى قَصْعَتِها" فقال قائل: ومن قلَّةٍ نحن يومئذٍ؟ قال: "بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنَّكم غُثاءٌ كغثاء السَّيلِ، ولَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِن صدورِ عدوِّكم المهابةَ منكم، وليقذفنَّ اللهُ في قلوبِكم الوَهْنَ". فقال قائلٌ: يا رسُولَ الله، وما الوهنُ؟ قال: حبُّ الدُنيا وكراهيةُ الموتِ.

অর্থ: অচিরেই অমুসলিম জাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে এমনভাবে ডাকতে থাকবে যেমন খাবারগ্রহণকারীরা একে অপরকে খাবারের পাত্রের দিকে ডাকতে থাকে। এক সাহাবি আরজ করলেন, আমরা কি তখন সংখ্যায় কম হবো? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না। বরং তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক হবে। কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন। এবং তিনি তোমাদের অন্তরে "ওয়াহান" ডুকিয়ে দেবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন,

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫০৩

ওয়াহান কী জিনিস হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, দুনিয়ার মুহাব্বত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[১]

এর বিপরীতে কুরআন ও হাদিসে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর অসংখ্য, অগণিত ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এই কিতাবে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর ফজিলতসমূহ, শক্তিমত্তা প্রস্তুত করার প্রতি উৎসাহ, জিহাদের পথে গুলি চালানোর প্রতি উৎসাহ, একবার জিহাদের যাওয়া ও আসার সওয়াব, জিহাদের পথে ধূলিমলিন হওয়ার প্রতি উৎসাহ, জিহাদের ময়দানে কাফেরদের হত্যা করার প্রতি উৎসাহ, জিহাদ চলাকালে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার প্রতিদান, আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়ার প্রতি উৎসাহ, মোর্চায় পড়ে থাকা এবং চৌকশ থাকার প্রতি উৎসাহ, আহত হওয়ার প্রতিদান, জিহাদি সফরে ইন্তেকালের ফজিলত, জিহাদের ময়দানে সৎ আমলের প্রতি উৎসাহ, মোকাবিলা করার সময় দোয়া করার প্রতি উৎসাহ, কোন মুজাহিদকে সহযোগিতা করার প্রতি উৎসাহ, আল্লাহ রাস্তায় জান ও মাল খরচ করার প্রতি উৎসাহ, শাহাদাতের তামান্না, শাহাদাতের বিভিন্ন দিক, ইত্যাদি বিভিন্ন শিরোনাম মিলিয়ে প্রায় বিশটি শিরোনামের সমষ্টিই হলো المشوق في الجهاد الإسلامي. কিতাবের শেষে জিহাদের ফজিলত, মহত্ব, প্রভাব, বারাকাত, হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল এবং তার আদব নিয়েও সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ-ই উত্তম তৌফিক দাতা।

শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিমত্তা প্রস্তুত করা

শত্রুর মোকাবিলা করা এবং তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা খুবই জরুরি একটি বিষয়। শক্তিমত্তা প্রস্তুতির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়ে ইরশাদ করেন,

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

অর্থ: আর তাদেরকে মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বারোহী বাহিনী সদা প্রস্তুত রাখবে যার দ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা খরচ করো তার

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ৪২৯৭

পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে, আর তোমাদের সঙ্গে কখনো জুলুম করা হবে না।[১]

আরবি ভাষায় কোন কিছু নিক্ষেপ করাকে رمي বলা হয়। رمي কে-ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শক্তি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। (তীর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি) তখনকার যুগে জিহাদের ময়দানে বিশাল ভূমিকা পালন করত। বর্তমান যুগেও নিক্ষেপই বিশাল ভূমিকা পালন করে। রকেট, মিসাইল, বোম ইত্যাদি নিক্ষেপ করাকেও আরবিতে رمي বলা হয়।

আগের যুগে رمي এর জন্য সহযোগী বিষয় কামান, তরবারী, ঘোড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। এখনো বহু জিনিসের শক্তিমত্তা নির্ধারণের জন্য "ঘোড়া শক্তি" "Horse power" শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (একটি ঘোড়ার শক্তি প্রায় ১৮ জন মানুষের শক্তির সমান হয়ে থাকে) এজন্য শত্রুর মোকাবিলা এবং কুফুরি আগ্রাসনকে রুখে দেওয়া জন্য শত্রুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার মতোই শক্তিমত্তা প্রস্তুত করা খুবই জরুরি। অবস্থা ও সময়ের বিবেচনায় শক্তির বিভিন্নতা হতে পারে।

নিজ জমানার জিহাদের অন্যতম বাহন ঘোড়া প্রতিপালনের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ والرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ.

---

[১] সুরা আনফাল, ৮: ৬০ [হজরত ওকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের ওপরে বলতে শোনেছি, (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة.) নিশ্চয়ই শক্তি হলো নিক্ষেপ করা, নিশ্চয়ই শক্তি হলো নিক্ষেপ করা। সহিহ মুসলিম। (তাফসিরে ইবনে কাসির)]
[অর্থাৎ প্রস্তুতি গ্রহণ করো ঐ সকল কাফেরদের জন্য যারা তাদের রবের প্রতি কুফুরি করেছে। এবং যাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, যদি তোমরা তাদের থেকে খেয়ানত ও গাদ্দারির ভয় আশংকা করো হে আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমানদারগণ। তাফসিরে তাবারি]

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণির লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার; একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। যার জন্য পুরস্কার, সে হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখে এবং রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সে চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার পুণ্য রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছেঁড়ে এক বা দুটো টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপ সমূহের বিনিময়ে তার জন্য পুণ্য রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নদীতে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি, এর ফলেও তার জন্য পুণ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলিমদের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা। [১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

الخيل ثلاثة. فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر ان شاء الله تعالى،

অর্থ: ঘোড়া তিন প্রকারের, এক প্রকারের ঘোড়া যাকে মানুষ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখে। তাকে সওদা করার মধ্যে সওয়াব, তার ওপর আরোহণ করাও সওয়াব। তাকে ধার দেওয়াও সওয়াব, তাকে ঘাস-পানি দেওয়াও সওয়াব। দ্বিতীয় ঐ ঘোড়া যার ওপর আরোহণ করে মানুষ অন্যের ওপর জুলুম-নির্যাতন করে এবং তাকে বাজি ধরে, তাহলে এই ঘোড়ার সওদা করাতেও গুনাহ। তার ঘাস-পানি দেওয়ার গুনাহ, তৃতীয় ঐ ঘোড়া যাকে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য রাখা হয়েছে। এই ঘোড়া ইনশাআল্লাহ অভাবির প্রয়োজন মিটাবে। [২]

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে। [৩]

আরেক হাদিসে মুবারকে এসেছে,

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৬০
[২] মুসনাদে আহমাদ, ৪/ ৬৯
[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৫৩

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا احْتِسَابًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَأَبْوَالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَفَرَحًا وَمَرَحًا، فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا، وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا ، وَأَرْوَاثَهَا، وَأَبْوَالَهَا خُسْرَانٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে এই ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তার প্রস্তুতির জন্য বাঁধবে, এবং সওয়াবের নিয়তে তার ওপর ব্যয় করবে, তাহলে তার পরিতৃপ্তি, তার ক্ষুধা, তার ভালো অবস্থা, তার পিপাসা, তার গোবর, তার প্রস্রাব এই সবকিছু কিয়ামতের দিন তার দাঁড়িপাল্লায় সফলতার কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি তাকে বাঁধবে লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধির জন্য, আনন্দ ও অহংকার প্রকাশ করার জন্যে তাহলে তার পরিতৃপ্তি, তার ক্ষুধা, তার ভালো অবস্থা, তার পিপাসা, তার গোবর, তার প্রস্রাব এই সবকিছু কিয়ামতের দিন তার দাঁড়িপাল্লায় ধ্বংসের কারণ হবে। [১]

এক হাদিসে ঘোড়াকে সওয়াব ও গনিমতের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

উরওয়াহ বারিকী রা. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আখিরাতের) পুরস্কার এবং গনিমতের মাল। [২]

কিছু কিছু এলাকা, বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে যান্ত্রিক গাড়ির মাধ্যমে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ সম্ভব হয় না সেখানে বর্তমান এই প্রযুক্তির যুগেও ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার মাধ্যমে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করা হয়। এই আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও বড় বড় সেনাবাহিনীতে ঘোড়ায় আরোহী সামরিক ইউনিট রাখা হয়।

অস্ত্র বানানোর প্রতিদান

কাফের এবং মুশরিকদের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রস্তুত করা বিশাল পুরস্কার ও সওয়াবের কাজ। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবি হুসাইন রহ. থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের ওসিলায় তিনজন লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তীর নির্মাতা যে নির্মাণকালে কল্যাণের আশা করেছে, (জিহাদে)

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ২৭৫৭৪

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৫২

এই তীর নিক্ষেপকারী এবং তা নিক্ষেপে সাহায্যকারী। তিনি আরো বলেন, তোমরা তিরন্দাজি কর ও ঘোড়দৌড় শিক্ষা করো। তবে তোমাদের ঘোড়দৌড় শেখার তুলনায় তিরন্দাজি শিক্ষা করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়াকৌতুকই বৃথা। তবে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ার প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুক বৃথা নয়। (কারণ) এগুলো হল উপকারী ও বিধি সম্মত। [১]

তিরন্দাজি হজরত ইসমাইল আ. এর সুন্নত

তিরন্দাজি, নিশানা ঠিক করা, যুদ্ধে কাজে আসে এমন বিভিন্ন খেলাধুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় ও অনুমোদিত। এক হাদিসে বর্ণিত আছে একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যারা তিরন্দাজি করছিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে বললেন,

رميا بني اسماعيل، فإن أباكم كان كان راميا،

হে ইসমাইলের সন্তানেরা তোমরা তীর চালাও! কেননা তোমাদের পিতা তিরন্দাজ ছিলেন।[২]

এখানে মুহাজির এবং আনসাররা যেহেতু হজরত ইসমাইল আ. এর বংশধর ছিলেন তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসমাইল আ. এর সন্তান বলে সম্বোধন করেছেন।

আরেক বর্ণনায় এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আসলাম গোত্রের কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যারা তিরন্দাজি করছিল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে বললেন,

ارموا بني اسرائيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان،

হে ইসমাইলের সন্তানেরা, তোমরা তীর চালাও। কেননা তোমাদের পিতাও তিরন্দাজ ছিলেন। এবং আমি অমুক দালের সঙ্গে আছি। তখন আরেকটি দল তাদের হাত গোটিয়ে নেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ما لكم لا ترمون؟ তোমাদের কী হলো? তোমরা তীর নিক্ষেপ করছ না যে? তারা আরজ করল, যখন আপনি একটি দলের সঙ্গে চলে গেলেন তখন আমরা (আপনার বিরুদ্ধে) কীভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারি? তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৩৭
[২] সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৮১৫

ওয়াসাল্লাম বললেন, ارموا فأنا معكم كلكم তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। আমি তোমাদের সকলের সঙ্গেই আছি।[১]

একটি তীর - একটি স্তর

আবু নুজাইহ সুলামি রা. বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তায়েফ দূর্গ অবরোধ করতে রওয়ানা দিই। তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শোনলাম,

من بلغ بسهم فله درجة في الجنة،

যে ব্যক্তি (শত্রু পর্যন্ত) একটি তীর পৌঁছাবে তার জন্য জান্নাতে একটি স্তর হবে। আমি ঐ দিন ১৬ টি তীর নিক্ষেপ করি। তারপর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শোনেছি,

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِصْنَ الطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ "، قَالَ: فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللهَ عز وجل جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَإِنَّ اللهَ عز وجل جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর চালাবে তার একটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বৃদ্ধ হবে কিয়ামতের দিন তার জন্য নুর হবে। কোন মুসলমান যদি অন্য কোন মুসলমানকে আজাদ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা আজাদকারীর প্রত্যেকটা হাড়কে আজাদকৃত ব্যক্তির প্রত্যেকটা হাড়ের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন। এবং কোন মুসলমান মহিলা যদি অন্য কোন মুসলমান মহিলাকে আজাদ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার প্রত্যেকটা হাড়কে আজাদকৃতা নারীর হাড়ের বিনিময়ে রক্ষা করবেন।[২]

যদি নিশানা সঠিক জায়গায় না লাগে তাহলে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৯৯

[২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ১৭০২২

জিহাদ অবস্থায় মুজাহিদ ফায়ারিং করলেই সে তার সওয়াব ও প্রতিদান পেয়ে যাবে। তার নিশানা সঠিক জায়গায় লাগুক কিংবা না লাগুক। কেননা মেহনত করার পরেও যদি না হয় তাহলে সেটা তার দায়িত্বে নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ، فَبَلَغَ سَهْمُهُ الْعَدُوَّ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، فَعَدْلُ رَقَبَةٍ".

অর্থ: হজরত আমর ইবনে আবাসা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি শত্রুবাহিনীর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল, এরপর তা শত্রুবাহিনী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে লক্ষ্যে আঘাত হানুক বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হোক, তা একটি গোলাম আজাদ করার সমান হবে।[১]

লাভবান ব্যাবসা

আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিজে ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য (বিনিময়ে) আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। এরপর (দুশমনদের) হত্যা করে এবং (নিজেরা) নিহত হয়। এ ওয়াদা তাঁর ওপর অবশ্যই পালনীয় যা আছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আল্লাহর চেয়ে আর কে বেশি নিজ ওয়াদা পালনকারী? কাজেই তোমরা যে ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করেছ তার জন্য আনন্দিত হও, আর এটাই হলো মহান সফলতা।[২]

আরেক আয়াতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তিদানকারী ব্যাবসা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৮১২

[২] সুরা তওবা, ৯: ১১১

ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٣)

অর্থ: হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যাবসায়ের সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক আজাব থেকে রক্ষা করবে? (১০) (তা এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনো আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো; এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে! (১১) (তোমরা যদি আল্লাহর সন্ধান দেওয়া ব্যাবসা করো তাহলে) তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন আর তোমাদেরকে প্রবেশ করবেন এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে। আর চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এটাই বিরাট সাফল্য। (১২) আর অন্য আরেকটিও (তিনি তোমাদেরকে দেবেন) যা তোমরা পছন্দ করো (আর তা হলো) আল্লাহর সাহায্য[১] ও আসন্ন বিজয়। (হে নবী!) ঈমানদার লোকেদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। (১৩) [১]

---

[১] [**মুজাহিদদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও নুসরতের কিছু নমুনা**

একজন সাচ্চা মুসলমান যখন ঈমানি শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আল্লাহর পথে বের হয় তখন তার হাতে থাকা ইট-পাথর ও বালুই গোলা-বারুদ, মেশিনগান ও ক্ষেপনাস্ত্রের মতো কাজ করে। তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলো:

১। হজরত দাউদ আ. জালুতকে হত্যা করার জন্য একটি ছোট্ট পাথর ছোড়ে মেরেছিলেন। যার আঘাতে জালুত ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। জালুত ছিল কাফের বাদশাহ ও লড়াকু যুদ্ধবাজ নেতা। সে একাই হাজার জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পরত। কিন্তু একটি মাত্র পাথরে তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

২. মাটি গোলা-বারুদের ন্যায় কাজ করে। বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুষ্টিময় বালি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাদের চোখ অকেজো হয়ে পড়ল। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। বর্তমান যুগের পরিভাষায় বলা যায়- মুষ্টিময় বালি তাদের উপর পরমাণুর প্রক্রিয়ায় কাজ করেছিল।

৩. গাছের ডাল পর্যন্ত তলোয়ার হয়ে যায়। বদর যুদ্ধে হযরত উক্কাশা রা. এর সাথে এমনটাই হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে একটি ডাল তুলে দেওয়া মাত্রই সেটা তলোয়ার হয়ে গিয়েছিল।

৪. কোথাও সমুদ্রপথকে মুজাহিদদের অধীন ও অনুগত করে দেয়া হয়েছে। হযরত আলা-হাজরামী রা. এর ব্যাপারে আমরা এমন ঐতিহাসিক ঘটনাই দেখতে পাই। মুজাহিদগণ পানির ওপরে সমতল ভূমির ন্যায় অশ্বারোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন।

৫. মুজাহিদদের নিরাপত্তায় বনের হিংস্র প্রাণীরা জঙ্গল ছেড়ে চলে যায়। হযরত সাফিনা রা. আফ্রিকার জঙ্গলের পশুদের এই বলে তাড়িয়ে দিলেন, 'এখানে মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোলামরা রাত্রি যাপন করবে। তোমরা চলে যাও। সুতরাং উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলো থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সবর, ইখলাস ও ঈমানি শক্তিই হচ্ছে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এগুলো দিয়েই তারা সবসময় বিজয়ী হয়ে আসছেন। আল্লাহ তা'আলার গায়েবি নুসরাত শুধু আম্বিয়া আ. ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর সীমিত নয়। বরং গায়েবি নুসরতের ধারা আজো বিদ্যমান আছে এবং থাকবে। যুগে যুগে আল্লাহ মুজাহিদদেরকে সাহায্য করে আসছেন। বর্তমান যুগেও মুজাহিদদের ইখলাস ও

(جهاد بالنفس) বা জানের দ্বারা জিহাদ করার উদ্দেশ্য হলো, নিজের জানকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান বা উৎসর্গ করে দেওয়া। শুধুমাত্র প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করাকে (جهاد بالنفس) বলা ঠিক নয়। তা হলো নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই, নফস বা প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই নয়)

এই আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর কল্যাণ ও বরকতসমূহের মাধ্যম করা হয়েছে ঈমানের ভিত্তির ওপর। যার সংক্ষিপ্ত নকশা এমন হতে পারে:

- যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ।
- প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা অর্জন।
- গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া।
- চিরন্তন জান্নাতে পবিত্র ঘর ও প্রাসাদ লাভ।
- জান্নাতে প্রবেশ।
- আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতা অবতীর্ণ।
- অচিরেই আল্লাহর সাহায্যে সফলতা অর্জন।
- ঈমানদারদের জন্য মহা সুসংবাদ।

কাবার রবের শপথ আমি সফল হয়ে গেছি

আল্লাহর রাস্তায় জান উৎসর্গ করাকে সাহাবায়ে কেরাম মহান সাফল্য মনে করতেন। হজরত হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সুলাইমের সত্তরজন লোকের একটি কাফেলাকে

লিল্লাহিয়্যত সাফল্যের নতুন পথ উন্মোচন করে দিচ্ছে। আরেকটি কথা আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, বাহ্যিকভাবে অস্ত্রের শক্তি অর্জন করা এবং আধুনিক সমরাস্ত্র গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়। বরং এগুলো তাওয়াক্কুলকে আরও মজবুত করে তোলে।

নিকট অতীতের দিকে ফিরে তাকান, রাশিয়ার মতো পরাশক্তি মুষ্টিময় মুজাহিদদের হাতে করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করা এবং পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর হুবাল আমেরিকাও আমাদের তালেবান ভাইদের হাতে মার খেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। একজন মুজাহিদের মুষ্টিময় বালি-পাথরের আঘাতে চৌদ্দটি ট্যাংক জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। নিরস্ত্র মুজাহিদগণ অস্ত্রধারী বাহিনীকে বন্দি করে এনেছেন। বিমান হামলার আগে পাখি এসে মুজাহিদদের সতর্ক করে রাডার ও যোগাযোগ মিডিয়ার দায়িত্ব আদায় করেছে। শুধু দোয়ার বরকতে বহু যুদ্ধ বিমান ও ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন অচেনা মানুষ এসে মুজাহিদদের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করেছে। বন্দি রুশ বাহিনীর লোকেরাও এসব কথা স্বীকার করেছে। এসব ঘটনা আমাদেরকে শুধু এ বার্তাই পৌছায়, একমাত্র চিরঞ্জীব এই মুজাহিদদের হেফাজত করেছেন। ইনশাআল্লাহ। ভবিষ্যতেও হেফাজত করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজাহিদদের করা বরকতময় নুসরাত ও বিজয়ের ঘটনাবলীর কিছু বিবরণ "আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর নিদর্শন" বইয়ে পাওয়া যাবে]

[১] সুরা সফ, ৬১: ১০-১৩

কুরআন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বনু আমেরের নিকট পাঠান। দলটি সেখানে পৌঁছালে আমার মামা (হারাম ইবনে মিলহান) তাদেরকে বললেন, আমি সর্বাগ্রে বনু আমেরের নিকট যাবো। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী পৌঁছাতে পারি, (তবে তো ভাল) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবে। এরপর তিনি এগিয়ে গেলেন। কাফেররা তাঁকে নিরাপত্তা দিল, কিন্তু তিনি যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শোনাতে লাগলেন, সেই সময় আমের গোত্রীয়রা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করল। আর সেই ব্যক্তি তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং তীর তার শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন আল্লাহু আকবার, কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়ে গেছি। এরপর কাফেররা তার অন্যান্য সঙ্গীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সকলকে শহীদ করে দিল, কিন্তু একজন খোঁড়া ব্যক্তি বেঁচে গেলেন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হাম্মাম রহ. অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় তার সঙ্গে অন্য একজন ছিলেন। এরপর জিবরাইল আ. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খবর দিলেন যে, প্রেরিত দলটি তাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি (রব) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা এই আয়াতটি পাঠ করতাম, আমাদের কওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। পরে এ আয়াতটি মানসুখ বা রহিত হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমাগত চল্লিশ দিন রি'ল, জাকওয়ান, বনু লিহয়ান ও বনু উসাইয়্যার বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন।[১]

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ হয়ে যাওয়াকে সফলতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম মনে করতেন। رضي الله عنهم ورضوا عنه

মহা প্রতিদান ও উঁচু মর্যাদা

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় বের হওয়াই সফলতা। মুজাহিদ হয়তো সে গাজি হয়ে ফিরে আসবে অথবা শাহাদাতের সুধা পান করবে। উভয় অবস্থাতেই সফলতাই সফলতা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮০১ (নিরাপত্তা দেওয়া ব্যক্তিকে হত্যা করা কিছুতেই জায়েজ নেই। তেমনি দূতদের হত্যা করা আন্তর্জাতিকভাবে কুটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তবে কাফেরদের থেকে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়)

فَلۡيُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشۡرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِۚ وَمَن يُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقۡتَلۡ أَوۡ يَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيما،

অর্থ: সুতরাং যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করুক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, এরপর সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, অচিরেই আমি তাকে মহা প্রতিদান দান করবো।[১]
কবি বলেন:

مرے اگر تو شہید ہو مارے اگر تو غازی ہو

یہ راہ وہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہو

অর্থ: মরো তবে শহীদ আর মারলে গাজি * এই পথ তো সেই পথ যাতে সবদিক থেকে কামিয়াবি ও সফলতা।

মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা'আলা উঁচু মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ دَرَجَةٗۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٩٥ دَرَجَٰتٖ مِّنۡهُ وَمَغۡفِرَةٗ وَرَحۡمَةٗۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٩٦

অর্থ: অক্ষম নয় এমন বসে থাকা মুমিনরা আর জানমাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান নয়[২]; নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বসে থাকা লোকেদের ওপর আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং মুজাহিদদেরকে বসে থাকা লোকেদের তুলনায় আল্লাহ

[১] সুরা নিসা, ৪: ৭৪

[২] [উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দু'ধরণের লোকের আলোচনা করেছেন। এক. قاعدون ঘরে বসে থাকা লোক। দুই. مجاهدون জিহাদকারী লোক। আর এখানে مجاهدون কে قاعدون এর মোকাবিলায় উল্লেখ করাটা একথার প্রমাণ বহন করে যে, জিহাদ অর্থ শুধুমাত্র যুদ্ধ করা। কেননা قاعدون এর মধ্যে রয়েছে সেসব লোক যারা দ্বীনের কোন না কোন কাজে লিপ্ত আছেন, কিন্তু জিহাদ করেন না। চায় সে তাদরিসের কাজ করুক বা তাসনিফের কাজ করুক, খানকায় আত্মশুদ্ধির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকুক কিংবা নামাজ, রোজার দাওয়াত নিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াক]

মহাপুরস্কার দিয়ে মর্যাদা দান করেছেন। (৯৫) ওটা আল্লাহর নিকট হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান। (৯৬) [১]

এই আয়াত থেকে জানা যায়, মুজাহিদ মুমিন আর যে মুমিন মুজাহিদ নয় তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মুজাহিদদেরকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য জ্ঞানিদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا على اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا». فقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّها اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ما بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ –أُرَاهُ– فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ».

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি যে ঈমান আনল, নামাজ আদায় করল ও রমাজানের রোজা পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দেবো না? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দুটো স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের দূরত্বের মতো। তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন, এর ওপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মাদ ইবনে ফুলাইহ রহ. তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর ওপর রয়েছে আরশে রহমান। [২]

---

[১] সুরা নিসা, ৪: ৯৫-৯৬

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৯০ (এখান থেকে জানা যায়, জিহাদ যদি কারো ভাগ্যে নাও জোটে, কিন্তু সে ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করে, তাহলেও সে জান্নাত পাবে। ওপরিউক্ত আয়াত وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ থেকে এমনটাই বুঝা যায়। তবে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদেরকে যারা মুজাহিদ না তাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন)

তেমনি হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ. فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَفَعَلَ. ثُمَّ قَالَ (وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ. مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) قَالَ: وَمَا هِيَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).

অর্থ: হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) রূপে, ইসলামকে দ্বীনরূপে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নবীরূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। আবু সাঈদ রা. তাতে অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্যে কথাটি আবার বলুন। তিনি তাই করলেন, তারপর বললেন, আর একটি আমল এমন রয়েছে, যার দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশটি মর্যাদার স্তর লাভ করবে যার দুটো স্তরের মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও জমিনের ব্যবধান তুল্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ আমলটি কী হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ! [১]

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদকে শ্রেষ্ঠতর মানুষ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক মজলিসে আগমন করে বললেন, কে সর্বোত্তম মানুষ এই বিষয়টি আমি কি তোমাদের তা জানিয়ে দেবো না? আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। আমি কি তোমাদের বলে দেবো না, তারপর কোন মানুষ উত্তম? যে নিজের মেষপাল নিয়ে মানুষদের কাছ হতে দূরে অবস্থান করে থাকে এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার যে হক (জাকাত) রয়েছে তা আদায় করে দেয়। [২]

এমন লোকদের জন্যই আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে মহা প্রতিদান। এমন লোকেরাই আল্লাহ তা'আলার রহমত ও সন্তুষ্টির অধিকারী হয়। তারাই তো চিরস্থায়ী জান্নাতে বসবাস করবে।

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৮৪

[২] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৫২

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمۡ رَبُّهُم بِرَحۡمَةٖ مِّنۡهُ وَرِضۡوَٰنٖ وَجَنَّٰتٖ لَّهُمۡ فِيهَا نَعِيمٞ مُّقِيمٌ (٢١) خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ (٢٢)

অর্থ: যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর নিকট তাদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে, এরাই হলো সফলকাম। (২০) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর দয়া ও সন্তুষ্টির, আর জান্নাতের যেখানে তাদের জন্য আছে স্থায়ী সুখ-সামগ্রী। (২১) যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহর কাছেই তো রয়েছে মহাপুরস্কার। (২২)[১]

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর পথে জিহাদের তুল্য আর কী আছে? তিনি বললেন, তোমরা তা করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, প্রশ্নকারী কথাটা দু'বার বা তিনবার ফিরিয়ে বললেন। প্রত্যেকবারই তিনি বললেন, তোমরা তা পারবে না। তৃতীয়বার তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন ব্যক্তির মতো, যে সর্বদা সিয়াম পালনকারী, নামাজে দণ্ডায়মান, আল্লাহর আয়াতের পূর্ণ অনুগত, সিয়ামে বা কিয়ামে যে ক্লান্তিবোধ করে না, যতক্ষণ না আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ প্রত্যাবর্তন করে। [২]

এ বিষয়টি সম্পষ্ট যে, এই পরিমাণ ইবাদত করার মতো সাধ্য কারোর-ই নেই। সুতরাং বুঝা গেল, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহের মতো আর কোনো ইবাদত নেই।

আরেক হাদিসে এসেছ, এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের বরাবর হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِيْ طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.

অর্থ: তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (এরপর বললেন,) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে পড়ে, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে

---

[১] সুরা তওবা, ৯: ২০-২২

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৭৮

এবং দাঁড়িয়ে ইবাদাত করবে এবং আলস্য করবে না, আর রোজা পালন করতে থাকবে, রোজা ভাঙ্গবে না। ব্যক্তিটি বলল, এটা কে পারবে? হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, মুজাহিদের ঘোড়া রশির দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকি লেখা হয়। [১]

হজরত নুমান ইবনে বশির রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى ما يرجع.

অর্থ: একজন মুজাহিদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি মুজাহিদ ফিরে আসা পর্যন্ত রোজা রাখে এবং সারা রাত নফল নামাজ পড়ে। [২]

একজন মুজাহিদের মোকাবিলায় একজন আবেদের দৃষ্টান্ত

মুহাদ্দিস, হাফেজ, গাজি, শাইখুল ইসলাম ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. হারামাইনে ইবাদত করা হজরত ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. কে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে লিখেন,

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك في العبادة تلعب

من كان يخضب جيده بدموعه ... فنحورنا بدمائنا تتخضب

أو كان يتعب خيله في باطل ... فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ... رهج السنابك والغبار الأطيب

ولقد أتانا من مقال نبينا ... قول صحيح صادق لا يكذب

لا يستوي وغبار خيل الله في ... أنف امرئ ودخان نار تلهب

هذا كتاب الله ينطق بيننا ... ليس الشهيد بميت لا يكذب.

অর্থ:

১) ওহে মক্কা-মদিনায় ইবাদতকারী! তুমি যদি আমাদের দেখতে, তাহলে অবশ্যই জানতে যে, তুমি ইবাদত নিয়ে খেলতামাশায় লিপ্ত আছো ।

২) কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর ভয়ে কেঁদে চোখের পানিতে গাল ভিজিয়ে ফেলে আমরা তখন রক্তের মাধ্যমে স্বীয় বক্ষসমূহকে রঙিন করি।

৩) কেউ যখন বাতিলের পথে দৌড়িয়ে স্বীয় ঘোড়াকে ক্লান্ত করে, তখন আমাদের ঘোড়াসমূহ কেবল যুদ্ধের সময়ই ক্লান্ত হয়।

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৮৫

[২] মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৭২

৪) তোমাদের সুবাস আসে মেশক-আম্বরের সৌরভ থেকে। আর আমাদের সুবাস আসে রক্তমাখা ঘোড়ার খুর ও পবিত্র ধূলাবালি থেকে।

৫) আমাদের কাছে আমাদের নবীর বাণীসমূহ থেকে এমন কথা পৌঁছেছে, যা সত্য সঠিক, তাতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

৬) আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার খুরের ধূলি এবং জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া কখনোই মুজাহিদের নাকে একত্রিত হবে না।

৭) আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে বলছে, আল্লাহর রাস্তার কোনো শহীদই মৃত নয়। তাঁর কিতাবের কোনো কথাই মিথ্যা নয়।

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম বলেন, আমি এই চিঠিসহ মসজিদুল হারামে পৌঁছে ফুজাইল ইবনে ইয়াজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। পত্রটি পড়ে ফুযাইল ইবনে ইয়াজ কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক সত্য বলেছেন এবং তিনি আমাকে উত্তম নসিহত করেছেন।[১]

হজরত ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. বলেন, একদা আমি স্বপ্নে হজরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর সাক্ষাৎ পাই। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দুনিয়াতে কোন আমলকে আপনি উত্তম হিসেবে পেয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, ঐ আমল যাতে আমি লিপ্ত থাকতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার অর্থ কি সীমান্ত মোর্চায় অবস্থান করা এবং জিহাদ করা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আমাকে ক্ষমার ওপর ক্ষমা প্রদান দেওয়া হয়েছে।[২]

সত্যবাদী ও পরিপূর্ণ মুমিন

জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রকৃত মুমিন নিজের জান ও মালের দ্বারা নিজের ঈমানের দাবিকে প্রমাণ করে থাকে । মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ.

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/ ৪১২

[২] তারিখে বাগদাদ, ১০/১৬৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪১৯

অর্থ: মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান আনে, এরপর কোনরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী। [১]

এবং কতক হাদিসে (আল্লাহর পথে জান উৎসর্গ) কারীদেরকে সর্বোত্তম মানুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেমন:

عن أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ). قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:(مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ).

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই মুমিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। সাহাবিগণ বললেন, এরপর কে? তিনি বললেন, সেই মুমিন আল্লাহর ভয়ে যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান নেয় এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে। [২]

(উক্ত হাদিস থেকে জানা যায়, উল্লিখিত ফজিলত অর্জন করার জন্য সর্বপ্রথম প্রকৃত মুমিন হওয়া জরুরি। ঈমান ব্যতীত আমলের কোনো ফায়দা নেই। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করিমে কাফেরদের আমলনামাকে (رماد) ছাই এবং (سراب) মরীচিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবং বলেছেন, আমি তাদের আমলকে (هباء منثورا) বা উড়ন্ত ধূলা-বালিতে পরিণত করে দেবো। আল্লাহ তা'আলা এও বলেছেন, আখেরাতে কাফেরদের কোনো অংশ নেই)

(মানুষ যখন লোকদের মধ্যে থাকে তখন কারো না কারো গিবত করে অথবা গিবত শোনে, কারো ওপর রাগ করে, অথবা কাউকে কষ্ট দেয়, একাকিত্ব অবস্থায় মানুষ এসকল খারাবি থেকে মুক্ত থাকে। এই হাদিসের ভিত্তিতে কতক উলামায়ে কেরাম বলেন, মানুষের সঙ্গে একত্রে থাকার চেয়ে একাকী থাকাই উত্তম। তবে জমহুর ওলামায়ে কেরামের মাজহাব হলো, মানুষের সঙ্গে একত্রে থাকাই উত্তম। তবে সঠিক কথা হলো, ব্যক্তি, অবস্থা, জমানা ও জায়গার ভিন্নতায় হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হবে। যে ব্যক্তির মাধ্যমে মানুষের দ্বীনি ও দুনিয়াবি উপকার হবে, এবং সে

[১] সুরা হুজরাত, ৪৯: ১৫

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৮৬

মানুষের মন্দতার ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারবে, তার জন্য মানুষের সঙ্গে মিলে একত্রে থাকাই ভালো । আর যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মেলার কারণে তার থেকে গুনাহ প্রকাশ পায়, এবং তার কারণে মানুষের কোনো উপকার তো হয়-ই না বরং উল্টো আরো ক্ষতি হয়, তার জন্য একাকী থাকাই উত্তম)

আল্লাহ যাকে মুহাব্বত করেন

আল্লাহ তা'আলা বহু মানুষকেই মুহাব্বত করেন। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ তারাও যাদের ব্যাপারে তিনি নিজে ভালোবাসার ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি কুরআনুল করিমে ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوص.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।[১]

সর্বোত্তম আমল

হাদিস শরিফে জিহাদকে ঈমানের পরেই সর্বোত্তম আমল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যেমন হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (حَجٌّ مَبْرُورٌ).

অর্থ: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ মাকবুল হজ্জ সম্পাদন করা। [২]

হজরত আবু জর রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ).

অর্থ: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। [৩]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হুবশি আল-খুসআমি রা. থেকে বর্ণিত,

---

[১] সুরা সফ, ৬১: ৪

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৬

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৫১৮

عن عبد الله بن حُبْشي الخَثْعميِّ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سئل: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "طولُ القيام" قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جُهدُ المقِلِّ" قيل: فأيُّ الهِجرة أفضلُ؟ قال: "مَن هَجَرَ ما حَرَّمَ اللهُ عليه" قيل: فأيُّ الجهادِ أفضلُ؟ قال: "مَنْ جاهد المشركينَ بماله ونفسه" قيل: فأيُّ القتلِ أشرفُ؟ قال: "من أُهْرِيقَ دَمه وعُقِرَ جَوَادُه.

অর্থ: একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন সাদাকা উত্তম? তিনি বললেন, নিজ শ্রমে উপার্জিত সামান্য সম্পদ হতে যে দান করা হয় সেটা। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন হিজরত উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে থাকা। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ধরনের হত্যা মর্যাদা সম্পন্ন? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি (যুদ্ধের ময়দানে) নিজের ঘোড়াসহ নিহত হয়। [১]

আরেক হাদিসে এসেছ,

عن معاذ بن جبل قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه،» تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؛ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة

الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} حتى بلغ: {يعملون}، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه. قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.

[১] সুনানে আবি দাউদ শরিফ, হাদিস নং- ১৪৪৯

অর্থ: হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোন এক ভ্রমণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। একদিন যেতে যেতে আমি তার নিকটবর্তী হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি আমল সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, তুমি তো আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছো। তবে সেই ব্যক্তির জন্য এ ব্যাপারটা অতি সহজ যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দেন।

তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত দেবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে। তিনি আরো বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দোবো না? রোজা হলো ঢালস্বরূপ, দান-খয়রাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং কোন ব্যক্তির মধ্যরাতের নামাজ আদায় করা। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ "তাদের দেহ পাশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা তাদের প্রভুকে ডাকে আশায় ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ ।[১]

তিনি আবার বললেন, আমি কি সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, স্তম্ভ হলো নামাজ এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ। তিনি আরো বললেন? আমি কি এসব কিছুর সারকথা সম্পর্কে তোমাকে বলবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি তার জিহ্বা ধরে বললেন, এটা সংযত রাখ। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথাবার্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি পাকড়াও করা (জবাবদিহি) হবে? তিনি বললেন, হে মুআজ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে শুধুমাত্র জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধঃশিরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২]

আরেক হাদিসে এসেছ,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ» صلى الله عليه وسلم بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى

[১] সুরা আস-সিজদা, ৩২: ১৬-১৭

[২] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ২৬১৬; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৩৯৭৩; মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৩১

أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ، اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে একজন সাহাবি একটি পাহাড়ি উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে স্থানে একটি মিঠা পানির ছোট ঝরনা ছিল। নির্মল-স্বচ্ছ এই ঝরনার পানির স্বাদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল। তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি যদি সাথিদের হতে আলাদা হয়ে এই উপত্যকায় থেকে যেতাম! আমি তা কখনো করতে পারি না রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ব্যতীত। তিনি বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তা কখনো করো না। কেননা তোমাদের কেউ বাড়িতে থেকে সত্তর বছর ধরে নামাজ আদায় করার চেয়েও কিছু সময় আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় অবস্থান করা উত্তম। তোমরা কি এটা পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করান? তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করো। যে লোক আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দুইবার উষ্ট্রী দোহনের মধ্যবর্তী পরিমাণ সময় যুদ্ধ করে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়।[১]

হাজিদের খেদমত এবং মসজিদ আবাদ করার চেয়েও উত্তম

حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ. إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ. إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} ... الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا.

অর্থ: হজরত নুমান ইবনে বশির রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বারের নিকটেই ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে ওঠল- ইসলাম গ্রহণের পর যদি আমি আর কোনো সৎ কাজই না

[১] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৫০, মুসনাদে আহমাদ, ২/৪৪৬; হাকেম ২/৬৮

করি তাতে আমার কোন পরোয়া নেই; তবে আমি হাজিদেরকে পানি পান করাবো। অপর একজন বলে ওঠল, মুসলিম হওয়ার পর যদি আমি আর কোন সৎ কাজই না করি তাতে আমার কোন পরোয়া নেই, তবে আমি মসজিদুল হারামের মেরামত প্রভৃতি কাজ করে যাবো। অপর একজন বলে ওঠলো, আল্লাহর পথে লড়াই তোমরা যা যা বলেছে তার চাইতে উত্তম।

তখন হজরত ওমর রা. তাদেরকে ধমক দিয়ে বলে ওঠলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বারের নিকটে তোমরা চিৎকার করো না। সেটা ছিল জুমআর দিন। বরং যখন জুমআর নামাজ হয়ে যাবে, তখন আমি তার নিকটে গিয়ে তোমরা যে ব্যাপারে বিতর্ক করছো তা জিজ্ঞেস করে নেবো । তখন আল্লাহ তা'আলা (সে প্রেক্ষিতে) নাজিল করলেন, "যারা হাজিদের পানি সরবরাহ করে এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি তাদেরকে ওদের সমান মনে করো, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে ...। [১]

রোজার চেয়েও উত্তম আমল

জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের খেদমত করা ঐচ্ছিক রোজা রাখার চেয়েও উত্তম আমল। রোজা রাখলে এককভাবে শুধু রোজার সওয়াব পাওয়া যায়। আর মুজাহিদদের খেদমত করলে পুরো মুসলিম উম্মাহর খেদমত হয়। এক হাদিসে এসেছ হজরত আনাস রা. বলেন,

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ.»

অর্থ: আমরা এক সফরে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ছায়াই ছিল সর্বাধিক যে তার চাদর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করছিল। তাই যারা রোজা পালন করছিল তারা কোন কাজই করতে পারছিল না। যারা রোজা রত ছিল না, তারা উটের দেখাশোনা করছিল, খিদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা রোজা পালন করেনি তারাই আজ সওয়াব নিয়ে গেল। [২]

দ্বীনকে কায়েম রাখার মাধ্যম

জিহাদ এমন এক আমল যার মাধ্যমে দ্বীনে ইসলাম কায়েম ও দায়েম থাকবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

[১] (সুরা তওবা, ৯: ১৯) সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৭৯

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৯০

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ (لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ الساعة).

অর্থ: হজরত জাবের ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মুসলিমদের একটি দল এর পক্ষে লড়তে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। [১]

কুরআনুল করিমে ফিতনার খতম ও দ্বীনের বিজয়ের জন্য জিহাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ.

অর্থ: ফিতনা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, এরপর যদি তারা বিরত হয় তবে জালিমদের ওপরে ছাড়া কোনও প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন জায়েজ হবে না। [২]

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ.

অর্থ: তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শিরক) খতম হয়ে যায় আর দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। এরপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে তারা (ন্যায় বা অন্যায়) যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। [৩]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

অর্থ: হজরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল, আর নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯২২
[২] সুরা বাকারা, ২: ১৯৩
[৩] সুরা আনফাল, ৮: ৩৯

অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসেবের ভার আল্লাহর ওপর অর্পিত। [১]

কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং মুমিনদেরকে ইজ্জত ও সম্মানিত

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করিমে জিহাদের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ وَيُخۡزِهِمۡ وَيَنصُرۡكُمۡ عَلَيۡهِمۡ وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ ١٤ وَيُذۡهِبۡ غَيۡظَ قُلُوبِهِمۡۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥

অর্থ: তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, তোমাদের হাত দিয়েই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে অপমানিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর মুমিনদের প্রাণ ঠান্ডা করবেন। (১৪) তিনি তাদের মনের জ্বালা নিভিয়ে দেবেন, আল্লাহ যাকে চাইবেন তওবা করার তওফিক দেবেন, আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৫)[২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিহাদের উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে জিহাদ থেকে অর্জিত দুনিয়াবি পাঁচটি ফলাফলের কথা বর্ণনা করেছেন, যেমন:

০১। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মাধ্যমে কাফের এবং মুশরিকদের শাস্তি দেবেন।

০২। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হাতে কাফের এবং মুশরিকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

০৩। কাফের ও মুশরিকদের মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন।

০৪। কাফেরদের মন্দ পরিণতির কথা জেনে মুসলমানদের প্রশান্তি ও আরাম মিলবে।

সত্য-মিথ্যা পার্থক্যের দিনের (বদরের দিন) পূর্বে মুসলমানরা লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত ছিল। কাফের ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে নিষ্পেষণের শিকার ছিলেন। বরং তারা সর্বদা এই ভীতির মধ্যে থাকতেন যে, মুশরিকরা আমাদেরকে মিটিয়ে দেয় কি-না? বদরের যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেন। ইজ্জত-সম্মান দান করেন। এবং সর্বদিক থেকে তাদের ভিত মজবুত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلٞ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمۡ وَأَيَّدَكُم بِنَصۡرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ،

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৫

[২] সুরা তওবা, ৯: ১৪-১৫

অর্থ: স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, দুনিয়াতে তোমাদেরকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হতো। তোমরা আশঙ্কা করতে যে, মানুষেরা তোমাদের হঠাৎ ধরে নিয়ে যায় কি-না?। এমন অবস্থায় তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করলেন, উত্তম জীবিকা দান করলেন যাতে তোমরা (তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। [১]

নববী যুগের যুদ্ধগুলো পর্যালোচনা করলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমানদের ইজ্জত, সম্মান ও তাদের মাথা উঁচু বা নিচু হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করত জিহাদের ফলাফলের ওপর। উহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয়টি কিছুটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তী যুদ্ধগুলো যেমন, আহজাব, খাইবার, মুতা, মক্কা বিজয়, হুনাইন ইত্যাদি যুদ্ধের পর এই সংখ্যাটা উঁচু থেকে উঁচুতে পৌঁছে যায়। মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানরা এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন যে, জাহেলিয়্যাতের সকল প্রথা বাহুর জোরে মিটিয়ে দেওয়া হয়। বাইতুল্লাহর মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে বাইতুল্লাহকে পবিত্র করা হয়। সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে শিরকের আখড়াগুলোর মূলোৎপাটন করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন সেনা ইউনিট প্রেরণ করেন। এই সবগুলো জিহাদেরই ফলাফল ছিল। পুরো আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় তারা ইসলাম গ্রহণ করছিল । জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত মহিমা, শানশওকত, গৌরব এবং উচ্চতা এই পরিমাণ ছিল যে, অর্ধ দুনিয়ার শাসনকারী সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সেনাবাহিনী (রোম সাম্রাজ্য, যারা এই কিছু দিন পূর্বেই পারস্যকে যুদ্ধের ময়দানে নাকানিচুবানি খাইয়েছিল) মুসলমানদের মোকাবিলা করার মতো সাহস করছিল না। এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২০ দিন তাবুক ময়দানে অবস্থান করার পর দুনিয়াকে নিজের শক্তিমত্তার জানান দিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন।

১১ হি. ৬৩২ খ্রি. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। হজরত আবু বকর রা. এর খেলাফতকালে (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) শুধুমাত্র ইরাক এবং তার আসপাশের এলাকাই নয় বরং হজরত জায়েদ ইবনে হারেসা রা. এর রক্তের বদলা, নবুওয়াতের দাবিদারদের মাথা নত করা এবং ফিতনায়ে ইরতিদাদকে সমূলে উৎপাটন জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। জিহাদের মাধ্যমেই ৬৩৫ খ্রি. দামেশক, ৬৩৬ খ্রি. আনতাকিয়া ও বাইতুল মুকাদ্দাস বিজিত হয়েছে। ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তো পুরো শামেই (বর্তমান, সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন, লেবানন ও দখলকৃত ইসরাইল) ইসলামের মহান পতাকা উড়িয়ে

[১] সুরা আনফাল, ৮: ২৬

দেওয়া হয়। ইরানের বিজয়ের সূচনা হজরত ওমর ফারুক রা. এর খেলাফত কালেই (৬৩৪ - ৬৪৫ খ্রি.) ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছে। ৬৪২ খ্রি. পর্যন্ত কাদেসিয়্যাহ, মাদায়েন, জালুলা, হুলওয়ান, খুজিস্তান, ইস্ফাহান, হামাদান, রায়, তবারিস্তান, আজারবাইজান, আরমেনিয়া, কিরমান এবং খুরাসানের প্রায় সব এলাকা বিজিত হয়ে যায়। ৬৫৫ খ্রি. গ্রিস ও সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জ বিজিত হয়। ৬৭০ খ্রি. কায়রাওয়ান (তিউনিসিয়ার একটি শহর) বিজিত হয়। ৬৭৪ খ্রি. বোখারা, ৬৭৫ খ্রি. সমরকন্দ ইসলামী হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৯৩ খ্রি. আটলান্টিকের উপকূলীয় অঞ্চল ইসলামী হুকুমতের অংশ হয়ে যায়। ৭০০ খ্র. ইসলামী বাহিনী এশিয়া জয় করে নেয়। ৭১১ খ্রি. মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম রহ. করাচি থেকে মুলতান পর্যন্ত এলাকা বিজয় করে নেন। এবং তারেক ইবনে জিয়াদ জিব্রাল্টার প্রণালি পেরিয়ে ফ্রান্সের শুধু আন্দুলুস বাদে পুরোটাই বিজয় করে নেন। ৮০৯ খ্রি. তে কার্সিকা, ৮১০ খ্রি. সার্ডিনিয়া দ্বীপ, ৮২৩ খ্রি. ক্রিট, ৮২৭ খ্রি. সিসিলি, ৮৪৬ খ্রি. দক্ষিণ ইতালি এবং ৮৭০ খ্রি. মাল্টা বিজয় হয়। এমনিভাবে জিহাদের বরকতে মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যে কৃষ্ণ সাগর থেকে নিয়ে মুলতান পর্যন্ত, সমরকন্দ থেকে নিয়ে ফ্রান্স পর্যন্ত নয় লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ইসলামী হুকুম বিস্তৃতি লাভ করে। এবং দেখতে দেখতে মুসলমানরা দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সভ্যতা শক্তি গড়ে ওঠে। কিতাবুল জিহাদ, মাওলানা ইকবাল কিলানী।

মরহুম আল্লামা ইকবাল রহ. ইসলামের স্বর্ণযুগের জিহাদের উৎসাহে বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে "তারানায়ে মিল্লি" এর মধ্যে এই কবিতাগুলো লিখেছেন,

تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں
خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا
مغرب کے وادیوں میں گونجی آذاں ہماری
تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا

তরবারির ছায়ায় আমরা লালিত হয়ে যুবক হয়েছি
হেলালি ছোরাই হলো আমাদের জাতীয় প্রতীক
পশ্চিমের উপত্যকাগুলোতে আমাদের আজানের ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়
কারো কারণে আমাদের প্রবাহ বন্ধ হবার নয়।

চিন্তা ও পেরেশানি থেকে মুক্তির মাধ্যম

হাদিস থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলা জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে চিন্তা ও পেরেশানি থেকে মুক্তি দান করেন। যেমন হজরত ওবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم،

অর্থ: তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। কেননা এই জিহাদ জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা। এর মাধ্যমে আল্লাহ চিন্তা ও পেরেশানি থেকে মুক্তি দান করেন। [১]

সীমান্ত প্রহরীদের প্রতি ফেরেশতাদের সালাম ও অভিবাদন

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের আদেশ করবেন, তোমরা ঐ সকল মুজাহিদদের সালাম ও অভিবাদন পেশ করো যারা সীমান্ত পাহারা দিত। তাদের মাধ্যমে লোকেরা নিজেদেরকে কষ্টদায়ক বিষয় থেকে রক্ষা করত। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কি জান! আল্লাহ তা'আলার মাখলুকের মধ্য থেকে কারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তার রাসুলই অধিক জানেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي، عن رسول الله –صلي الله عليه وسلم – أنه قال: "هل تدْرون أوّلَ مَنْ يدخل الجنة من خلق الله؟ "، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "أوّل منْ يدخل الجنةَ مِن خلقِ الله الفقرأُء والمهاجرون، الذين تسدُّ بهم الثُّغور، ويتَّقَّى بهم المكارِه، ويموت أحدهم وحاجته في صدره، لا يستطيع لها قَضَاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائْتوهُم فَحيُّوهُمْ، فتقول الملائكة: نحن سُكَّان سمائك وخيرَتُك من خَلْقك، أفَتأمرنا أن نأتي هؤلاء فُنسلمَ عليهم؟، قال: إنهمَ كانواَ عبَاداً يعبدوني، لا يشْركون بي شيئاً، وتسَدُّ بهم الثُّغور، ويُتَّقَّى بهم المكَاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره، لا يستطيع لها قضاء"، قال: "فتأتيهم الملائكة عند ذلك، فيدخلون عليهم من كل باب: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ}

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হলো, দরিদ্র ও মুহাজিরগণ। যাদের দ্বারা সীমান্ত হেফাজত করা হতো। এবং যাদের দ্বারা কষ্ট ও পরিশ্রম থেকে বাঁচা হতো। তাদের মৃত্যু এমন অবস্থায় আসে

[১] মুসনাদে আহমাদ, ৫/ ৩১৪; হাকেম, ২/ ৭৪

যে, তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন তাদের অন্তরেই রয়ে যায়। তারা তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার সামর্থ্য রাখে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তার ফেরেশতাদের বলবেন, তাদের কাছে গিয়ে অভিবাদন ও সালাম জানাও। তখন ফেরেশতারা বলবেন, আমরা আসমানবাসী এবং আপনার সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদেরকে কি তাদের সালাম করার আদেশ দিচ্ছেন? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা আমার এমন বান্দা ছিল যারা শুধু আমারই ইবাদত করত। আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করত না। তাদের দ্বারা সীমান্ত হেফাজত করা হতো। এবং তাদের দ্বারাই কষ্ট ও মুসিবত থেকে বাঁচা হতো। তাদের মৃত্যু এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন তাদের অন্তরেই রয়ে যায়। তারা তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার সামর্থ্য রাখে না। তখন ফেরেশতারা তাদের কাছে এই বলতে বলতে আসবেন, তোমাদের ওপর সালাম। তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের আখেরাতে নিবাস কতই না উত্তম। [১]

রিজিকের দরজা

রিজিকের উপকরণ ও মাধ্যমগুলোর মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي.

অর্থ: আমার রিজিক বর্শার ছায়ার নিচে রাখা হয়েছে। আর যে আমার হুকুমের বিরোধিতা করবে তার জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত করে রাখা হয়েছে। [২]

জিহাদের ফলাফল স্বরূপ মুসলমানদের পাওয়া উত্তম রিজিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করিমে ইরশাদ করেন,

وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অর্থ: তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করলেন, উত্তম জীবিকা দান করলেন যাতে তোমরা (তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। [৩]

আল্লাহ তা'আলা তার মুজাহিদ বান্দাদেরকে এমন এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করেন যা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না। তার একটা ছোট্ট উদাহরণ পেশ করা যাক:

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, ২/ ১৬৮

[২] সহিহ বুখারি, তালিক, ৪/৪০

[৩] সুরা আনফাল, ৮: ২৬

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্র তীরের দিকে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। আবু ওবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রা.-কে তাদের আমির নিযুক্ত করে দিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন তিনশ। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমরা রাস্তায় ছিলাম, তখন আমাদের রসদ শেষ হয়ে যায়, তাই আবু ওবাইদাহ রা. সমগ্র সেনাদলের অবশিষ্ট পাথেয় একত্রিত করতে আদেশ দিলেন। অতএব সব একত্রিত করা হলো। মাত্র দু'থলে পরিমাণ খেজুর পাওয়া গেল। এরপর তিনি প্রত্যহ অল্প অল্প করে আমাদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করতে লাগলেন। যখন তাও শেষ হয়ে গেল, তখন কেবল একটি একটি করে খেজুর আমরা পেতাম। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি জাবির রা.-কে বললাম, একটি করে খেজুর খেয়ে আপনাদের কতটুকু ক্ষুধা মিটত? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! একটি খেজুর পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেলে আমরা একটির কদরও বুঝতে পারলাম। এরপর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তখন আমরা পর্বতের মতো বড় একটি মাছ পেয়ে গেলাম। বাহিনীর সকলে আঠারো দিন পর্যন্ত তা খেল। তারপর আবু ওবায়দা রা. মাছটির পাঁজরের দুটো হাড় নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। (দুটো হাড় আনা হলে) সেগুলো দাঁড় করানো হলো। এরপর তিনি একটি বাহন প্রস্তুত করতে বললেন। বাহন প্রস্তুত হল এবং হাড় দুটোর নিচ দিয়ে বাহনটি অতিক্রম করল। কিন্তু হাড় দুটোতে কোনই স্পর্শ লাগল না। [১]

জান্নাত তরবারির ছায়াতলে

জান্নাতে যাওয়ার একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ হলো জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদিসে পাকে ইরশাদ করেন তরবারির ছায়াতলে জান্নাত। হজরত আবু মুসা আশআরী রা. এর ছেলে হজরত আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতা শত্রুর মুখোমুখি থাকা অবস্থায় বলতে শোনেছি তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৪৩৬০

[এ ছিল এক অকল্পনীয় রিজিক, যা আল্লাহ তা'আলা তার মুজাহিদ বান্দাদের দান করেছিলেন। যারাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার দ্বীনের পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সারা জীবন এভাবেই সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন, এটা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য। সুরা রোম, ৩০: ৪৭। বদর, উহুদ, খন্দক থেকে নিয়ে বর্তমান যুগের আফগান ও ফিলিস্তিন জিহাদ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণা অনুযায়ী বান্দাদের সাহায্য করে আসছেন এবং প্রকৃত মুমিনরা কাফের ও মুশরিকদের ওপর বিজয়ী হয়ে আসছেন। এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ]

(إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)

অর্থ: নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়ার নিচে। তখন আলুথালু এক ব্যক্তি ওঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে আবু মুসা! আপনি কি নিজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি তার সাথিবর্গের কাছে ফিরে গেল। তারপর বলল, আমি তোমাদেরকে (বিদায়ি) সালাম জানাচ্ছি। এরপর সে তার তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলে তা দূরে নিক্ষেপ করল। তারপর নিজ তরবারিসহ শত্রুদের কাছে গিয়ে তা দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। [১]

এই হাদিসের দ্বারা জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর ফজিলত এবং প্রথম যুগে জিহাদের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনার কথা কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা যায়। এই হাদিস থেকে এও জানা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমানের প্রতি তাদের কী পরিমাণ অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল! এবং আখেরাতের তুলনায় তাদের কাছে দুনিয়ার কোনো মূল্য ছিল না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রা. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর অপেক্ষা করতে করতে সূর্য ঢলে পড়লে তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.»

অর্থ: হে লোকজন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। আর যখন তোমরা শত্রুর সামনাসামনি হয়ে যাও তখন ধৈর্য ধারণ করবে। আর জেনে রেখো, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণ কারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রু দলকে পরাস্তকারী। তুমি তাদের পরাস্ত করো এবং তাদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করো। [২]

এই হাদিস থেকে জানা যায়,

---

[১] সহিহ মুসলিম শরিফ, হাদিস নং- ১৯০২

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩০২৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৭৪২

০১। যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করা নিষেধ। সুতরাং কতক উৎসাহীর কথা, "যুদ্ধ হওয়া উচিৎ" ঠিক নয়। অযথায় যুদ্ধ চড়ানো উচিত নয়। বরং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কাছে তা থেকে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করা।

০২। তবে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কখনোই তা থেকে পলায়ন করা উচিত নয়। বরং জমে থেকে শত্রুর মোকাবিলা করা ।

০৩। জিহাদের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হওয়া চাই। এবং তাতে জান্নাতের প্রত্যাশাও থাকবে। কারণ জান্নাত তরবারির ছায়াতলে।

০৪। সকল মাধ্যম ও উপকরণ গ্রহণ পূর্বক ধৈর্য ও অবিচলতার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর ভরসা ও বিশ্বাস রেখে শত্রুকে ধ্বংস ও নিঃশেষ এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। সাহায্য তো কেবল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন,

وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ،

অর্থ: মূলত সাহায্য তো শুধু আল্লাহরই নিকট থেকে, যিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। [১]

০৫। ইহা ইসলামের এক মহত্ত্ব যে, ইসলাম যুদ্ধ অবস্থায়ও নিয়ম-শৃঙ্খলার পাবন্দি করার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছে।

হাদিস শরিফে এসেছে,

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ) فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (قُومُوا إلى جنة عرضها السماوات وَالْأَرْضُ) قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: يا رسول الله! جنة عرضها السماوات وَالْأَرْضُ؟ قَالَ (نَعَمْ) قَالَ: بَخٍ بَخٍ. فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ) قَالَ: لَا. والله! يا رسول الله! إلى رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ (فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا) فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ. فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ. قَالَ فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ. ثم قاتل حتى قتل.

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুসায়সা রা. কে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফিলার গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্যে পাঠান। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। তখন আমি ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া ঘরে আর কেউই

[১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১২৬

ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি স্মরণ করতে পারছি না, তিনি (আনাস) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন সহধর্মিণীর কথাও বলেছেন কি-না। এরপর তিনি সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং (লোকজনকে লক্ষ্য করে) তিনি বললেন, আমি দুশমনের খোঁজে বের হচ্ছি। যার বাহন প্রস্তুত আছে সে যেন আমাদের সঙ্গে আরোহন করে রওয়ানা হয়ে যায়। তখন কিছুলোক মদিনার ওপরাঞ্চল থেকে তাদের বাহন নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি বললেন, না; কেবল যাদের বাহন প্রস্তুত আছে তারাই যাবে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিগণ রওয়ানা করলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই বদরের প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছালেন। এর পরপরই মুশরিকরা এসে পৌঁছালো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ যেন কোন ব্যাপারে আমার অগ্রবর্তী না হয়, যতক্ষণ না আমি তার সামনে থাকি।

এরপর মুশরিকরা নিকটবর্তী হলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এমন জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার ন্যায়। বর্ণনাকারী বলেন, ওমায়ের ইবনে হুমাম আনসারি রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতের প্রশস্ততা কি আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার ন্যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওমায়ের বলে ওঠলেন, বাহ, বাহ, কী চমৎকার! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাহ, বাহ, বলতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল হে ওমায়ের! তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! বরং আল্লাহর কসম! আমি তার অধিবাসী হওয়ার আশায়ই এরূপ বলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার অধিবাসী (হবে)। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি তার তূণীর থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে সেগুলো খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি যদি এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে তাও হবে এক দীর্ঘ জীবন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি তার কাছে রক্ষিত খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন তারপর জিহাদে নিবিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। [১]

এই হাদিস দ্বারা জিহাদের ফজিলত জানার সঙ্গে সঙ্গে এও জানা যায়, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শাহাদাতের কী পরিমাণ আগ্রহ, উদ্দীপনা ও তামান্না ছিল!

আল্লাহর জন্য রাগান্বিত মুজাহিদ

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯০১

ইসলামের আত্মসম্মানবোধ ও জেদের কারণে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের সুসংবাদ শোনিয়েছেন। হজরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

হজরত আমর ইবনে উকাইশের জাহিলী যুগের কিছু সুদ অনাদায়ি বা বকেয়া ছিলো। সেগুলো আদায় না করে তিনি মুসলিম হওয়া অপছন্দ করলেন। কাজেই তিনি যুদ্ধের দিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার চাচাতো ভাইয়েরা কোথায়? লোকেরা বললো, তারা উহুদের যুদ্ধে গিয়েছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়? লোকেরা বললো, তারা উহুদের যুদ্ধে গিয়েছে। তিনি তার যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে নিজ ঘোড়ায় চড়ে উহুদের দিকে রওয়ানা হলেন। মুসলিমগণ তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমর! আমাদের থেকে তুমি অন্যদিকে যাও (আমাদের মধ্যে প্রবেশ করো না, কেননা তুমি কাফের)। তিনি বললেন, আমি তো ঈমান এনেছি।

তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আহত হলেন। আহত অবস্থায় তাকে তার পরিবার-পরিজনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সা'দ ইবনে মুআজ রা. তার বাড়িতে আসলেন। তিনি তার বোনকে বললেন, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি তোমার গোত্রের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য অথবা তাদের (দুশমনদের) প্রতি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে অথবা আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার জন্য যুদ্ধ করেছো তিনি (আমর) বললেন, আমি বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য জিহাদ করেছি। তিনি মারা গেলেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করলেন। অথচ তিনি আল্লাহর জন্য এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ার সুযোগ পাননি। [১]

এই হাদিস থেকে জানা যায়, আল্লাহ ও তার রাসুলের জন্য জিহাদ করা ঈমানের আলামত। এবং সফলতার জামানত। এবং এমন ব্যক্তি জান্নাতি।

জমিনে বসবাসকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি

أصحاب الشجرة বা বাইআতে রিজওয়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জমিনের সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

[১] সুনানে আবি দাউদ শরিফ, হাদিস নং- ২৫৩৭; হাকেম ২/১১৩ (হজরত আমর ইবনে আকয়াশ রহ. মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এবং আহত হয়ে আল্লাহর প্রিয় হয়ে যান। তাই তো তার জীবনে নামাজ পড়ার মতো সময়ও হয়নি। অন্যথায় নববী যুগে কোনো মুসলমান বে-নামাজি ছিলেন না)

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحا قَرِيبا (١٨) وَمَغَانِمَ كَثِيرَة يَأْخُذُونَهَاۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيما (١٩)

অর্থ: মুমিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদায়বিয়ায়) গাছের তলে তোমার কাছে বাইআত নিল। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে দিলেন নিকট আসন্ন বিজয়। (১৯) আর বিপুল পরিমাণ গনিমত যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০)[১]

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় বলেছিলেন,

أنتم خير أهل الأرض.

অর্থ: তোমরাই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

হজরত জাবের রা. বলেন, তখন আমাদের সংখ্যা চৌদ্দশ ছিল। আজ যদি আমি চোখে দেখতাম তাহলে আমি তোমাদেরকে ঐ গাছের জায়গাটি দেখিয়ে দিতে পারতাম। [২]

ঐ গাছের নিচে সাহাবায়ে কেরাম এই কথার ওপর বাইআত গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা ধৈর্য ও অবিচলতা অবলম্বন করবেন। কতক উলামায়ে কেরাম বলেন, তারা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করবেন না এই কথার ওপর বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। আর কেউ কেউ বলেন, তারা মৃত্যুর ওপর বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। [৩]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত হাফসা রা. কে বলেছিলেন,

لا يدخل النار ان شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها.

অর্থ: গাছের নিচে যারা বাইআত গ্রহণ করেছিল তাদের কেউ-ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তিনি আরজ করলেন, কেন যাবে না ইয়া-রাসুলাল্লাহ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই কথার কারণে তিরস্কার করলেন। হাফসা রা. আরজ করলেন, (আল্লাহ তা'আলা কি এটা বলেননি?

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاۚ.

[১] সুরা ফাতহ, ৪৮: ১৮-১৯
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৪১৫৪
[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৯৫৮

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না।[১] তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তার পরে এ-ও বলেছেন,

ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.

অর্থ: এরপর মুত্তাকিদেরকে আমি রক্ষা করবো আর জালিমদেরকে তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।[২]

মুত্তাকিনগণ জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে চলে যাবেন আর কাফেররা তাতে পড়ে যাবে।

সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আগে থেকেই জানতেন। এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন,

فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ، أَوْ: فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

অর্থ: আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের যা ইচ্ছে করো, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।[৩]

---

[১] সুরা মারইয়াম, ১৯: ৭১

[২] সুরা মারইয়াম, ১৯: ৭২

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩৯৮৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৬৫০

[তোমরা যা ইচ্ছে করো, এর বাহ্যিক বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, তাদেরকে যা ইচ্ছে তাই করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অথচ এটা শরীয়তের চাহিদার পরিপন্থি। এর উত্তর দেওয়া হয় এভাবে: তারা পূর্বে যে গুনাহ করেছিল তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আর এজন্যই হাদিসে অতীতকালের শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যদি ভবিষ্যতেরগুলোও ক্ষমা করে দেওয়া হতো তাহলে তো ভবিষ্যতকালের শব্দ ব্যাবহার করা হতো। এবং বলা হতো, "আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো"। তবে এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হজরত হাতেব রা. এর ঘটনা ছিল বদরের যুদ্ধের ছয় বছর পরের। এখানে রাসুল সা. হজরত ওমর রা.কে হজরত হাতেব রা.কে শাস্তি দিতে অস্বীকার করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভবিষ্যতে যা কিছু সংঘটিত হবে সেগুলোও ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের থেকে কোনকিছু প্রকাশ পেলেও তার কারণে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। আর আল্লাহ যে বলেছেন, "তোমরা যা ইচ্ছে করো" এটা তাদের সম্মান-মর্যাদার বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে। এবং তারা এমন বিশাল মর্যাদা অর্জন করেছেন যার কারণে তাদের পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার মতো যোগ্য হয়েছেন। কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, ভবিষ্যতে যদি তাদের থেকে কোন গুনাহ সংঘটিত হয় তাহলে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, তারা ভবিষ্যতে কোনো গুনাহে লিপ্ত হবে না এখানে এই বিষয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এই সুসংবাদটা আখেরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দুনিয়ার হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে নয়। (ফতহুল বারি) ওলামায়ে কেরাম বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আখেরাতে ক্ষমা করে দেওয়া। অন্যথায় যদি তারা কোনো অপরাধ করে তাহলে তাদের ওপর শরীয়তের দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা হবে যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

একবার হজরত জিবরাইল আ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে আরজ করলেন, বদরি সাহাবিদেরকে আপনারা কোন স্তরের সাহাবি হিসেবে গণ্য করেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, من أفضل المسلمين সর্বোত্তম মুসলমানদের মধ্য থেকে গণ্য করি। অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই কোন শব্দ বলেছিলেন। তখন জিবরাইল আ. বললেন, যে ফেরেশতারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরও একই স্তর।[১] অর্থাৎ তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

জান্নাতের গ্যারান্টি

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَعْنِي يَقُولُ اللهُ عز وجل: «الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِي هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ»، إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

অর্থ: আমার পথে জিহাদকারীর জন্য আমি নিজেই জামিন। আমি তার জীবনটা নিয়ে নিলে তবে তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিই। আমি তাকে (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) ফিরিয়ে আনলে তবে তাকে সাওয়াব বা গনিমতসহ ফিরিয়ে আনি।[২]

জিহাদের বদলায় জান্নাত পাওয়া যাবে এমনটাই ছিল প্রতিজন সাহাবার আকিদা ও দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, মুতার যুদ্ধে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রহ. এই কবিতাগুলা আবৃতি করছিলেন,

يَا نَفْسِ أَلَا أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّةْ ... أَحْلِفُ بِاللَّهِ لَتَنْزِلِنَّهْ طَائِعَةً أَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ.

অর্থ: হে আমার আত্মা! আমি কি দেখছি না যে, তুমি জান্নাতকে অপছন্দ করছো! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাকে অবশ্যই জান্নাতে যেতে হবে আনন্দে হোক বা নিরানন্দে।[৩]

এই কথাগুলো আবৃতি করার দ্বারা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা। কবিতার সারমর্ম হলো, তোমরা মৃত্যুকে ভয় পেয়ো না কারণ এর মাধ্যমেই তোমরা জান্নাত পাবে।

ওয়াসাল্লাম ও হজরত ওমর রা. কতক বদরির ওপর শরয়ী দণ্ডবিধি বাস্তবায়িত করেছেন (আল-মিনহাজ শরহু মুসলিম)]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩৯৯২

[২] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬২০

[৩] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭৯৩

কাফেরদের হত্যা করার প্রতিদান

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ চলাকালীন কাফেরদের হত্যা করা বিশাল ফজিলত ও সওয়াবের কাজ। জিহাদের ময়দানে শহীদ না হয়ে আহত হলেও মহান ফজিলত লাভ করে। জিহাদের ময়দানে কাফেরকে হত্যা করার ফজিলত সম্পর্কে হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"لا يجتمعُ في النارِ كافرٌ وقاتلُه أبداً.

অর্থ: কাফের এবং তাকে হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।[১]

এই হাদিস থেকে জানা যায়, কাফেরকে হত্যাকারী জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকবে। তার কারণ হলো, কোন কাফেরকে হত্যা করলে তার সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। তবে যদি কাফেরকে হত্যা করার পর তার বাকি জীবন ঈমানের পথ অবলম্বন না করে, এবং তার শেষটা ঈমানে ওপর না হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ (مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثم سدد)

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন দু'ব্যক্তি জাহান্নামে একত্রিত হবে না যে, একের উপস্থিতি অন্যকে বিব্রত করে। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! কারা সে দু'ব্যক্তি? তিনি বললেন, সে মুমিন ব্যক্তি যে কোন কাফেরকে হত্যা করেছে তারপর নিজে ন্যায় পথে চলেছে। [২]

অন্য আরেক হাদিসে এই শব্দে এসেছ,

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مسلم قَتَلَ كَافِرًا ثم سدد وقارب.

অর্থ: এমন দু'ব্যক্তি জাহান্নামে একত্রিত হবে না যে, একের উপস্থিতি অন্যকে বিব্রত করে। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! কারা এ দু'ব্যক্তি? তিনি বললেন, সে মুমিন ব্যক্তি যে কোন কাফেরকে হত্যা করেছে তারপর নিজে ন্যায় পথে চলেছে। [৩]

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৯১; সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৪৯৫

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৯১

[৩] মুস্তাদরাকে হাকেম, ২/৭২

জিহাদের ময়দানে কাফেরকে হত্যাকারী ব্যক্তি যদিও তার কিছু বদ-আমলের কারনে শাস্তির উপযুক্ত হয়, তবে এখানে এই সম্ভাবনাও আছে যে, তাকে আগুনের শাস্তি প্রদান করা হবে না। হতে পারে তাকে প্রথম দিকে জান্নাতে যাওয়া থেকে আটকে রেখে আ'রাফের মধ্যে আটকে রাখা হবে। অথবা তাকে আগুনের শাস্তি তো দেওয়া হবে কিন্তু ঐ জায়গায় দেওয়া হবে না যেখানে কাফেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর এভাবেই তারা দুজন এক জায়গায় একত্রিত হবে না। তা এজন্য করা হবে যাতে কোনো কাফের এই বলে তাকে লজ্জা দিতে না পারে, তার ঈমান ও কাফেরকে হত্যা করার কোনো ফায়দা হলো না। [১]

আমার পিতামাতা তোমার ওপর উৎসর্গ হোক

জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণকারী কতক সৌভাগ্যবান সাহাবি এমনও ছিলেন যাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলেছিলেন, আমার পিতা-মাতা তোমার ওপর উৎসর্গ হোক। যেমন একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

কে এমন আছে যে, বনু কুরায়জায় গিয়ে তাদের খবরাখবর আমার কাছে নিয়ে আসবে। (হজরত জুবায়ের রা. বলেন) রাসুল একথা বলার পর আমি সেখানে যাই। তারপর যখন আমি তাদের খবরাখবর নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ফিরে আসি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দের অতিশয্যে বলে ওঠলেন, فداك أبي وأمي আমার পিতামাতা তোমার ওপর উৎসর্গ হোক। [২]

উহুদের যুদ্ধে যখন হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. যুদ্ধ করছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতামাতাকে একত্রিত করে বলেছিলেন, فداك أبي وأمي আমার পিতামাতা তোমার ওপর কুরবান হোক। অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছ, হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তূণীর থেকে তীর বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেন, ارم فداك أبي وأمي তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাকো। তোমার ওপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক [৩]।

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় আহত হওয়ার প্রতিদান

---

[১] শরহে নববী

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩৭২০

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৪০৫৫

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় আহত ব্যক্তির রক্তের মূল্য অনেক বেশি। এই রক্ত আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই পছন্দনীয়। কিয়ামতের দিন এই রক্তের রং হবে জাফরানের আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর। এবং আল্লাহর রাস্তায় আহত ব্যক্তির ওপর শহীদদের মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে। লোকেরা তাকে দেখে চিনতে পেরে পরস্পরে বলাবলি করতে থাকবে, তার ওপর শহীদদের মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ ।

অভূতপূর্ব এক ফোঁটা রক্ত

হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ،» وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

অর্থ: দুটো ফোটা ও দুটো চিহ্নের চেয়ে বেশি প্রিয় আল্লাহ তা'আলার নিকট আর কোনো কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে যে অশ্রুর ফোটা পড়ে, আল্লাহ তা'আলার পথে (জিহাদে) যে রক্তের ফোটা নির্গত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদে) যে চিহ্ন (ক্ষত) সৃষ্টি হয়, আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত কোন ফরজ আদায় করতে গিয়ে যে চিহ্ন সৃষ্টি হয় (যেমন কপালে সিজদার চিহ্ন)[১]।

রং রক্তের আর ঘ্রাণ কস্তুরীর

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় গিয়ে আহত মুমিনকে কিয়ামতের দিন বিশেষ মর্যাদায় ওঠানো হবে। তার শরীর থেকে তাজা রক্ত বের হতে থাকবে। এবং তা থেকে কস্তুরীর ঘ্রাণ আসতে থাকবে। যেমন,

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ.»

অর্থ: কোন আঘাতপ্রাপ্ত লোক যে আল্লাহর পথে আঘাত পায়, সে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষতস্থান থেকে টকটকে লাল রক্ত ঝরছে আর তার সুগন্ধি হবে কস্তুরীর সুগন্ধির ন্যায়।[২]

---

[১] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৬৯

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৫৫৩৩

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকেই বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ.

অর্থ: কসম সেই পবিত্র সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহ তা'আলার পথে যে ব্যক্তি যে পরিমাণই জখম হয় না কেন, কিয়ামতের দিন সে ঠিক জখম অবস্থায়ই আসবে; তার বর্ণ হবে রক্ত বর্ণ আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর।[১]

আরেক হাদিসে এই শব্দে এসেছ,

«كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ».

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় মুসলিমদের যে জখম হয়, কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি জখম আঘাতকালীন সময়ে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই থাকবে। রক্ত ছুটে বের হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু গন্ধ হবে মেশকের মতো।[২]

জাফরানের রং, কস্তুরীর ঘ্রাণ

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ومَن جُرِحَ جُرحاً في سبيل اللهِ أو نُكِب نَكبَةً فإنها تَجيء يومَ القيامةِ كأَغْزَرِ ما كانتْ: لونُها لونُ الزعفرانِ، وريحُها ريحُ المِسك،

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) আহত হয় কিংবা কোনো বিপদে পতিত হয়, কিয়ামতের দিন তার এ যখমের স্থান পূর্বের মতো তাজা থাকবে এবং এর রং হবে জাফরানের রঙের মতো আর এর ঘ্রাণ কস্তুরীর ঘ্রাণের অনুরূপ।[৩]

শহীদদের মোহর

হজরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৭৬; সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং- ৫০৪৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭৫৩

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৩৭ ও ২৮০৩

[৩] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫৪১; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৫৭, সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং- ৩১৪৩

وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، خَتَمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشُّهَدَاءِ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ، يَعْرِفُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، يَقُولُونَ: فُلَانٌ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ،

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হবে তার ওপর শহীদদের মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে। এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য নুর (আলো) হবে। তার রক্তের রং জাফরানের মতো হবে। এবং তার ঘ্রাণ মৃগনাভির মতো হবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ তাকে চিনতে পারবে। এবং তারা বলাবলি করতে থাকবে, অমুকের ওপর শহীদদের মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। [১]

উক্ত হাদিস থেকে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় আহত ব্যক্তির ফজিলত সম্পর্কিত নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা গেল,

০১। জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় গিয়ে আহত ব্যক্তির ওপর শহীদদের মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে। যার দ্বারা শহীদদের সঙ্গে তার সম্পর্কে জানান দেবে।

০২। জিহাদে গিয়ে আহত ব্যক্তিদেরকে কিয়ামতের দিন নুর (আলো) দান করা হবে।

০৩। তাদের রক্তের রং জাফরানের রঙের মতো হবে। যা থেকে মৃগনাভির ঘ্রাণ আসতে থাকবে।

০৪। জিহাদে গিয়ে আহত ব্যক্তির সম্মান বাড়ানোর জন্য বিভিন্নভাবে তাকে মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া হবে। তার ওপর শহীদদের মোহর লাগানো নিশানা থাকবে। যার দ্বারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ তার মর্যাদা ও স্তর সম্পর্কে জানতে পারবে।

ফাজায়েলে জিহাদ উসুলে দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ এর মধ্যে ফাজায়েলে জিহাদকে উসুলে দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তার কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে,

০১ । এটা (জিহাদ) আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা ও ইলহামের মোতাবেক। তাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করা আল্লাহর রহমত পাওয়ার মাধ্যম। তাকে খতম করার চেষ্টা করা লানতের কারণ। এবং বর্তমান জমানায় তা ছেড়ে দেওয়া প্রভূত কল্যাণ ছুটে যাওয়ার নামান্তর।

০২ । এটি খুবই কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ। তাতে ক্লান্ত হয়ে যেতে হয় এবং জান ও মালের খরচ করতে হয়। নিজের শহর, এলাকা ছাড়তে হয়। আর তার দিকে ঐ

[১] মুসনাদে আহমাদ ৪৫/৪৯৫ হাদিস নং, ২৭৫০৩

ব্যক্তিই আসে, যার দ্বীন একনিষ্ঠ, যে দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়, এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে।

০৩ । তার (জিহাদের) আবেদন অন্তরে সৃষ্টি হয়ে গেলে ফেরেশতাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য হয়ে যায়। এবং তাদের পূর্ণতা থেকে সে-ও অংশ পায়। এবং সে বিভিন্ন প্রাণীর খারাবি থেকে রক্ষা পায়। আর এই সবগুলো অন্তরের মধ্যে দ্বীন বদ্ধমূল হওয়ার পরে হয়। যা প্রশান্ত অন্তরের নিদর্শন। তবে এই সবগুলো তখনই সম্ভব যখন জিহাদ তার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হবে, অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে উঁচু করার জন্য হয় তাহলে সেটাই হবে মহান আল্লাহর পথ।

০৪ । এটি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আমল, আর তা সাধারণত যুদ্ধের প্রস্তুতি যেমন তিরন্দাজি, ঘোড়া প্রতিপালনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি এই জিনিসগুলোর দিকেই ফিরবে, কেননা এই জিনিসগুলোই তাকে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেবে।

০৫ । জিহাদের মাধ্যমেই দ্বীন ও ধর্মের পূর্ণতা পায় এবং তার ক্রমবিকাশ ঘটে। এই বিষয়টি মানুষের সামনে স্পষ্ট করা খুবই জরুরি। যখন এই মূলনীতিটি কারো জানা হয়ে যাবে তখন গাজওয়া ও জিহাদ সম্পর্কে বর্ণিত ফজিলতও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

০৬ । জিহাদের শুরুতে ঐ সকল বিষয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা খুবই জরুরি যেগুলো ব্যতীত সাধারণত জিহাদ হতে পারে না। যেমন, তিরন্দাজি ইত্যাদি। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদেরকে কোন বিষয়ের হুকুম প্রদান করেন তখন তিনি তার ওপর রাজি হয়ে যান। আর যখন এই বিষয়টি জানা যায় যে, এই বিষয়গুলো ব্যতীত জিহাদ হবে না তখন এই বিষয়গুলো মানা এবং সেগুলো প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া জরুরি হয়।

০৭ । তারপর ঐ বিষয়গুলোর মধ্যেও পার্থক্য জানা জরুরি যেগুলো আত্মাকে সংশোধন করে তার উপকার পৌঁছায় এবং যেগুলো উপকার পৌঁছায় না। এজন্য শরীয়ত দুটো পদ্ধতি বানিয়েছে, এক. শহর, দেশ ও ধর্মের ব্যবস্থাপনা। দুই. আত্মার পরিপূর্ণতা। আর আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার বিষয়টি তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন কেউ তার আত্মাকে দৃঢ় এবং যুদ্ধের ময়দানে কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করাকে অভ্যাসে পরিণত করতে পারবে।

০৮ । সুতরাং যখন ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য জিহাদ জরুরি তখন তার আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়াও খুবই জরুরি। যেগুলো ছাড়া ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ সম্ভব নয়। এজন্যই প্রত্যেক জায়গায় বিদ্রোহ দমন করা, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, প্রত্যেক স্থানে ইমাম নির্ধারণ করা ওয়াজিব ও সুন্নতে মাসুরা বা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সুন্নত। এই ধারায় স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত পদ্ধতি বর্ণিত আছে। ০৯ । ইমামের জন্য উচিত হলো, মুসলমানদের শান শওকত ও মর্যাদার বৃদ্ধির উপকরণগুলো নিয়ে চিন্তা করা। এবং কাফেরদের হাত তাদের পর্যন্ত পৌঁছা থেকে বাধা দেওয়া। সে চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদ করে কাজ করবে। ইজতিহাদের মাধ্যমে ঐ সকল কাজই করবে যেগুলোর দৃষ্টান্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ ইমামকে জাতির কল্যাণের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে, সে সেসকল কাজই আঞ্জাম দেবে যেগুলো ইমাম ব্যতীত অন্য করো মাধ্যমে সম্ভব নয়। আর এই ধারায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিরাত।[১]

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদের সফরে আসা-যাওয়া এবং ময়দানে পাহারা দেওয়া

মুসাফির জিহাদের পথে আসা-যাওয়া, শরীরের ওপর ধুলাবালি লাগা, ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া, পাহারা দেওয়া ইত্যাদিতে সীমাহিন প্রতিদান নিহিত রয়েছে। এবং তার প্রতি কদমে কদমে পুরস্কৃত করা হয়। মুজাহিদদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মেহনত, কাফেরদের ক্ষোভের উদ্রেককারী স্থানগুলিকে পদদলিত করা এই সবই সৎ ও নেক কাজ বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ: মদিনাবাসী ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ বেদুইনদের জন্য উচিত নয় আল্লাহর রাসুলের (সঙ্গ বাদ দিয়ে) পেছনে থেকে যাওয়া আর নিজেদের জীবনকে তাঁর জীবনের চেয়ে প্রিয় জ্ঞান করা। কেননা এমন কখনো হবে না যে, তারা আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, দৈহিক ক্লেশ ও ক্ষুধা ভোগ করবে, আর কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেককারী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আর শত্রুদের নিকট থেকে কিছু লাভ করবে আর তার বিনিময়ে তাদের জন্য কোন নেক আমল লেখা হবে না (অবশ্যই লেখা হবে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না। (১২০) আর এটাও

[১] আল-ইবরতু মিম্মা জাআ ফিল-গাজবি ওয়াশ-শাহাদাহ, পৃ. ১৭৯-১৮০

হবে না যে, তারা কম বা বেশি মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করবে আর (জিহাদে) তারা কোন উপত্যকা অতিক্রম করবে অথচ তা তাদের নামে (নেক আমল) লেখা হবে না (অবশ্যই লেখা হবে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিতে পারেন। (১২০) [১]

জিহাদের ময়দানে একবার আসা-যাওয়ার সওয়াব

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী জিহাদের ময়দানে একবার আসা ও যাওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাকিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা নিজে তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

০১। দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাকিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। হজরত সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا: وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.»

অর্থ: আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর ওপর যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম। আল্লাহর পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চেয়ে উত্তম। [২]

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

অর্থ: আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর মধ্যে থাকা সব কিছুর থেকে উত্তম। তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মতো জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও এর মধ্যে থাকা সব কিছুর থেকে উত্তম। জান্নাতি কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও জমিনের মাঝের সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার মধ্যে থাকা সব কিছুর চেয়ে উত্তম। [৩]

---

[১] সুরা তওবা, ৯: ১২০-১২১

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৯২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৮১

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৯৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৮০

জিহাদ শেষ করে বাড়ি ফিরে আসাও জিহাদেরই অংশ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"قَفْلَةٌ كغزوةٍ.

অর্থ: যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যুদ্ধে যোগদানের মতোই নেকির কাজ। [১]

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদের জামিন হয়ে যান, হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ».

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর ওপর ঈমান এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ঈমানের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে তার পুণ্য বা গনিমতসহ ঘরে ফিরিয়ে আনবো কিংবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

আর আমার উম্মতের ওপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোন সেনাদলের সঙ্গে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা ভালোবাসি যে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই। [২]

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পাঁচ জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ: " مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি এই পাঁচ জিনিসের কোন একটিও করবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। (১) যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়। (২) কারও জানাজার সঙ্গে যায়। (৩) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়। (৪) যুগের ইমাম বা বিচারকের কাছে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রতি উৎসাহ দেওয়ার জন্য

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৪৮৭; মুসনাদে আহমাদ ২/১৭৪; হাকেম ২/৭৩
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৭৬

গমন করে। (৫) অথবা নিজের ঘরে বসে থাকে, লোকেরা তার থেকে নিরাপদ থাকে এবং সে লোকদের থেকে নিরাপদ থাকে। [১]

জিহাদের পথে ধূলিমলিন ও ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার প্রতিদান

জিহাদের পথের মুসাফিরের ওপরে পড়া ধুলাবালি এবং এবং তার অন্তরে সৃষ্টি হওয়ার শঙ্কা ও ভয়ের জন্য তাকে বিশাল প্রতিদান দান করা হয়।

জিহাদের পথে ধূলিমলিন হওয়ার সওয়াব

জিহাদের পথে ধূলিমলিন হওয়া জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটি বিশাল মাধ্যম।

০১। যে ব্যক্তি জিহাদের পথে ধূলিমলিন হবে জাহান্নামের আগুন থেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। হজরত আব্দুর রহমান ইবনে জবর রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.»

অর্থ: আল্লাহর পথে যে বান্দার দু'পা ধূলোয় মলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এমনটা কখনো হবে না। [২]

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহের বরকতে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। উক্ত হাদিসে মুজাহিদদের জন্য বিশাল সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় চলার সময় পায়ের ওপর পড়া ধুলাবালির যদি এই উপকারিতা থাকে তাহলে যারা নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তারা কীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে?

০২। জিহাদের পথের ধুলাবালি এবং জাহান্নামের আগুন কখনো একত্রিত হবে না। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ،» وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ.

অর্থ: আল্লাহ তা'আলার ভয়ে যে লোক ক্রন্দন করে তার জাহান্নামে যাওয়া এরূপ অসম্ভব যেমন অসম্ভব দোহন করা দুধ আবার পালানের মধ্যে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলার পথের ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না (আল্লাহ তা'আলার পথের পথিক জাহান্নামে যাবে না)। [৩]

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৪১; ইবনে হিব্বান, হাদিস নং- ৩৭৩; বাজ্জার, ২/২৫৭ (হাদিসটি হাসান, শুয়াইব আল-আরনাউত কর্তৃত তাহকিককৃত)

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮১১

[৩] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৩৩

০৩। ধুলাবালি এবং মৃগনাভির ঘ্রাণ।

কিয়ামতের দিন মুজাহিদের শরীরের ওপর পড়া ধুলাবালিই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করবে। কেননা তা থেকে কস্তুরীর ঘ্রাণ আসতে থাকবে। হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি বিকাল চলল, তাতে সে যতোটা ধূলিমলিন হলো, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য এর সমপরিমাণ কস্তরীতে পরিণত হবে। [১]

জিহাদের ময়দানে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার প্রতিদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি

জিহাদের ময়দানে উদ্ভূত ভয়-ভীতি সৌভাগ্যের সোপান। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন,

مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهَجٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ "

অর্থ: আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যে ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন। [২]

দুশমনের কারণে অন্তরে সৃষ্ট প্রতিটি ভয়, যার কারণে সাধারণত অন্তরে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা বিশাল প্রতিদান দান করেন। এবং তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

জিহাদের ময়দানে পাহারা দেওয়া

কুরআন ও হাদিস থেকে জানা যায়, জিহাদের ময়দানে প্রতিটি কাজই অনেক সওয়াবের। এমনকি জিহাদের পথে পাহারা দেওয়াতেও অনেক সওয়াব ও প্রতিদান দান করা হয়।

অভিনন্দন পাওয়ার উপযোগী বান্দা

এক হাদিসে মুখলিস বা একনিষ্ঠ মুজাহিদের জিহাদের ময়দানে পাহারা দেওয়ার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭৭৫

[২] মুসনাদে আহমাদ, ৬/৮৫; হাদিস নং- ২৪৫৪৮

آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»

অর্থ: লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তোলে দেবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল উস্কখুস্ক এবং পা ধূলিমলিন। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (দলের) পেছনে পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ কবুল করা হয় না। [১]

আল্লাহর এমন বান্দাদের স্তর এই হয় যে, তারা কোন দোয়া করলে তাদের দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার নামে কোন কসম করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কসমকে রক্ষা করেন। তাদের কসমকে পূর্ণ করে দেন।

জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত চোখ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ»: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

অর্থ: জাহান্নামের আগুন দুটো চোখকে কখনো স্পর্শ করবে না। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে যে চোখ ক্রন্দন করে এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যে চোখ (নিরাপত্তার জন্য) পাহারা দিয়ে ঘুমবিহীন রাত পার করে দেয়। [২]

জান্নাতে মিলিত হবে

হজরত সাহল ইবনে হানজালিয়্যা রা. সূত্রে বর্ণিত তারা (সাহাবিগণ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন। রাত আসা পর্যন্ত তারা একে অপরের অনুসরণ করে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাজের সময় উপস্থিত হওয়ার কথা জানানো হলো। এমন সময় একজন অশ্বারোহী এসে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনাদের কাছে থেকে পৃথক হয়ে অমুক অমুক পাহাড়ে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৮৭

[২] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৩৯

ওঠে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াজিন গোত্রের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই তাদের উট, বকরী সবকিছু নিয়ে হুনাইনে একত্র করেছে।

একথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল এসব কিছুই মুসলিমদের গনিমতের বস্তুতে পরিণত হবে। এরপর তিনি বললেন, আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দেবে? আনাস ইবনে আবু মারসাদ আল-গানবী রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি। তিনি বললেন, তাহলে ঘোড়ায় চড়ো। তিনি তার একটি ঘোড়ায় চড়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এই গিরিপথের দিকে খেয়াল রাখবে এবং এর শেষ চূড়ায় ওঠে পাহারা দেবে। সাবধান! আমরা যেন তোমার অসতর্কতার কারণে ধোঁকায় না পড়ি।

এরপর ভোর হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের জন্য বেরিয়ে এসে দুরাকআত (সুন্নাত) নামাজ আদায় করে বললেন, তোমাদের অশ্বারোহীর কি খবর? সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! তার কোনো খবর সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। এরপর নামাজের ইকামত দেওয়া হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ালেন এবং গিরিপথের দিকে তাকাতে থাকলেন। নামাজ শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের অশ্বারোহী এসে গেছে। সাহাবিগণ বললেন, আমরা গাছের ফাঁক দিয়ে গিরিপথের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি আসতেছেন।

এমন কি তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী গিরিপথের শেষ প্রান্তে গিয়েছি এবং ভোর বেলায় উভয় পাহাড়ের চূড়ায় ওঠেছি, কিন্তু কোনো (শত্রুকেই) দেখতে পাইনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি রাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছিলে? তিনি বললেন, নামাজ ও প্রাকৃতিক প্রয়োজ ছাড়া নামিনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার জন্য (জান্নাত) অবধারিত করেছো, এরপর তোমার কোনো (অতিরিক্ত) নেক কাজ না করলেও চলবে। [১]

উক্ত হাদিস থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়,

০১। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতার ওপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ ভরসা ছিল।

০২। ভবিষ্যতের যে কোন কাজের ইচ্ছা করলে ইনশাআল্লাহ বলা।

---

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫০১

০৩। আল্লাহ তা'আলার ওপর বিশ্বাস ও ভরসা থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক উপকরণ ছেড়ে না দেওয়া। প্রয়োজন মোতাবেক সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসার পরিপন্থি নয়।

০৪। যদি কোন মুজাহিদ তার ডিউটি পালন করে ফিরে আসে তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। কেননা আল্লাহ তাকে সহিসালামতে ফিরিয়ে এনেছেন।

০৫। ভয় ও উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুম পালন করা জরুরি মনে করতেন।

০৬। ভয়ভীতি সত্ত্বেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর ইবাদতে প্রতি বিশেষত নামাজের প্রতি খেয়াল রাখতেন।

০৭। জিহাদের পথে পাহারা দানকারীর ওপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত আবশ্যক করে দেন।

০৮। জিহাদ অবস্থায় কেবলার দিকে উপস্থিত থাকা দুশমনের গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা যাবে। (তবে চেহারা ফেরানো যাবে না)

০৯। হাদিসের শেষ অংশ থেকে বুঝা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সাহাবিকে তার আমল কবুলের সুসংবাদ দান করে ছিলেন।

আল্লাহর পথে মোর্চা স্থাপনকরা এবং সতর্ক থাকার ফজিলত

দুশমনে গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং নিজের সীমান্ত হেফাজতের জন্য সীমান্ত মোর্চায় অস্ত্রেসজ্জিত হয়ে বসে থাকাকে আরবিতে রিবাত বলা হয়। রিবাতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করিমে ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ.

অর্থ: হে মুমিনগণ! ধৈর্য ধারণ করো, দৃঢ়তা প্রদর্শন করো, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধনকে মজবুত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [১]

হাজার দিন থেকেও উত্তম

হজরত ওসমান ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.

অর্থ: অন্য (কোন কাজে) কোথাও এক হাজার দিন কাটানোর চাইতে এক দিন আল্লাহ তা'আলার পথে সীমান্ত পাহারা দেওয়া (বা শত্রুর অপেক্ষায় থাকা) বেশি উত্তম।[১]

---

[১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ২০০

দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম

হজরত সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

অর্থ: আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর ওপর যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।[২]

পূর্ণ একমাস রোজা ও সারারাত ইবাদত করার চেয়েও উত্তম

হজরত সালমান রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ.

অর্থ: একদিন ও একরাত সীমান্ত পাহারা দেওয়া পূর্ণ একমাস রোজা পালন এবং ইবাদাতের জন্য রাত জাগার চেয়েও শ্রেষ্ঠ।[৩]

তার আমলনামা চলমান থাকবে

আল্লাহর পথে পাহারা দানকারী ব্যক্তি যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে সে জীবিত অবস্থায় যে সকল আমল ও ভালো কাজ করত কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় লিখা হতে থাকবে। যেমন হজরত সালমান রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন,

وَإِنْ مَاتَ، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.

অর্থ: আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ আমলের সওয়াব জারি থাকবে যে আমল সে করত এবং তার (শহীদসুলভ) রিজিক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে ব্যক্তি ফিতনাসমূহ থেকে নিরাপদে থাকবে।[৪]

হজরত ফুজালা ইবনে ওবাইদ রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كلُّ الميّت يُختَم على عمله، إلا المرابِطَ، فإنه ينمو له عملُه إلى يوم القيامة.

অর্থ: প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আমল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সীমান্ত প্রহরায় সওয়াব বন্ধ হয় না। কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলের সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।[১]

---

[১] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৬৭

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৯২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৮১

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯১৩

[৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯১৩

রিজিক প্রাপ্ত হওয়া

আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত এলাকায় পাহারারত অবস্থায় যে ব্যক্তি ইন্তেকাল করবে তারা রিজিক চিরস্থায়ীভাবে চালু করে দেওয়া হয়।

হজরত সালমান রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন,

وأجري عليه رزقه،

অর্থ: এবং তার রিজিক চালু করে দেওয়া হবে। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯১৩

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقَهُ،

অর্থ: এবং তার রিজিক চালু করে দেওয়া হবে।[২]

এই রিজিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জান্নাতের রিজিক যা শহীদদের দান করা হবে।

কবরে ফিতনা এবং কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি

জিহাদের ময়দানে সীমান্ত পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরে ফিতনা ও কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ রাখবেন।

হজরত ফুজালা ইবনে ওবাইদ রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ويُؤمَّن من فَتَّان القبرِ"

অর্থ: এবং কবরের ফিতনাসমূহ থেকে নিরাপদে রাখা হবে।[৩]

হজরত সালমান রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وأمن الفتان.

অর্থ: ফিতনাসমূহ থেকে নিরাপদে থাকবে। [৪]

এখানে الفُتَّانَ কে الفَتَّانَ ও পড়া যায়। উভয়ের অর্থ হলো, দাজ্জাল, শয়তান অথবা আজাবের ফেরেশতা। সীমান্ত পাহারা অবস্থায় মৃত ব্যক্তি তা থেকে মুক্ত থাকবে।

---

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫০০, সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৬৫

[২] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭৬৭

[৩] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫০০; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৬৫

[৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯১৩

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার শেষের বাক্যটি হলো এই,

وَأَمِنَ مِنْ الْفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنْ الْفَزَعِ.

অর্থ: কবরের বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং কিয়ামতের ভয়ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় ওঠাবেন।[১]

প্রতিটি দানার বিনিময়ে প্রতিদান

হজরত তামিমে দারী রা. বর্ণনা করেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন,

مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ"

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশে) একটি ঘোড়া পোষে, এরপর স্বহস্তে একে ঘাস ও শস্যদানা খাওয়ায়, তার আমলনামায় প্রতিটি দানার বিনিময়ে একটি করে সওয়াব লেখা হয়।[২]

জিহাদের সফরে মৃত্যুবরণ, নেক আমল, মুজাহিদকে সহযোগিতা করার ফজিলত

জিহাদের সফরে মৃত্যুবরণ করার ফজিলত ও প্রতিদান

যে ব্যক্তি জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর জন্য বের হয়েছে সে যদি স্বাভাবিকভাবেও মৃত্যুবরণ করে তাহলেও তার প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায় চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورا رَّحِيما.

অর্থ: এবং যে ব্যক্তি নিজের গৃহ হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে হিজরত করে বের হয়, এরপর মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে তার সওয়াব আল্লাহর জিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩]

এখানে (وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۗ) বলার দ্বারা তার প্রতিদান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার মুখলিস বান্দাদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُصۡلِحِينَ.

---

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭৬৭

[২] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭৯১

[৩] সুরা নিসা, ৪: ১০০

অর্থ: আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করি না।[১]
অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ.

অর্থ: তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক কোন কর্মীরই কর্মফল আমি নষ্ট করি না ।[২]

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা.-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খেতে দিতেন। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. ছিলেন হজরত ওবাদাহ ইবনে সামিত রা.-এর স্ত্রী। একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে থাকেন। এক সময় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়েন। এবং কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার হাসির কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের ওপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহর মতো তখতে উপবিষ্ট। এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক রহ. সন্দেহ করেছেন। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য এই দোয়া করলেন।

এরপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এর কিছুক্ষণ পর আবার হাসতে হাসতে জেগে ওঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার হাসার কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিছু ব্যক্তিকে আমার সামনে পেশ করা হয়। পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। এরপর হজরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা.-এর সময় হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে

[১] সুরা আরাফ, ৭: ১৭০
[২] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৯৫

বের হন এবং সমুদ্র থেকে যখন বের হন তখন তিনি তাঁর বাহন থেকে ছিটকে পড়েন। এতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১]

হজরত ওসমান রা. এর খেলাফত কালে হজরত মুআবিয়া রা. মিশরের গভর্নর ছিলেন। তিনি হজরত ওসমান রা. এর থেকে অনুমতি নিয়ে রোমের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বপ্রথম নৌবাহিনী প্রস্তুত করেন। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. তাঁর স্বামী হজরত ওবাদা ইবনে সামেত রা. এর সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম সামুদ্রিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং তিনি যুদ্ধ করতে না করলেও সেই সফরেই তার ইন্তেকাল হয়। এমন মৃত্যুকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে শাহাদাত বলা হয়। এভাবেই হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. এর শাহাদাতের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়িত হয়।

ক্ষমা ও রহমত অর্জন

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ চলাকালীন যার মৃত্যু হয় তাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এবং তার ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَة مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْر مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

অর্থ: যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তবে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা অতি উত্তম তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে।[২]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ করেন,

«أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي؛ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ».

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "আমার যে কোন বান্দা আমার সন্তুষ্টির নিমিত্তে আমার রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হয়, আমি তার জন্য জিম্মাদার যে আমি তাকে তার পাওয়া সওয়াব ও গনিমত পৌঁছে দেবো, যদি তাকে মৃত্যু দিই তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেবো, তাকে রহম করবো ও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।[৩]

উত্তম খাবার ও মনোরম বাসস্থান

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৮৮ ও ২৭৯৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯১২; সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৪৯০; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৪৫; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭৭৬

[২] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৭

[৩] সহিহ হাদিসে কুদসি, হাদিস নং- ৬৩

কুরআনুর করিমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوۡ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزۡقًا حَسَنٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ (٥٨) لَيُدۡخِلَنَّهُم مُّدۡخَلٗا يَرۡضَوۡنَهُۥۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٞ (٥٩)

অর্থ: আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, এরপর নিহত হয়েছে, কিংবা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই উৎকৃষ্ট রিজিক দান করবেন, আর আল্লাহ তিনি তো সর্বোত্তম রিজিকদাতা। (৫৮) তিনি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই দাখিল করবেন এমন জায়গায় যা পেয়ে তারা খুবই সন্তুষ্ট হবে, আর আল্লাহ অবশ্যই সর্বজ্ঞ, পরম সহিষ্ণু। (৬০)[১]

সওয়াব ও গনিমত অর্জন এবং শয়তানের বিরোধিতা

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.»

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সওয়াব ও গনিমত লাভ করেছে তা সমেত তাকে ঘরে ফেরাবেন, যেখান থেকে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।[২]

আরেক হাদিসে এসেছে,

إنَّ الشّيطانَ قَعَدَ لا بن آدمَ بأطرُقِهِ، فقَعَدَ له بطريقِ الإسلام فقال: تُسْلِمُ وتَذَرُ دِينَكَ ودينَ آبائكَ وآباءِ أبيك؟ فَعَصاه فأَسْلَمَ، ثم قعَدَ له بطريقِ الهجرة فقال: تُهاجِرُ وتَدَعُ أَرْضَكَ وسماءَكَ؟ وإِنَّما مَثَلُ المهاجِرِ كَمَثَلِ الفَرَسِ فِي الطِّوَلِ، فَعَصَاهُ فهاجَرَ، ثم قَعَدَ له بطريقِ الجِهاد فقال: تُجاهد، فهو جَهْدُ النَّفْسِ والمالِ، فتُقاتلُ فتُقتلُ، فتُنكَحُ المرأةُ، ويُقسَمُ، المال، فعصاه فجاهد. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فمَنْ فعلَ ذلك كان حَقًّا على اللهِ عز وجل أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، ومَنْ قُتِلَ

[১] সুরা হজ্জ, ২২: ৫৮-৫৯

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩১২৩

كان حقًّا على الله عز وجل أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وإنْ غَرِقَ كان حَقًّا على الله أن يُدْخِلَهُ الجَنَّة، أو وَقَصَتْهُ دابَّته كان حَقًّا على الله أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة.

অর্থ: হজরত সাবরতা ইবনে আবু ফাকিহ রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, শয়তান আদম সন্তানের রাস্তাসমূহে বসে থাকে। সে ইসলামের পথে বসে বাধা সৃষ্টি করতে গিয়ে বলে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, আর তোমার দ্বীন ও তোমার বাপদাদার দ্বীন এবং তোমার পিতার পূর্বপুরুষদের দ্বীন পরিত্যাগ করবে? কিন্তু আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের রাস্তায় বসে বলে, তুমি হিজরত করবে, তোমার ভূমি ও আকাশ পরিত্যাগ করবে? মুহাজির তো একটি রশিতে আবদ্ধ ঘোড়ার ন্যায়। কিন্তু সে ব্যক্তি তার কথা। অমান্য করে হিজরত করে।

এরপর শয়তান তার জিহাদের রাস্তায় বসে এবং বলে, তুমি কি জিহাদ করবে? এতে নিজেকে এবং নিজের ধন সম্পদকে ধ্বংস করা। তুমি যুদ্ধ করে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যের বিবাহে যাবে, তোমার সম্পদ ভাগ হবে। সে ব্যক্তি তাকে অমান্য করে জিহাদে গমন করে। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে এরূপ করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী জান্নাত তার জন্য অবধারিত। আর যে ব্যক্তি শহীদ হয়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর ওপর অবধারিত। যদি সে ডুবে যায়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর ওপর অবধারিত। আর যদি তার সওয়ারী তাকে ফেলে দিয়ে তার গর্দান ভেঙ্গে দেয় বা মেরে ফেলে, তখনও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর ওপর অবধারিত।[১]

জিহাদের সফর ও অবিরাম ইবাদত

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ. لَا يَفْتُرُ مِنْ صيام وصلاة. حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى.

অর্থ: আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে সর্বদা রোজা পালনকারী, নামাজে দণ্ডায়মান, আল্লাহর আয়াতের পূর্ণ অনুগত, রোজা বা নামাজে যে ক্লান্তিবোধ করে না, যতক্ষণ না আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ প্রত্যাবর্তন করে।[২]

---

[১] সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং- ৩১৩৮; সহিহ ইবনে হিব্বান, ৭/ ৫৭

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৭৮

জিহাদের সফরে নেক আমলের প্রতিদান

জিহাদের সফর অবস্থায় রোজা, জিকির, তিলাওয়াত এবং অন্যান্য নেক আমলের প্রতিদান সাধারণ সময়ের আমলের তুলনায় অনেক গুণে বেশি পাওয়া যায় । এজন্য মুজাহিদিনদের জন্য উচিত হলো, এই সময়টাকে গনিমত মনে করে জিহাদের পাশাপাশি অন্যান্য নেক আমলের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া ।

জিহাদের ময়দানে রোজা

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ، بِذَلِكَ الْيَوْمِ، وَجْهَهُ عن النار سبعين خريفا".

অর্থ: যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধের সময়) একদিন সিয়াম (রোজা) পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে এ দিনের রোজার বরকতে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন।[১]

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি এই শব্দে এসেছে,

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ» اللهِ زَحْزَحَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا،

অর্থ: যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় রোজা আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের (পথের) দূরত্বে রাখবেন।[২]

হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ» اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

অর্থ: কোন ব্যক্তি যদি একদিন আল্লাহ তা'আলা রাস্তায় রোজা আদায় করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে আকাশ ও জমিনের মাঝখানের দূরত্বের সমতুল্য একটি পরিখা সৃষ্টি করে দেবেন।[৩]

জিহাদের সফরে তিলাওয়াতে কুরআন

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. ও হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَرَأَ أَلْفَ أَيَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৪০, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১১৫৩

[২] সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং-২২৪৪-২২৪৬; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬২২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ১৭১৮

[৩] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬২৪

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার নাম নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালিহীনগণের সঙ্গে লিখে দেওয়া হবে।[১]

জিহাদের সফরে আল্লাহর জিকির

সফলতা অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিহাদ চলাকালেও জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ.

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাকবে আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।[২]

দুশমনের মোকাবিলা করার সময় দোয়া

মুসলমানদের যে সফলতাই অর্জিত হোক না কেন তা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যেই হয়।[৩]

যদি আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্য করতেন তাহলে তাদেরকে কেউ-ই পরাজিত করতে পারত না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

[১] হাকেম ২/৮৭

[ইমাম হাকেম রহ. এই হাদিসের সনদকে সহিহ বলেছেন। ইমাম জাহাবী রহ. ও তার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী জাব্বান ইবনে ফায়িদাহকে কতক মুহাদ্দিস দ্বয়িফ বা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন]

[২] সুরা আনফাল, ৮: ৪৫

[৩] [আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ঐ সকল লোকদেরই অর্জিত হয় যারা তার দ্বীনের সাহায্য-সহযোগিতা করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ অর্থ: আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে, আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত। সুরা হজ্জ, ২২: ৪০। অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ﴾ অর্থ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর তোমাদের পা-গুলোকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৭ । মুসলমানদের সাহায্য করলেও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায়। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. অর্থ: বান্দা যতক্ষণ তার ভাই এর সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৬৯৯। অন্য এক হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, إِنَّما يَنصُرُ اللهُ هذه الأمَّةَ بضعيفها؛ بدَعْوتِهم وصَلاتِهم وإخلاصهم অর্থ: মুসআব ইবনে সা'দ রহ. তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি মনে করতেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের মধ্যে যাঁরা তা হতে নিম্নশ্রেণির, তাদের ওপর তার মর্যাদা রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে সাহায্য করবেন তার দুর্বলদের দ্বারা, তাদের দোয়া, নামাজ এবং ইখলাসের দরুন। সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং-৩১৮১]

إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ.

অর্থ: যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের ওপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না।[১]

এজন্যই আমাদের বেশি বেশি দোয়া করা উচিত যাতে বিজয় আমাদেরই হয়। জিহাদ চলাকালীন অবস্থান নিশ্চিতভাবেই দোয়া অধিক কবুল হয়। জিহাদের ময়দানে দোয়া করার নিম্ন বর্ণিত বরকতগুলো পাওয়া যায়,

০১। দোয়ার বরকতে বিজয়:

হজরত তালুত ও তার ঈমানদার বাহিনী যখন দুশমনের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয় তখন তারা আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য তার কাছে দোয়া করেন। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ.

অর্থ: যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হলো, তখন বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করো এবং আমাদের পদগুলো দৃঢ় রেখ এবং কাফের দলের ওপর আমাদেরকে জয়যুক্ত করো। এরপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে (শত্রুদেরকে) পরাজিত করল ।[২]

০২। দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিদান লাভ ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّٖ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٞ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوۡلَهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ (١٤٧)

অর্থ: কতো নবী যুদ্ধ করেছেন, তাদের সঙ্গে ছিল বহু লোক, তখন তারা আল্লাহর পথে তাদের ওপর সংঘটিত বিপদের জন্য হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি, দুর্বল, অপারগ হয়নি, বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। তাদের মুখ হতে কেবল এ কথাই বেরিয়েছিল- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অপরাধগুলো

[১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬০

[২] সুরা বাকারা, ২: ২৫০-২৫১

এবং আমাদের কাজকর্মে বাড়াবাড়িগুলোকে তুমি ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রেখ এবং কাফেরদলের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করো।[১]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করে নিয়েছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন,

فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنۡيَا وَحُسۡنَ ثَوَابِ ٱلۡأٓخِرَةِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ.

অর্থ: সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব সুফল প্রদান করলেন আর পরকালীন উৎকৃষ্ট সুফল। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।[২]

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন একজন নবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিয়ে করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন কোন ব্যক্তিও না যে নতুন ঘর তৈরি করেছে কিন্তু এখনো তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষায় আছে। এরপর তিনি জিহাদে চলে গেলেন এবং আসরের নামাজের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেওয়া হলো। অবশেষে (যুদ্ধে) আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন। এরপর তিনি গনিমত একত্র করলেন। তখন সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে আগুন এল কিন্তু আগুন তা জ্বালিয়ে দিল না। তখন নবী আ. বললেন, তোমাদের মধ্যে (গনিমতের) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র হতে একজন যেন আমার নিকট বাইআত করে। সে সময় একজনের হাত নবী আ. এর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার নিকট বাইআত করে। এ সময় দু ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। অবশেষে তারা একটি গাভির মস্তক পরিমাণ স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। এরপর আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল।

এরপর আল্লাহ আমাদের জন্য গনিমত হালাল করে দিলেন এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে তা আমাদের জন্য তা হালাল করে দিলেন।[১]

---

[১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৬-১৪৭

[২] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৮

০৩। দোয়া কবুল হওয়া:

জিহাদের ময়দানে গমনকারীর দোয়া সরাসরি কবুল হয়। হজরত সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"ثنتان لا تُرَدَّانِ، أو قلّما تُرَدّان: الدعاءُ عند النِّداءِ، وعِند البأسِ حين يُلحِمُ بعضُه بَعضاً".

অর্থ: দুই সময়ের দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না অথবা খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়। আজানের সময়ের দোয়া এবং যখন একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ লিপ্ত থাকে।[২]

এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দানে দোয়ার প্রতি খুবই গুরুত্বরোপ করতেন। হজরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন শত্রুর আশঙ্কা করতেন তখন এই দোয়া পড়তেন,

"اللَّهُمَّ إنا نَجعلُكَ في نُحورِهم، ونعوذُ بِكَ مِنْ شُرورِهِمْ"

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তাদের মোকাবিলায় তোমাকেই যথেষ্ট ভাবছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ১৫৩৭; হাকেম ২/ ১৪২; ইবনে হিব্বান, হাদিস নং- ৪৭৪৫

০৪। জিহাদের ময়দানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া ও তা কবুল হওয়া:

আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের ময়দানে তার নবীর করা প্রতিটি দোয়া কবুল করেছেন । বদরের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তাবুতে তাশরিফ এনে এই দোয়া করেছিলেন,

«قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي قُبَّةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ * بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ}»

অর্থ: ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন একটি গম্বুজবিশিষ্ট তাঁবুতে অবস্থান কালে এই দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে বলছি,

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩১২৪

[২] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫৪০; ইবনে খুজাইমা, ১/ ২১৯, হাদিস নং- ৪১৯; ইবনে হিব্বান, হাদিস নং- ১৭১৭, ১৭৬১; হাকেম ১/১৯৮

আপনি যদি চান, তাহলে আজকের পরে আর আপনার ইবাদাত করা হবে না। এ সময় আবু বকর রা. তাঁর হাত ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বার বার নত হয়ে আপনার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করেছেন। সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্মাচ্ছাদিত ছিলেন। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন, শীঘ্রই দুশমনরা পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তদুপরি কিয়ামত শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে অধিক কঠিন ও অধিক তিক্ত।[১]

হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের জন্য যাওয়ার সময় এই দোয়া করেছিলেন,

عن عبد الله بن عَمرٍو: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ يوم بدر في ثلاثِ مئةٍ وخمسةَ عشرَ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنهم حُفَاةٌ فاحْمِلْهم، اللهم إنهم عُرَاةٌ فاكْسُهُم، اللهم إنَّهُم جِياعٌ فأشْبِعْهُم" ففتح اللهُ لهُ يومَ بدرٍ، فانقلبُوا حين انقلَبُوا وما منهم رجلٌ إلا وقد رجَع بجمَل أو جملَين، واكتَسَوا، وشَبِعُوا.

অর্থ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. সূত্রে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশো পনের জন নিয়ে বদরের প্রান্তরে রওয়ানা হলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! এরা পদাতিক বাহিনী, এদেরকে বাহন দান করেন। হে আল্লাহ! এরা বস্ত্রহীন, এদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করুন। হে আল্লাহ! এরা অন্নহীন, এদেরকে খাদ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করুন। এরপর আল্লাহ তাঁকে বদরে বিজয়ী করলেন। সাহাবিরা যখন সেখান থেকে ফিরে আসেন তখন তাদের প্রত্যেকেই একটি বা দুটো উট নিয়ে, পোশাকে সজ্জিত হয়ে এবং পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরলেন।[২]

আরেক হাদিসে এসেছ,

عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৯১৫

[২] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৭৪৭

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.»

অর্থহজরত : বারা ইবনে আজেব রাথেকে বর্ণিত তিনি বলেন ., আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি-, তিনি নিজে মাটি বহন করছেন। এমনকি তাঁর সম্পূর্ণ বক্ষের কেশরাজিকে মাটি ঢেকে ফেলেছে আর তাঁর শরীরে অনেক পশম ছিল। তখন তিনি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রারচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ., ওগো আল্লাহ তুমি না চাইলে আমরা হেদায়াত পেতাম না।

আর আমরা সাদকা করতাম না এবং নামাজ আদায় করতাম না ।
তুমি আমাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ করো।
এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো।
শত্রুরা আমাদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে।
তারা ফিতনা সৃষ্টির ইচ্ছে করলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি।

আর তিনি এ কবিতাগুলো আবৃত্তি কালে স্বর উচ্চ করেছিলেন।[১]

গাজওয়ায়ে আহজাবে যখন শত্রুরা মুসলমানদের ওপর চড়াও হয় তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ جَآءَتۡكُمۡ جُنُود فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحا وَجُنُودا لَّمۡ تَرَوۡهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرًا.

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন সৈন্যবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে নিকটবর্তী হয়েছিল, এরপর আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম ঝড়ো হাওয়া এবং এক (ফেরেশতারূপী) সৈন্যবাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা করো আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।[২]

এই যুদ্ধে মুসলমানদের জজবাও ছিল দেখার মতো। কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও তারা পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। হজরত আনাস রা. বলেন,

«خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ. ... فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩০৩৪

[২] সুরা আহজাব, ৩৩: ৯

فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا.»

অর্থ: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের দিকে বের হলেন, হিমশীতল সকালে আনসার ও মুহাজিররা পরিখা খনন করছেন, আর তাদের এ কাজ করার জন্য তাদের কোনো গোলাম বা কাজের লোক ছিল না। যখন তিনি তাদের দেখতে পেলেন, তারা সবাই কষ্ট এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ওঠলেন,

হে আল্লাহ! সত্যিকারে আয়েশ তো হচ্ছে আখেরাতের আয়েশ। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও।

এর উত্তরে তারা বলে ওঠেন-

আমরা তারাই যারা মুহাম্মাদের হাতে বাইআত করেছি জিহাদের, যতদিন আমরা বেঁচে আছি।[১]

অন্য হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য এভাবে দোয়া করেছেন,

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ. ... فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ.»

অর্থ: হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত কোনো কল্যাণ নেই। তাই আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন।[২]

আরেক হাদিসে এসেছে মুহাজির ও আনসারগণ বলছিলেন,

«كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا

فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ ... فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ.»

অর্থ: আনসারগণ খন্দকে যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন, আমরাই হচ্ছি সে সকল ব্যক্তি, যারা মুহাম্মাদের হাতে জিহাদ করার ওপর বাইআত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরে বললেন, হে আল্লাহ! পরকালের সুখই হলো প্রকৃত সুখ; তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত করো।[৩]

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৩৪

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৩৫

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৯৬১

হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালি রা. এর জন্যও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার ওপর দৃঢ়পদ থাকার দোয়া করেছিলেন, হজরত জারির রা. নিজেই বলেন,

আমাকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আমাকে জুলখুলাসার ব্যাপারে শান্তি দেবে না? খাসআম গোত্রের একটি মূর্তিঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কাবা নামে আখ্যায়িত করা হতো। জারির রা. বলেন, তখন আমি আহমাসের দেড়শ অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা করলাম। তারা সুদক্ষ অশ্বারোহী ছিল। হজরত জারির রা. বলেন, আর আমি ঘোড়ার ওপর স্থির থাকতে পারতাম না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর অঙ্গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ দোয়া করলেন,

اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

অর্থ: হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার ওপর) স্থির রাখুন এবং হিদায়াত প্রাপ্ত, পথ প্রদর্শনকারী বানিয়ে দিন। এরপর হজরত জারির রা. সেখানে যান এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন এবং তা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ খবর দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন হজরত জারির রা.-এর দূত বলতে লাগল, কসম সে মহান আল্লাহ তা'আলার! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখন যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। যুলখালাসার মন্দিরটি ছিল পাঁচড়াযুক্ত উটের মতো। হজরত জারির রা. বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করেন।[১]

ইয়ামানের এই মূর্তিটা কাবা শরিফের মোকাবিলায় নির্মাণ করা হয়েছিল। কাফেররা তাতে একত্রিত হয়ে শুধু মুসলমানদের অবমাননাই করত না, বরং ইসলাম ও মুসলমানদের মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শলা-পরামর্শ করত। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রটিকে নির্মূল করে দিয়েছেন যাতে মুসলমানরা শান্তি পেতে পারে।

এই হাদিস থেকে জানা যায়, মুজাহিদকে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠানোর সময় তার জন্য প্রয়োজনীয় দোয়া করা যায়। باب من لا يثبت على الخيل এই অধ্যায়টি প্রতিষ্ঠা করে ইমাম বুখারি রহ. এই বিষয়টিই বুঝাতে চেয়েছেন।

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩০২০

০৫। মাজলুমদের জন্য দোয়া এবং কাফেরদের জন্য বদদোয়াঃ

মাজলুমদের জন্য দোয়া করা এবং মুশরিক ও কাফেরদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করাও জায়েজ। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া কুনুতে এই দোয়া পড়তেন,

اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ.

অর্থ: হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুনুতে নাজেলায় এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি সালামাহ ইবনে হিশামকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! আয়্যাশ ইবনে আবি রবিআ-কে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! দুর্বল মুমিনদের নাজাত দিন। হে আল্লাহ! মুজার গোত্রকে সমূলে উৎপাটিত করুন। হে আল্লাহ! কাফেরদের ওপর ইউসুফ আ.-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ নাজিল করুন।[১]

মুজাহিদদের সহযোগিতা করার গুরুত্ব ও ফজিলত

আল্লাহর পথের মুজাহিদদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার ধরণ ও পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। মুজাহিদদের সাহায্যকারীদেরকেও আল্লাহ তা'আলা প্রভূত সওয়াব ও প্রতিদান দিয়ে ধন্য করেন। মুজাহিদদের সাহায্য কারীদেরও আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের মতোই সওয়াব দান করেন।

মুজাহিদের সমপরিমাণ সওয়াব

হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.»

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের মুজাহিদের আসবাবপত্র সরবরাহ করল সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করল, সে-ও যেন জিহাদ করল।[২]

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু লিহয়ান গোত্রের কাছে সংবাদ পাঠালেন, প্রত্যেক দুজন পুরুষ থেকে একজন যেন (জিহাদের জন্য) বের হয়ে আসে। তারপর তিনি বাড়িতে থেকে যাওয়াদের ব্যাপারে ইরশাদ করলেন,

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৯৩২

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮৪৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৯৫; সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫০৯; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬২৮; সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং- ৩১৮০-৩১৮১

(أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ).

অর্থ: তোমাদের মধ্যকার যে কেউ যুদ্ধে গমনকারীর পরিবার-পরিজন ও তার সহায়-সম্পদের দেখাশোনা করবে সে-ও যুদ্ধে গমনকারীর অর্ধেক সাওয়াব লাভ করবে।[১]

হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

(مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا. وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا)

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদকারী কোন গাজিকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করে দিল সে-ও জিহাদ করল, আর যে ব্যক্তি কোন গাজির অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনের পরিচর্যা ও দেখাশোনা করল, সে-ও জিহাদ করল।[২]

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শোনেছেন,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَسْتَقِلَّ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ"

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন গাজিকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেয় যার দ্বারা সে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, এতে তার সেই যোদ্ধার অনুরূপ সওয়াব হতে থাকে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে (বা নিহত হয়) অথবা ফিরে আসে।[৩]

অন্য আরেক হাদিসে এই শব্দে এসেছ,

(لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا. وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا).

অর্থ: প্রতি দু'ব্যক্তির মধ্য থেকে একজন যেন (জিহাদের) বাহিনীতে যোগদান করে, তবে সাওয়াব তারা দুজনেই লাভ করবে।[৪]

প্রতিদান তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে অথবা যারা মুজাহিদের দেখাশোনা করবে তাকে অর্ধেক প্রতিদান দেওয়া হবে, দুটোর অর্থ একই। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো এই, উভয়ের মধ্যে পুরো প্রতিদানটাকে দু'ভাগে ভাগ করা হবে। তখন তাদের জন্য প্রতিদান সমান সমান হয়ে যাবে।

কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি পেছনে অবস্থানকারীরা পেছনে থাকাকেই প্রধান্য দেয় তাহলে তারা অর্ধেক সওয়াব পাবে। তবে যদি উভয়েরই

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৯৬; সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫১০

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৯৫ ও আল-মুজামুল কাবীর লিত-তবারানী, ৫/২৮০

[৩] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭৫৮; মুসনাদে আহমাদ, ১/ ২০

[৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৯৬

ইচ্ছা থাকে জিহাদ করার, কিন্তু সেনাপতি একজনকে যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করেন এবং আরেকজনকে পরিবার-পরিজনকে দেখাশোনার জন্য নির্বাচন করেন তাহলে উভয়ে সমান সওয়াব পাবে।

হজরত আবু মাসউদ আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে আরজ করল, "আমার বাহন হালাক হয়ে গেছে, আপনি আমাকে একটি বাহন দিন।" তিনি বললেন, আমার কাছে তো কোনো বাহন নেই। সে সময় এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান তাকে দিচ্ছি, যে তাকে বাহন দিতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোন ভালো আমলের প্রতি পথ প্রদর্শন করে, তার জন্য আমলকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে।[১]

আল্লাহর ছায়াতলে

হজরত সাহল ইবনে হানিফ রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا في عشيرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله،

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের মুজাহিদকে অথবা কোন গাজির পরিবারকে অথবা কোন মুকাতাব গোলামকে সাহায্য করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন দিনে তাকে ছায়া দান করবেন যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।[২]

জান্নাতের সুসংবাদ

যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে আসবাবপত্র দান করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৯৩; সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ৫১২৯; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ২৬৭১

[২] মুসনাদে আহমাদ, ৩/ ৪৮৭

[আরো কয়েক ধরণের ব্যক্তি আছেন যাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার আরশের ছায়াতলে ছায়া দান করবেন, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাত রকমের লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়তলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (২) আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত যুবক। (৩) এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করে আর তার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। (৪) এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। (৫) এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর মুহাব্বত ও ভালোবাসা রাখে। (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসি নারী নিজের দিকে ডাকল আর সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৭) এমন ব্যক্তি যে সদকাহ করল আর এমনভাবে করল যে, তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কী করল। সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৬৬০, ৬৪৭৯, ৬৮০৬]

من جهز جيش العسرة فله الجنة،

যে ব্যক্তি এই তাবুক যুদ্ধের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে সহযোগিতা করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।[১]

সেই বাহিনীকে হজরত ওসমান রা. সবচেয়ে বেশি আসবাবপত্র ও সামানা দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন।

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় খরচ করার প্রতিদান

জিহাদের ময়দানে যুদ্ধাস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী, এবং যাতায়াতের উপকরণ খুবই প্রয়োজন। দুশমনের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রস্তুত করার হুকুম দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَیۡءٍ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ یُوَفَّ اِلَیۡکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ.

অর্থ: আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে, আর তোমাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।[২]

কুরআনুল করিমের বহু আয়াতে ধনসম্পদের দ্বারা জিহাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সুরা তওবার মধ্যে জিহাদের ময়দানে খরচকারী ও তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রোপকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اَلَّذِیۡنَ یَلۡمِزُوۡنَ الۡمُطَّوِّعِیۡنَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ فِی الصَّدَقٰتِ وَ الَّذِیۡنَ لَا یَجِدُوۡنَ اِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَیَسۡخَرُوۡنَ مِنۡهُمۡ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنۡهُمۡ ۫ وَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ.

অর্থ: মুমিনদের মধ্যে যারা মুক্ত হস্তে দান করেন, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে আর সীমাহীন কষ্ট দানকারীদেরকে যারা বিদ্রুপ করে আল্লাহ তাদেরকে জবাবে বিদ্রুপ করেন আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।[৩]

যাদের কাছে জিহাদের ময়দানে খরচ করার মতো কিচ্ছু নেই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَیۡسَ عَلَی الضُّعَفَآءِ وَ لَا عَلَی الۡمَرۡضٰی وَ لَا عَلَی الَّذِیۡنَ لَا یَجِدُوۡنَ مَا یُنۡفِقُوۡنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوۡا لِلّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ ؕ مَا عَلَی الۡمُحۡسِنِیۡنَ مِنۡ سَبِیۡلٍ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۹۱﴾ وَّ لَا عَلَی الَّذِیۡنَ اِذَا مَاۤ اَتَوۡکَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحۡمِلُکُمۡ عَلَیۡهِ تَوَلَّوۡا وَّ اَعۡیُنُهُمۡ تَفِیۡضُ مِنَ الدَّمۡعِ حَزَنًا اَلَّا یَجِدُوۡا مَا یُنۡفِقُوۡنَ ﴿۹۲﴾

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩৬৯৫

[২] সুরা আনফাল, ৮: ৬০

[৩] সুরা তওবা, ৯: ৭৯

অর্থ: দুর্বলের ওপর, পীড়িতের ওপর আর ব্যয় করার মতো কোনো সম্বল যাদের নেই তাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। সৎ কর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার কোনো সুযোগ নেই, আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯১) তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই যারা তোমার কাছে যখন বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিল তখন তুমি বলেছিলে, আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাচ্ছি না। তখন তারা ফিরে গেল, আর সে সময় তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল- এ দুঃখে যে, ব্যয় বহন করার মতো কোনো কিছু তাদের কাছে ছিল না (৯২)[১]

মোটকথা, যারা ধনি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেনা, জিহাদে অংশগ্রহণ করেনা তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। আল্লাহর রাস্তায় নিজের ধনসম্পদ খরচ না করা নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ اَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ.

অর্থ: তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।[২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত হুজায়ফা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এ আয়াত আল্লাহর পথে ব্যয় করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[৩]

আবু ইমরান আসলাম ইবনে ইয়াজিদ রা. সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদিনা থেকে কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে রওয়ানা হলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন আব্দুর রাহমান ইবনে খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.। রোমের সৈন্যবাহিনী শহরের প্রাচীর-বেষ্টনীর বহির্ভাগ থেকে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিলো। জনৈক মুসলিম সৈনিক শত্রুবাহিনীর ওপর হামলা করে বসল। লোকেরা বললো, হায়, থামো! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন হজরত আবু আইউব আল-আনসারি রা. বললেন, এ আয়াত আমাদের আনসার সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ যখন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাহায্য করলেন এবং দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করলেন, তখন আমরা মনে মনে বললাম, এসো! এবার আমরা নিজেদের ধনসম্পদ দেখাশোনা ও ঠিকঠাকে মনোযোগ দিই। মহান আল্লাহ তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো

[১] সুরা তওবা, ৯: ৯১-৯২
[২] সুরা বাকারা, ২: ১৯৫
[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৪৫১৬

না।[১] আমাদের নিজের হাতকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা অর্থ হচ্ছে, ধনসম্পদ নিয়েই ব্যস্ত থাকা, এর পরিবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা এবং জিহাদ ছেড়ে দেওয়া।[২]

হজরত আবু ইমরান রা. বলেন, এরপর থেকে হজরত আবু আইউব আল-আনসারি রা. সর্বদা মহান আল্লাহর পথে জিহাদে শরিক হতেন, অবশেষে তিনি জিহাদ করতে করতে কনস্টান্টিনোপলে সমাহিত হন।[৩]

এর বিপরীতে কুরআন ও হাদিসে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় খরচ করার অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ لَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: আর এটাও হবে না যে, তারা কম বা বেশি মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করবে আর (জিহাদে) তারা কোন উপত্যকা অতিক্রম করবে অথচ তা তাদের নামে লেখা হবে না (অবশ্যই লেখা হবে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিতে পারেন।[৪]

হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

অর্থ: উত্তম সদকা হলো, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ছায়া সৃষ্টির জন্যে তাঁবু দান করা, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সেবার উদ্দেশ্যে গোলাম দান করা অথবা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জাওয়ান উষ্ট্রী দান করা।[৫]

جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ.

অর্থ: একদা এক ব্যক্তি একটি লাগামসহ উটনী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে এসে বলল, এটি আমি আল্লাহর পথে (দান করলাম)।

---

[১] সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৯৫

[২] এর থেকে বুঝা যায়, দুনিয়াবি ব্যস্ততার কারণে জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ধ্বংসের কারণ

[৩] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫১২

[৪] সুরা তওবা, ৯: ১২১

[৫] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬২৭

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি সাতশ উটনী লাভ করবে যার প্রত্যেকটি লাগামসহ হবে।[১]

এখান থেকে বুঝা যায়, জিহাদের ময়দানে খরচ করলে তাকে সাতশ গুণ বৃদ্ধি করে প্রতিদান দান করা হয়।

হজরত খুরাইম ইবনে ফাতিক রাহ. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ.

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় কিছু ব্যয় করে (এর বিনিময়ে) তার জন্য সাতশত গুণ বেশি সাওয়াব লেখা হয়।[২]

আল্লাহর পথে শাহাদাত, মর্যাদা ও ফজিলত

একজন প্রকৃত মুমিনের অন্তরে শাহাদাতের তামান্না লুক্কায়িত থাকে। কারণ তার তামান্না রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তামান্নার অনুযায়ী। যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে শাহাদাতের তামান্না করে সে আল্লাহর পথে শহীদ না হতে পারলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে দেন। হজরত সাহল ইবনে হানিফ রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ .

অর্থ: যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন যদিও সে আপন শয্যায় ইন্তিকাল করে।[৩]

এক হাদিসে হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করে আল্লাহ তাকে তা (অর্থাৎ, তার সাওয়াব) দিয়ে থাকেন যদিও সে শাহাদাত লাভের সুযোগ না পায়।[৪]

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শোনেছেন,

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৯২; সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং- ৩১৮৭; সুনানে দারেমি, হাদিস নং- ২৪৩৭; মুসনাদে আহমাদ, ৪/১২১

[২] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬২৫

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯০৯

[৪] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯০৮

وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ.

অর্থ: যে ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের প্রার্থনা করে, এরপর (নিজ ঘরেই) মারা যায় অথবা নিহত হয়, তার জন্য শহীদের সওয়াব রয়েছে।[১]

হজরত ওমর রা. এর দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছিলেন, তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছিলেন,

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার রাসুলের শহরে আমাকে শাহাদাত দান করুন।[২]

হাদিস থেকে জানা যায়, হজরত ওমর রা. শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করেছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ওমর রা. কে শহীদ বলেছিলেন। একবার উহুদ পাহাড়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হজরত আবু বকর রা., হজরত ওমর রা. ও হজরত ওসমান রা. আরোহন করলে হঠাৎ করে তা কেঁপে ওঠে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيْدَانِ.

অর্থ: হে উহুদ! থামো তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুজন শহীদ রয়েছেন।[৩]

হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. শাহাদাতের দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাত দান করেছিলেন।

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা.-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খেতে দিতেন। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. ছিলেন হজরত ওবাদাহ ইবনে সামিত রা.-এর স্ত্রী। একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে থাকেন। এক সময় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়েন। এবং কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫৪১; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৫৭; সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং- ৩১৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৭৯২

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৮৮

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩৬৭৫

আল্লাহর রাসুল! আপনার হাসির কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের ওপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহর মতো তখতে উপবিষ্ট। এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক রহ. সন্দেহ করেছেন। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য এই দোয়া করলেন।

এরপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এর কিছুক্ষণ পর আবার হাসতে হাসতে জেগে ওঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার হাসার কারণ কী? তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিছু ব্যক্তিকে আমার সামনে পেশ করা হয়। পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। এরপর হজরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা.-এর সময় হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে বের হন এবং সমুদ্র থেকে যখন বের হন তখন তিনি তাঁর বাহন থেকে ছিটকে পড়েন। এতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১]

হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. সাইপ্রাস দ্বীপপুঞ্জে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

কুরআন ও হাদিসে জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করার বহু ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে কিছু ফজিলত উল্লেখ করা হলো,

শহীদদের মৃত বলো না

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করিমে শহীদকে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ.

অর্থ: আর আল্লাহর পথে নিহতদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা বোঝ না।[২]

অন্য একস্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৮৮

[২] সুরা বাকারা, ২: ১৫৪

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ.

অর্থ: যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত ভেব না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থেকে তারা রিজিকপ্রাপ্ত হচ্ছে।[১]

শহীদদের রুহগুলো বরজখের জগতে সবুজ পাখির ভেতরে প্রবেশ করে ভ্রমণ করতে থাকে।[২]
এবং তাদের রিজিক দান করা হয়,
হজরত কাব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرَةِ الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ.

অর্থ: নিশ্চয়ই শহীদদের রুহসমূহ সবুজ পাখির ভেতরে অবস্থান করে। তারা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের ফল ভক্ষণ করে।[৩]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ، وَمَشْرَبِهِمْ، وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا، أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ "، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [آل عمران: ١٦٩] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

---

[১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৯
[তার অর্থ এই নয় যে, তারা দুনিয়ার মানুষের মতোই জীবিত। যেমনটা কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। যদি এমনই হতো তাহলে তাদের স্ত্রীরা কেন বিধবা হয় এবং সন্তানরা কেন এতিম হয়? তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কেন বণ্টন করা হয়? বরং কেবল তাদের সম্মান ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে তাদের তোমরা মৃত বলো না। তাছাড়া মৃত্যু শব্দটি এবং তার চিন্তাভাবনা এমন এক বিষয় যা মানুষের অন্তরে নিরুৎসাহমূলক প্রভাব ফেলে। এবং তার কারণে মানুষের অন্তর থেকে জিহাদের আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্যই শহীদদের মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া আরেকটি সর্বস্বীকৃত বাস্তবতা হলো, শহীদদের মৃত্যু জাতির বেঁচে থাকার মাধ্যম হয়। এবং শহীদগণ প্রকৃত পক্ষে শাশ্বত জীবন লাভ করেন। এবং তার দ্বারা বীরত্বের বীজও তাজা থাকে। এজন্যই হুকুম দেওয়া হয়েছে, শহীদদের মৃত বলো না]

[২] [বিমানের ভেতরে বসে যেমন মানুষ ঘুরাফেরা করে তেমনি শহীদরাও পখির ভেতরে ঢুকে ঘুরাফেরা করবে। এবং তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। এবং সর্বপ্রকারের নেয়ামত ভোগ করতে পারে]

[৩] সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৪১

অর্থ: উহুদ যুদ্ধের দিন যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হয়, মহান আল্লাহ তাদের রুহগুলোকে সবুজ রঙের পাখির মধ্যে স্থাপন করলেন। তারা জান্নাতের ঝরনাসমূহের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে, সেখানকার ফলমূল খায় এবং আরশের ছায়ায় ঝুলানো সোনার ফানুসে বসবাস করে। তারা যখন নিজেদের মনঃপূত খাবার, পানীয় ও বাসস্থান পেলো, তখন বললো, কে আমাদের এ সুসংবাদ আমাদের ভাইদের নিকট পৌঁছে দেবে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি, এখানে আমাদেরকে নিয়মিত রিজিক দেওয়া হচ্ছে! (এটা জানতে পারলে) তারা জিহাদে অমনোযোগী হবে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অলসতা করবে না। এরপর মহান আল্লাহ বললেন, আমি তাদের নিকট তোমাদের এ সংবাদ পৌঁছে দেবো। বর্ণনাকারী বলেন, মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা তাদের রবের নিকট রিজিক পাচ্ছে।[১]

শহীদদের সম্মান-মর্যাদা ঈমানদারদের জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উৎসাহের একটি মাধ্যম। এই হাদিস থেকে জানা গেল, শহীদদের জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে ভিন্ন। এজন্য শহীদদের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের ওপর মাপা যাবে না। তেমনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আখেরাতের জীবন শহীদদের জীবনের সঙ্গে অনুমান করা যাবে না। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন শহীদদের থেকে অনেক অনেক উত্তম।

আরেক হাদিসে এসেছ,

الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا،

শহীদগণ জান্নাতের দরজার সামনে পরিচ্ছন্ন নদীর সামনে সবুজ গম্বুজের নিচে অবস্থান করবেন। সকাল সন্ধ্যা তাদেরকে জান্নাত থেকে রিজিক দেওয়া হবে।[২]

কবরের আজাব থেকে মুক্তি

শহীদদের কবরের আজাব থেকে মুক্ত রাখা হবে এই কথাটি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيدَ قَالَ "كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً.

অর্থ: হজরত রাশেদ ইবনে সা'দ রহ. থেকে বর্ণিত তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন যে, এক সাহাবি

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫২০; হাকেম, ২/ ৮৮

[২] মুসনাদে আহমাদ, ১/ ২৬৬; ইবনে হিব্বান, হাদিস নং- ৪৬৩৯; হাকেম ২/৭৪

জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! শহীদ ব্যতীত অন্যান্য মুমিনগণ কবরের ফিতনার সম্মুখীন হবে এর কারণ কি? তিনি বললেন, তার মাথার ওপর উজ্জ্বল তরবারি তাকে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখবে।[১]

শুধু খুশিই খুশি - সুসংবাদই সুসংবাদ

আল্লাহর পক্ষ থেকে শহীদদের দেওয়া পুরস্কার ও সম্মানে তারা সীমাহীন খুশি ও আনন্দিত হবেন। তারা কোনো ধরণের চিন্তা ও পেরেশানির সম্মুখীন হবেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۷۰﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۱﴾

অর্থ: আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা লাভ করে তারা আনন্দিত আর যে সব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে (পৃথিবীতে) রয়ে গেছে, এখনও তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়নি, তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা আনন্দিত (১৭০) আল্লাহর নিমাত এবং অনুগ্রহের কারণে তারা আনন্দ প্রকাশ করে আর এটা জেনে যে, আল্লাহ মুমিনদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না। (১৭১)[২]

লাভবান ব্যাবসা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান আর মাল কিনে নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য (বিনিময়ে) আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। এরপর (দুশমনদের) হত্যা করে এবং (নিজেরা) নিহত হয়। এ ওয়াদা তাঁর ওপর অবশ্যই পালনীয় যা আছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আল্লাহর চেয়ে আর কে বেশি নিজ ওয়াদা পালনকারী? কাজেই তোমরা যে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করেছ তার জন্য আনন্দিত হও, আর এটাই হলো মহান সফলতা।[৩]

---

[১] সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং- ২০৫৩

[২] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৭০-১৭১

[৩] সুরা তওবা, ৯: ১১১

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ – يَعْنِي أَصْحَابَهُ – فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ.

অর্থ: আমাদের মহান রব ঐ ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, যে মহান আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত হয়েছে। তার সাথিরা পালিয়ে গেছে, কিন্তু সে জানতে পারে তার ওপর আল্লাহর হক রয়েছে। কাজেই সে পুনরায় (যুদ্ধের ময়দানে) ফিরে গেলো। এরপর তার রক্ত বয়ে দিয়ে শহীদ হলো। মহান আল্লাহ তাঁর ফিরিশতাদের বলেন, আমার বান্দার দিকে তাকিয়ে দেখো, সে আমার কাছে সওয়াবের আশা নিয়ে এবং আমার আজাবকে ভয় করে (যুদ্ধের ময়দানে) ফিরে গিয়ে নিজের রক্ত প্রবাহিত করেছে।[১]

আমলের হেফাজত ও জান্নাতে প্রবেশ

শহীদদের আমলগুলো নষ্ট হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকবে। এবং আল্লাহ তাকে উত্তম জায়গা দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۗ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ وَ لَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿۴﴾ سَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿۵﴾ وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿۶﴾

অর্থ: এরপর যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। এরপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেওয়া হলো। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (এজন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেন)। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তিনি তাদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না (৪) তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন আর তাদের অবস্থা

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৫৩৬; মুসনাদে আহমাদ, ১/ ৪১৬

ভাল করে দেন (৫) এরপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন যা তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। (৬)[১]

মুজাহিদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَلَا تَهِنُوْا وَ تَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۘ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ.

অর্থ: কাজেই তোমরা সাহস-হারা হয়ে যেয়ো না আর সন্ধির আবেদন করে বসো না, বিজয়ী তো তোমরাই (হবে)। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের আমাল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না।[২]

আল্লাহ আমাকে সর্বোত্তম জিনিস দান করেছেন

হজরত আমের ইবনে সা'দ রা. তার পিতা সা'দ রা. থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নামাজের জন্য আসল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে ছিলেন, সে কাতারে পৌঁছে আরজ করল,

اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين،

হে আল্লাহ! তোমার নেক বান্দাদেরকে দান করা সর্বোত্তম জিনিসটি আমাকে দান করো।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করে ইরশাদ করলেন,

من المتكلم آنفا؟

অর্থ: এইমাত্র কে কথা বলল?

সেই ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কথা বলেছি, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

إذا يعقر جوادك وتستشهد،

অর্থ: তাহলে তো তোমার ঘোড়াকে বধ করা হবে এবং তুমি শহীদ হবে।[৩]

যাদের শাহাদাতের মর্যাদা ও স্তর জানা হয়ে যাবে

শহীদের যে মর্যাদা অর্জন হবে তা দেখে শহীদ আকাঙ্ক্ষা করতে থাকেবে তাকে যদি বার বার দুনিয়াতে পাঠানো হতো এবং বার বার সে শহীদ হতে পারত! একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কোনো জান্নাতী এমম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না।

---

[১] সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৪-৬

[২] সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৩৫

[৩] মুসনাদে বাজ্জার, ২/২৮১; ইবনে হিব্বান, হাদিস নং- ৪৬২১; হাকেম, ১/২০৭ [এই হাদিসটিকে ইমাম হাকেম রহ. সহিহ বলেছেন, ইমাম জাহাবী রহ. ও তার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তবে আলবানী রহ. তাকে দ্বয়িফ বা দুর্বল বলেছেন]

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ.

অর্থ: জান্নাতে প্রবেশের পর আর কেউ-ই দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তাকে দিয়ে দেওয়া হয়, একমাত্র শহীদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা সে স্বচক্ষে দেখেছে।[১]

অন্য আরেক হাদিসে এই শব্দে এসেছ,

لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ .

অর্থ: তা এজন্যে যে, সে শাহাদাতের ফজিলত প্রত্যক্ষ করেছে।[২]

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُولُ سَلْ وَتَمَنَّ فَيَقُولُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ.

অর্থ: জান্নাতিদের মধ্যে শহীদকে আনা হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, হে আদম সন্তান! তোমার বাসস্থান কেমন পেলে? সে বলবে, ইয়া আল্লাহ! সর্বোত্তম বাসস্থান (পেয়েছি)। তিনি বলবেন, তুমি আমার কাছে আরো কিছু চাও এবং আকাঙ্ক্ষা করো। তখন সে ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আমি চাই, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। যেন আমি আপনার রাস্তায় আরো দশবার শহীদ হতে পারি। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা স্বচক্ষে দেখেছে।[৩]

দৃষ্টান্তহীন তামান্না

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি আগ্রহ ও তামান্না প্রকাশ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮১৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৭৭; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৬৬২

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৭৭

[৩] সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং- ৩১৬০; হাকেম ২/৭৫

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ .

অর্থ: কসম সেই পবিত্র সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি কখনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অভিযানে লিপ্ত দলে যোগদান না করে ঘরে বসে থাকতাম না। কিন্তু আমার কাছে এমন সামর্থ্য নেই যে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেন তাদের সকলকে বাহন দান করবো, আর তাদের নিজেদেরও সে সঙ্গতি নেই (যে, নিজেরাই নিজেদের বাহন নিয়ে বের হবে)। আর তাদের জন্যে এটা খুবই কষ্টকর হবে যে, (আমি যুদ্ধে বের হবার পর আমার সঙ্গে না গিয়ে) তারা পিছনে পড়ে থাকবে। কসম সে পবিত্র সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমার একান্ত ইচ্ছা হয় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করি আর তাতে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই, আবারও জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই।[১]

ইসলামের বৃক্ষকে আবাদ ও আখেরাতে উঁচু মর্যাদা অর্জনের জন্য প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না রাখা উচিত। শাহাদাতের তামান্না রাখা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত। আমিরুল মুজাহিদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটি জিহাদি দলের সঙ্গেই বের হওয়ার তামান্না রাখতেন। কিন্তু উপকরণের কমতি পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত। যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটি জিহাদি কাফেলার সঙ্গে বের হতেন তাহলে, আরো বহু মুসলমান তার সঙ্গে বের হতো। কিন্তু তখন বাহনের কমতি থাকত এবং এত পরিমাণ মানুষকে শৃঙ্খলা করা মুশকিল ছিল।

আরেক হাদিসে এসেছ হজরত আবু হুরায়রা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّيْ أُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

অর্থ: সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে বাহন দিতে পারবো না বলে আশঙ্কা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৯৭২, ২৭৯৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৭৬

করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়।[১]

কোন মুমিন শাহাদাত বরণ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবত যদিও কষ্ট পেতেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনকে পছন্দ করতেন।

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার মধ্যে ইরশাদ করেন,

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ أَيُّوْبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

অর্থ: হজরত জায়েদ রা. পতাকা ধারণ করল এবং শহীদ হয়ে গেল, এরপর জাফর রা. পতাকা ধরল এবং সে-ও শহীদ হয়ে গেল। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. পতাকা ধরল এবং সে-ও শহীদ হয়ে গেল। এরপর খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. বিনা নির্দেশেই পতাকা ধরল এবং সে বিজয় লাভ করল। তিনি আরো বলেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা আমাদের নিকট আনন্দদায়ক নয়।

হজরত আইয়ুব রহ. বলেন, অথবা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা তাদের নিকট মোটেই আনন্দদায়ক নয়, এ সময় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরছিল।[২]

এটি মুতার যুদ্ধের ঘটনা, এই যুদ্ধের পূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন, যাতে জায়েদ ইবনে হারেসাকে আমির নির্ধারণ করে দেন। তারপর বললেন, যদি সে শহীদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইবনে আবি তালিবকে আমি নির্ধারণ করে নেবে। সে-ও যদি শহীদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে আমির নির্ধারণ করে নেবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণিত সিরিয়াল অনুযায়ী তিনোজন শহীদ হয়ে গেলেন। এই কঠিন পরিস্থিতিকে হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. জিহাদের

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৯৭
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৯৮

নেতৃত্ব সামলে নেন। এবং তার হাতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

বাহ! বাহ!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিগণ রওয়ানা করলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই বদরে গিয়ে পৌঁছালেন। এর পরপরই মুশরিকরা এসে পৌঁছালো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ যেন কোন ব্যাপারে আমার অগ্রবর্তী না হয়, যতক্ষণ না আমি তার সামনে থাকি। এরপর মুশরিকরা নিকটবর্তী হলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ.

অর্থ: তোমরা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার মত।

হজরত ওমায়ের ইবনে হুমাম আনসারি রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতের প্রশস্ততা কি আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার ন্যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ওমায়ের বলে ওঠলেন, বাহ! বাহ! কী চমৎকার! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাহ! বাহ্! বলতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করল হে! তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! বরং আল্লাহর কসম! আমি তার অধিবাসী হওয়ার আশায়ই এরূপ বলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার অধিবাসী (হবে)। তারপর তিনি তার থলে থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি যদি এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে তাও হবে এক দীর্ঘ জীবন। তারপর তিনি তার কাছে রক্ষিত খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন তারপর জিহাদে প্রবৃত্ত হলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন।[১]

গুনাহের কাফফারা

বহু এমন আমল রয়েছে যেগুলো গুনাহকে শেষ করে দেয়। সেই নেক আমলগুলোর মধ্যে একটি বড় নেক আমল হলো শাহাদাত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ.

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯০১

অর্থ: সুতরাং যারা হিজরত করবে এবং স্বীয় গৃহ থেকে বিতাড়িত হবে ও আমার পথে নির্যাতিত হবে, যুদ্ধ করবে এবং নিহত হবে, নিশ্চয় আমি তাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেবো এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করবো, যার নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদ-নদী, আল্লাহর নিকট হতে পুরস্কার হিসেবে, বস্তুতঃ আল্লাহর নিকটেই উত্তম বিনিময়।[১]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ.

অর্থ: ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহই ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২]

অন্য আরেক হাদিসে এসেছ,

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ.

অর্থ: আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া ঋণ ব্যতীত সকল বিষয়ে ক্ষমা করিয়ে দেয়।[৩]

হজরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন,

أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ.

অর্থ: আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান হচ্ছে সর্বোত্তম আমল।

তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কি মনে করেন যে, আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে আমার সকল পাপ মোচন হয়ে যাবে? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ

نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ.

অর্থ: হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল হয়ে, সাওয়াবের আশায় আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে (শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায়) আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও।

তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কী বললে হে! তখন সে ব্যক্তি (আবার) বলল, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে কি আমার সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ.

---

[১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৯৫

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৮৬

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৮৬

অর্থ: হ্যাঁ, তুমি যদি ধৈর্যধারণকারী হয়ে, সাওয়াবের আশায় আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও, অবশ্যই ঋণের কথা আলাদা। কেননা, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে এ কথা বলেছেন।[১]

পরিপূর্ণ প্রতিদান

জিহাদের পথে শাহাদাত বরণকারীকে তার প্রতিদান পূর্ণ করে দেওয়া হয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَىْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ.

অর্থ: যে বাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদ করে গনিমত লাভ করল তারা এ দুনিয়াতেই আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময় নগদ পেয়ে গেল। তাদের জন্য কেবল এক-তৃতীয়াংশ বিনিময় অবশিষ্ট রইল। আর যে বাহিনী কোন গনিমত লাভ করল না, তাদের পূর্ণ বিনিময় পাওনা রয়ে গেল।[২]

তার অর্থ হলো এই, যে মুজাহিদ জিহাদের ময়দান থেকে সহিহ সালমতে ফিরে আসবে, এবং গনিমতের মালও পাবে তার সওয়াব ও প্রতিদান ঐ মুজাহিদের তুলনায় কম হবে যে শহীদ হয়েছে কিংবা আহত হয়েছে এবং গনিমতের মালও পায়নি। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, আমাদের মধ্য থেকে এমন অনেকে এমন অবস্থায় আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছে যে, তারা তাদের প্রতিদান থেকে একটু প্রতিদানও দুনিয়াতে গ্রহণ করেননি। এবং এমনও অনেক ছিল যাদের ফল পেকে গিয়েছিল এবং তারা সেগুলো নির্বাচন করে রেখেছিল।[৩]

প্রভূত পুরস্কার

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৮৫

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৯০৬; সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৪৯৭

[৩] [হজরত খাব্বাব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেছিলাম, এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর নিকটে নির্ধারিত হয়ে আছে। এরপর আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে যাননি। তাঁদেরই একজন মুসআব ইবনে ওমায়ের রা. আর আমাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাঁদের প্রতিদানের ফল পরিপক্ক হয়েছে। আর তাঁরা তা ভোগ করছেন। হজরত মুসআব রা. উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে কাফন দেওয়ার জন্য এমন একটি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তাঁর মস্তক আবৃত করলে তাঁর দু'পা বাইরে থাকে আর তাঁর দু'পা আবৃত করলে তাঁর মস্তক বাইরে থাকে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মস্তক আবৃত করতে এবং তাঁর দুখানা পায়ের ওপর ইযিখর (ঘাস) দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।]

অনেক সময় অল্প আমলেও আল্লাহ তা'আলা তার দয়া ও অনুগ্রহে অনেক বেশি প্রতিফল দান করেন। হজরত বারা ইবনে আজেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লৌহবর্ম্মে আবৃত এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি যুদ্ধে শরিক হবো, নাকি ইসলাম গ্রহণ করবো? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করো, এরপর যুদ্ধে যাও।[১] এরপর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদাত লাভ করল। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে কম আমল করেও অধিক পুরস্কার পেয়ে গেল।[২]

মহান মর্যাদাবান শহীদ

হুনাইনের যুদ্ধের পর হাওয়াজিন গোত্রের কিছু লোক পলায়ন করে তায়েফ চলে যায় এবং আরো কিছু লোক পলায়ন করে আওতাস চলে যায়। (তাদেরকে ধাওয়া করার জন্য) তায়েফের দিকে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গমন করেন এবং আওতাসের দিকে হজরত আবু আমের আশআরী (হজরত আবু মুসা আশআরী রা. এর চাচা) সেনা প্রধান বানিয়ে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। হজরত আবু মুসা আশআরী রা. বর্ণনা করেন,

হুনাইনের যুদ্ধ অতিক্রান্ত হওয়ার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আমের রা.-কে একটি সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তিনি দুরাইদ ইবনে সিম্মার সঙ্গে মোকাবিলা করলে দুরাইদ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সঙ্গীদেরকেও পরাস্ত করেন। হজরত আবু মূসা রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু আমের রা.-এর সঙ্গে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে হজরত আবু আমের

---

[১] [ঈমান ও ইসলাম ব্যতীত জিহাদসহ কোনো আমলই আখেরাতে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। অমুসলিমরা যে সকল ভালো আমল করে দুনিয়াতেই তাদের সেসকল আমলের প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয়। আখেরাতে কাফেরদের জন্য কিছুই নেই। আখেরাতে কাফেরদের বলা হবে, اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ। অর্থ: তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের অংশের নিয়ামতগুলো নিঃশেষ করেছ আর তা ভোগ করেছ। কাজেই আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দ্বারা প্রতিফল দেওয়া হবে, কেননা তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করেছিলে আর নাফরমানি করেছিলে। সুরা আহকাফ, ৪৬: ২০। একবার এক ব্যক্তি মুসলমানদের সঙ্গে মিলে খুবই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেন, সে জাহান্নামি। পরিশেষে দেখা গেল, সে ব্যক্তি আহত হয়ে ব্যথার কারণে আত্মহত্যা করল। তখন হজরত বেলাল রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হুকুম ঘোষণা দিয়ে দেন যে, মুসলমান ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনের সাহায্য কোন পাপাচারী ব্যক্তি দিয়েও নিতে পারেন। সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩০৬২]

[২] তিনি ছিলেন হজরত আমর ইবনে সাবিত আনসারি রা.

রা.-এর হাঁটুতে একটি তীর বিদ্ধ হয়। জুশাম গোত্রের এক ব্যক্তি তীরটি নিক্ষেপ করে তাঁর হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার ওপর তীর ছুঁড়েছে? তখন তিনি ইশারার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরেছে। আমাকে হত্যা করেছে। আমি লোকটিকে লক্ষ্য করে তার কাছে গিয়ে পৌঁছালাম আর সে আমাকে দেখামাত্র ভাগতে শুরু করল। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পিছু নিলাম- তোমার লজ্জা করে না, তুমি দাঁড়াও। লোকটি থেমে গেল। এবার আমরা দুজনে তরবারি দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম এবং আমি ওকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আবু আমের রা.-কে বললাম, আল্লাহ আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, এখন এ তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্থান থেকে কিছু পানি বের হলো। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার সালাম জানাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। হজরত আবু আমের রা. তাঁর স্থলে আমাকে সেনাদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচেছিলেন, তারপর ইন্তিকাল করলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন পাকানো রশির তৈরি একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার ওপর (যৎসামান্য) একটি বিছানা ছিল। কাজেই তাঁর পৃষ্ঠে এবং দুইপার্শ্বে পাকানো দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের এবং হজরত আবু আমের রা.-এর সংবাদ জানালাম। তাঁকে এ কথাও বললাম যে, (মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছেন) তাঁকে [নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে] আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। এ কথা শুনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনতে বললেন এবং পানি আনসে তা দিয়ে ওজু করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত ওপরে তোলে দোয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও। (হস্তদ্বয় উত্তোলনের কারণে) আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রাংশ দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলুকের ওপর, অনেক মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। আমি বললাম, আমার জন্যও (দোয়া করুন)। তিনি দোয়া করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়সের গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী হজরত আবু বুরদা রা.

বলেন, দুটো দোয়ার একটি ছিল আবু আমের রা.-এর জন্য আর অপরটি ছিল হজরত আবু মূসা (আশআরী) রা.-এর জন্য।[১]

দ্বিগুণ পুরস্কার প্রাপ্ত শহীদ

হজরত সালামাহ ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে খাইবার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা চলছিলাম, তখন দলের এক ব্যক্তি আমের রা.-কে বলল, হে আমের! তোমার সমর সংগীত থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাবে না কি? আমের রা. ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি বাহন থেকে নামলেন এবং সংগীতের তালে তালে কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। তিনি গাইলেন,

اللهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَبَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا.

হে আল্লাহ! তুমি না হলে আমরা হিদায়াত লাভ করতাম না,
সাদাকা দিতাম না আর নামাজ আদায় করতাম না।
তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, যতদিন আপনার প্রতি সমর্পিত হয়ে থাকবো।
আমাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন এবং শত্রুর মোকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন।
আমাদেরকে যখন (কুফরের দিকে) ডাকা হয় আমরা তখন তা প্রত্যাখ্যান করি।
আর এ কারণে তারা চিৎকার করে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লশকর জমা করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সংগীতের গায়ক কে? তাঁরা বললেন, আমের ইবনে আকওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। কাফেলার একজন বলল, হে আল্লাহর নবী! তার (শাহাদাত) নিশ্চিত হয়ে গেল। (হায়) আমাদেরকে যদি তার নিকট হতে আরো উপকার লাভের সুযোগ দিতেন! এরপর আমরা খাইবারে পৌঁছালাম এবং তাদেরকে অবরোধ করলাম। এক সময় আমরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হই। কিন্তু পরেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলিমগণ (রান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালালেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ সব কিসের আগুন? তোমরা কী রান্না করছো? তারা জানালেন, গোশত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৪৩২৩

জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গোশত? লোকেরা বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! গোশতগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নিই? তিনি বললেন, তাও করতে পার। এরপর যখন সবাই যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িলে গেলেন, আর আমের ইবনে আকওয়া রা.-এর তলোয়ারটা ছিল ছোট, তা দিয়ে তিনি জনৈক ইহুদির পায়ের গোছায় আঘাত করলে তরবারির তীক্ষ্ণ ভাগ ঘুরে এসে তাঁর নিজের হাঁটুতে লেগে যায়। এতে তিনি মারা যান। হজরত সালামাহ ইবনে আকওয়া রা. বলেন, তারপর লোকেরা খাইবার থেকে ফিরতে শুরু করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বললেন, কী খবর? আমি বললামঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। লোকজন ধারণা করছে, (নিজ আঘাতে মারা যাওয়ায়) আমের রা.-এর আমল নষ্ট হয়ে গেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কথা যে বলেছে সে মিথ্যা বলেছে। বরং আমেরের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুটো আঙ্গুল একত্রিত করে দেখালেন। অবশ্যই সে একজন সচেষ্ট ব্যক্তি ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। তাঁর মত গুণের অধিকারী আরব খুব কমই আছে।[১]

হজরত আমের রা. যখন খাইবারের প্রধান মারহাবের মোকাবিলার জন্য বের হয় তখন লোকেরা তার আত্মহত্যার ব্যাপারে আশঙ্কা করছিল। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মহান শাহাদাতের সুসংবাদ দান করেন।

আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম শহীদ

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি আমাদেরকে যে বর্ণনা দেন তাতে এ-ও ছিল,

দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, কিন্তু মদিনার পথে ঘাটে প্রবেশ করা তার জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম হবে। এরপর মদিনার নিকটবর্তী কোন এক রাস্তায় পৌঁছালে ঐ দিনই মদিনা হতে এক লোক তার নিকট যাবে, যে ব্যক্তি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ মানব হবে। সে এসে তাকে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সে দাজ্জাল, যার কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শোনিয়েছিলেন। দাজ্জাল বলবে, হে লোক সকল! যদি আমি এ লোককে হত্যা করার পর পুনরায় জীবিত করি তবে তোমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকবে কি? লোকেরা বলবে, না। এরপর সে তাকে হত্যা করবে; তারপর আবার তার জীবন দান করবে; জীবন

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৪১৬৯

দান করার পর সে লোক বলবে, আল্লাহর শপথ! এখন তো তোর ব্যাপারে আমার জ্ঞান আরো বেড়ে গেছে, যা ইতোপূর্বে কখনো ছিল না। দাজ্জাল আবারো তাকে হত্যা করতে মনস্থ হবে। কিন্তু আর হত্যা করতে সক্ষম হবে না। আবু ইসহাক বলেন, কথিত আছে যে, উক্ত ব্যক্তি (যাকে দাজ্জাল হত্যা করবে) খিজির (আঃ)[১]

আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের পর কোন এক মুসলিম ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে যাবে। তারপর পথে অস্ত্রধারী দাজ্জাল বাহিনীর সঙ্গে তার দেখা হবে। তারা তাকে প্রশ্ন করবে, কোথায় যাবে? সে বলবে, আবির্ভূত দাজ্জালের কাছে যাবো। তারা তাকে আবারো প্রশ্ন করবে, তুমি কি আমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান আননি? সে বলবে, আমাদের প্রতিপালক গুপ্ত নন। দাজ্জালের লোকেরা তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা তাকে হত্যা করে দাও। তখন তারা একে অপরকে বলবে, আমাদের রব কাউকে তার সামনে নেওয়া ব্যতিরেকে হত্যা করতে কি তোমাদেরকে বারণ করেননি? তারপর তারা তাকে নিয়ে দাজ্জালের কাছে যাবে। দাজ্জালকে দেখামাত্রই সে বলবে, হে লোক সকল! এ-তো সেই দাজ্জাল, যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তারপর দাজ্জাল তার লোকদেরকে আগন্তুক লোকের মাথা ছিন্নভিন্ন করার নির্দেশ দিয়ে বলবে, তাকে ধরো এবং তার মাথা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দাও। তারপর তার পেট ও পিঠে আঘাত করা হবে। আবার দাজ্জাল তাকে প্রশ্ন করবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে না। সে বলবে, তুই তো মাসিহ দাজ্জাল।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর দাজ্জাল তার ব্যাপারে নির্দেশ দেবে। দাজ্জালের হুকুমে মাথা হতে পা পর্যন্ত তাকে করাত দিয়ে চিরে দু'টুকরো করে দেওয়া হবে। তারপর দাজ্জাল উভয় টুকরোর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে সম্বোধন করে বলবে, ওঠো। সে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর আবারো তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনবে না? এরপর আগন্তুক ব্যক্তি বলবে, তোর সম্পর্কে কেবল আমার মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা বেড়েই চলবে। তারপর আগন্তুক লোক বলবে, হে লোক সকল! আমার পর দাজ্জাল আর কারো সঙ্গে এমন আচরণ করতে সক্ষম হবে না। এরপর জবাই করার জন্য দাজ্জাল তাকে পাকড়াও করবে। কিন্তু তার গলা ও ঘাড় তামায় রূপান্তর করে দেওয়া হবে। ফলে দাজ্জাল তাকে জবাই করতে সক্ষম হবে না। উপায়ান্তর না দেখে দাজ্জাল তখন তার হাত-পা ধরে তাকে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে করবে, দাজ্জাল তাকে আগুনে

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৯৩৮

নিক্ষেপ করেছে। বস্তুতঃ সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হবে। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ: আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে এ লোকই হবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।[১]

সে আমার আর আমি তার

হজরত আবু বারজাহ রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জিহাদে রত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে গনিমতের সম্পদ দান করলেন। তিনি তার সাহাবাদের বললেন, তোমরা কেউ কি হারিয়ে যায়নি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, অমুক, অমুক ও অমুককে (আমরা হারিয়ে ফেলেছি)। তিনি বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, অমুক, অমুক এবং অমুককে। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ? লোকেরা বলল, জি-না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি জুলাইবিবকে হারিয়েছি। তোমরা তাকে সন্ধান করো। তখন তাকে নিহতদের মাঝে সন্ধান করা হলো। তারপর তারা সাতটা লাশের সামনে তাকে খোঁজে পাওয়া গেল।

তিনি এ সাতজনকে মেরে ফেলেছিলেন। তারপর শত্রুরা তাকে শহীদ করে দেয়। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট আসলেন এবং ওখানে দণ্ডায়মান অবস্থায় বললেন,

قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ.

অর্থ: সে সাতজন (কাফেরকে) হত্যা করেছে; তারপর শত্রুরা তাকে মেরেছে (শহীদ করে দিয়েছে)। সে আমার আর আমি তার। সে আমার আর আমি তার। এরপর তিনি তাকে দু'বাহুর ওপর ওঠিয়ে নিলেন। কেবল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাহুই তাকে বহন করছিল। তার কবর খনন করা হলো এবং তিনি তাকে তার কবরে রেখে দিলেন। বর্ণনাকারী তার গোসলের বর্ণনা করেননি।[২]

দুনিয়া নয় আখেরাত

হজরত শাদ্দাদ ইবনে আল-হাদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক গ্রাম্য লোক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁর ওপর ঈমান আনল এবং তাঁর অনুসরণ করল। এরপর বললেন, আমি আপনার সঙ্গে হিজরতকারী

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৯৩৮
[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৪৭২

অবস্থায় অবস্থান করবো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে কোন সাহাবিকে ওসিয়ত করলেন। এক যুদ্ধে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমত স্বরূপ কিছু বন্দি হস্তগত হলো। তিনি সেগুলো বণ্টন করে দিলেন এবং ঐ গ্রাম্য সাহাবিকেও দিলেন। তার অংশ একজন সাহাবিকে দিলেন। তিনি অন্যান্য সাহাবিদের উট চরাতেন। যখন তিনি আসলেন সেগুলি তাকে দেওয়া হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী?

তারা বলেন, তোমার অংশ যা তোমাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি সেগুলো নিলেন এবং সেগুলো নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, এগুলো কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো আমি তোমার জন্য বণ্টন করে দিয়েছি। তখন তিনি বললেন, এ জন্য আমি আপনার অনুসরণ করিনি বরং এ জন্য আমি আপনার অনুসরণ করেছি, যেন এখানে আমি তীর গ্রহণ করতে পারি এবং সে স্বীয় গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করল এবং শহীদ হতে পারি ও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

তিনি বললেন, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করো তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার সে আশা সত্য করে দেখাবেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি শত্রু নিধনের জন্য দৌড়ে গেলেন। এরপর তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে আনা হলে দেখা গেল ঠিক ঐ স্থানেই তার বিদ্ধ ছিল যে দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কি সেই ব্যাক্তি? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, সে আল্লাহ তা'আলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ তা'আলাও তাকে সত্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বীয় জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাকে সম্মুখে রেখে তার জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তার জানাজা নামাজে যা প্রকাশ পেয়েছিল তা হলো,

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি তোমার বান্দা সে তোমার রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছিল। এখন সে শাহাদাত প্রাপ্ত হয়েছে আমি তার জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম।[১]

সাহাবির প্রকৃত জজবার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিপূর্ণ রূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদায় ধন্য করেছেন। যার সাক্ষী স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীয়ে আকরাম

[১] সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং- ১৯৫৩/ ১৯৫৭

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরকতময় জুব্বা পরিয়ে তাকে দাফন করা হয়েছে। শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এই সৌভাগ্যও অর্জন হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার জানাজা পড়িয়েছেন।

বরকত নাজিল

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জান উৎসর্গ করতে ভালোবাসতেন। তাদের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার কর্তিত শরীরে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করবেন।

হজরত আমর ইবনে আবু সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজন ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন এবং হজরত আসেম ইবনে সাবিত আনসারিকে তাঁদের দলপতি নিয়োগ করেন। যিনি হজরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাবের নানা ছিলেন। তাঁরা রওয়ানা হলেন, যখন তাঁরা উসফান ও মক্কার মাঝে হাদআত নামক স্থানে পৌঁছালেন, তখন হুজাইল গোত্রের একটি প্রশাখা যাদেরকে লিহইয়ান বলা হতো তাদের নিকট তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শ তিরন্দাজকে তাঁদের পিছু ধাওয়ার জন্য পাঠায়। এরা তাঁদের চিহ্ন দেখে চলতে থাকে। সাহাবিগণ মদিনা থেকে সঙ্গে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াসরিবের খেজুর। এরপর এরা তাঁদের পদচিহ্ন দেখে চলতে লাগল। যখন আসেম ও তাঁর সাথিগণ এদের দেখলেন, তখন তাঁরা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফেররা তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ করো এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করো। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য হতে কাউকে আমরা হত্যা করবো না।

তখন গোয়েন্দা দলের নেতা হজরত আসেম ইবনে সাবিত রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আজ কাফেরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করবো না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌঁছে দিন। অবশেষে কাফেররা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আসেম রা. সহ সাত জনকে শহীদ করল। এরপর অবশিষ্ট তিনজন খুবাইব আনসারি, জায়েদ ইবনে দাসিনা রা. ও অপর একজন তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ওপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফেররা তাদেরকে আয়ত্তে নিয়ে নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে তাঁদের বেঁধে ফেলল। তখন তৃতীয় জন বলে ওঠলেন, গোড়াতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না, যাঁরা শহীদ হয়েছেন আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবো।

কাফেররা তাঁকে শহীদ করে দেয় এবং তারা হজরত খুবাইব রা. ও হজরত ইবনে দাসিনা রা. কে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। এটা বদর যুদ্ধের পরের কথা। তখন খুবাইবকে হারিস ইবনে আমেরের পুত্রগণ ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন হজরত খুবাইব রা. হারিস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। হজরত খুবাইব রা. কিছু দিন তাদের নিকট বন্দি থাকেন।

ইবনে শিহাব রহ. বলেন, আমাকে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আয়াজ অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিসের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিসের পুত্রগণ হজরত খুবাইব রা.-কে শহীদ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার কাছ থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিসের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। সে সময় ঘটনাক্রমে আমার এক ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর ওপর বসে রয়েছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় করো যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনো আমি তা করবো না। আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের মত উত্তম বন্দি কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি একদা দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় ছুরি হতে আঙ্গুর খাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এ সময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিসের কন্যা বলত, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। এরপর তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশে হারাম এর নিকট হতে হিল্লের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন খুবাইব রা. তাদের বললেন, আমাকে দুরাকআত নামাজ আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দিল। তিনি দুরাকআত নামাজ আদায় করে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তবে আমি নামাজকে দীর্ঘ করতাম। তারপর তিনি এই কবিতা আবৃতি করেন,

اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا

ولستُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস করুন। (এরপর তিনি এ কবিতা দুটো আবৃত্তি করলেন)

যখন আমি মুসলিম হিসেবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোন রূপ ভয় করি না।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন। আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার দেহের প্রতিটি খন্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দেবেন। অবশেষে হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করে দেয়। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দি অবস্থায় শহীদ করা হয় তার জন্য দুরাকআত নামাজ আদায়ের এ রীতি খুবাইব রা.-ই প্রবর্তন করে গেছেন। যে দিন আসেম রা. শাহাদাত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। সেদিনই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের ওপর যা যা আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফেরদেরকে এ সংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আসেম রা.-কে শহীদ করা হয়েছে তখন তারা তাঁর কাছে এক লোককে পাঠায়, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর লাশ হতে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে, যেন তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ, বদর যুদ্ধের দিন আসেম রা. কুরাইশদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তখন হজরত খুবাইব রা. এর লাশের (রক্ষার জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হলো যারা তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র হতে হেফাজত করল। ফলে তারা তাঁর শরীর হতে এক খন্ড গোশতও কেটে নিতে পারেনি।[১]

আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি

হজরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার চাচা হজরত আনাস ইবনে নজর রা. বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! মুশরিকদের সঙ্গে আপনি প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, আমি সে সময় অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে শরিক হবার সুযোগ দেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখতে পাবেন যে, আমি কী করি! এরপর উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে হজরত আনাস ইবনে নজর রা. বলেছিলেন, আল্লাহ! এরা অর্থাৎ তাঁর সাহাবিরা যা করেছেন, তার সম্বন্ধে আপনার নিকট ওজর পেশ করছি এবং এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করছি। এরপর তিনি এগিয়ে গেলেন, এবং সা'দ ইবনে মুআজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, হে সা'দ ইবনে মুআজ!

الْجَنَّةَ، وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ.

অর্থ: নজরের রবের কসম, উহুদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। হজরত সা'দ রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি যা করেছেন, আমি তা করতে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩০৪৫

পারিনি। হজরত আনাস রা. বলেন, আমরা তাকে এমতাবস্থায় পেয়েছি যে, তার দেহে আশিটিরও অধিক তলোয়ার, বর্শা ও তীরের জখম রয়েছে।[১]

আমরা তাকে নিহত অবস্থায় পেলাম। মুশরিকরা তার দেহ বিকৃত করে দিয়েছিল। তার বোন ব্যতীত কেউ তাকে চিনতে পারেনি এবং বোন তার আঙ্গুলের মাথা দেখে চিনতে পেরেছিল। হজরত আনাস রা. বলেন, আমাদের ধারণা, কুরআনের এই আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর মতো মুমিনদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুমিনদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।[২,৩]

যেমন হজরত হামজা রা., হজরত তালহা রা. হজরত আনাস ইবনে নজর রা., হজরত আবদুল্লাহ আনসারি রহ. , হজরত মুসআব রা. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রা. যারা সেই সময় পর্যন্ত শাহাদাতের মর্যাদায় ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন রাহ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا.

এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।[৪]

যেমন খুলাফায়ে রাশেদিন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রা. যারা পরে শহীদ হয়েছিলেন। এবং এই আয়াতের অধীনে ঐ সকল মানুষও অন্তর্ভুক্ত হবে যারা শাহাদাতের তামান্না লালন করে। আল্লাহ আমাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদায় ধন্য করুন আমিন।

ফেরেশতাদের ডানার ছায়া তলে

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, তার পিতাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত করা হয় যাকে মুসলা[৫] করে দেওয়া হয়েছিল। তার লাশ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে রাখা হলো। আমি তার চেহারা থেকে কাপড় সরাতে চাইলে আমার গোত্রের লোকেরা

---

[১] (হে মুসলমানগণ! আমাদের আমাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে অনেক বড় বড় বীর অতিবাহিত হয়েছেন যারা নিজেদের রক্ত দিয়ে ইসলামকে পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবং এত বড় দেশ ও রাজত্ব অর্জন করেছিলেন, যার সীমানা ছিল পশ্চিমে তিউনিসিয়া ও স্পেন পর্যন্ত, পূর্বে বার্মা, উত্তরে রাশিয়া পর্যন্ত। রোম, ইরান-তোরান, হিন্দুস্তান, আরব, শাম, মিশর, আফ্রিকা এই সবগুলো তার অধিনস্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আরাম আয়েশ ও বদ-দ্বীনির কারণে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আরবের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা গুলোও এখন কাফেরদের অধিনে চলে যাচ্ছে। তারা সেখানে তাদের সেনা ঘাটি তৈরি করেছে। সুতরাং রাষ্ট্র তো চলেই গেছে তারপরেও যেগুরো আছে সেগুলোকে ভালোভাবে ঠিক করে নাও, উদাসীনতা থেকে জাগ্রত হও এবং কুরআন ও সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো)

[২] আল-আহজাব ৩৩: ২৩

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮০৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৩০৯

[৪] সুরা আহজাব ৩৩: ২৩

[৫] মৃত ব্যক্তির আকৃতিকে পরিবর্তন করে দেওয়া ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলাকে মুসলা বলা হয়

আমাকে বাধা দেয়। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا.

অর্থ: ফেরেশতামণ্ডলী তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন।[১]

অন্য এক হাদিসে এসেছে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, তার পিতাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত করা হয় যাকে মুসলা করে দেওয়া হয়েছিল। তার লাশ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে রাখা হলো। আমি তার চেহারা থেকে কাপড় সরাতে চাইলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বাধা দেয়। (অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বাধা দেননি) তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার চিৎকারের আওয়াজ শোনতে পান। (সে হজরত জাবের রা. এর ফুফু ফাতেমা বিনতে আমর) তখন রাসুলকে বলা হলো, সে আমরের মেয়ে অথবা বোন হবে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

لِمَ تَبْكِيْ أَوْ لَا تَبْكِيْ مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا.

অর্থ: সে কাঁদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাঁদে। ফেরেশতামণ্ডলী তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন।[২]

হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জান্নাতে

ঐ মুমিন যাকে কোন কাফের হত্যা করে দিল, তারপর সে মুসলমান হয়ে শহীদ হয়ে গেল তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ " . فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ.

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮১৬, ১২৪৪, ১২৯৩, ৪০৮০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৪৭১

[২] প্রাগুক্ত [এই হাদিস থেকে জানা যায়, নুরের সৃষ্ট মাখলুকেরও ছায়া হয়। এই কথা বলা যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুরের সৃষ্ট ছিলেন এই জন্য তার ছায়া ছিল না ঠিক নয়। এমনটা বলা কুরআন ও হাদিসের দলিলেন বিরোধী। আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমার (লেখকের) লেখা سجدہ تلاوت کے پیغام احکام اور آیات سجدہ کا কিতাবটি পড়া যেতে পারে]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ঐ দু'ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে হাসেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে অথচ উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিগণ বললেন, তা কেমন করে হবে হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর প্রতি সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে এবং সে-ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করবে।[১]

ইসলাম গ্রহণ করলে যেহেতু পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় তাই হত্যাকারীকে কোনো শাস্তি প্রদান করা হবে না।

ফিরদাউসে আলায়

হাদিস থেকে জানা যায়, শহীদদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করা হবে। হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَا تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى.

অর্থ: হজরত উম্মে রুবাইয়ি' বিনতে বারা, যিনি হারিস ইবনে সুরাকার মা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি হারিসাহ রা. সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? হারিসা রা. বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত লাভ করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি সবর করবো, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরাম কাঁদতে থাকবো। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস পেয়ে গেছে।[২]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হজরত মাওলানা দাউদ রাজ রহ. লিখেছেন, হাদিসের বর্ণনায় উম্মে রবি এর স্ত্রী বলাটা বর্ণনাকারীর ভুল। প্রকৃতপক্ষে উম্মে রবি সে নজরের মেয়ে এবং আনাস ইবনে মালেক রা. এর ফুফু। তার ছেলে হারেসা বদরের যুদ্ধে এক অজানা তীরে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যাপারে তাকে শোনানো হলে, ছেলের মৃত্যুর ঘটনা শোনে তিনি হেসে হেসে বলতে লাগলেন, হারেসা মুবারক হোক। হারেসা মুবারক হোক। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন,

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৯০; নাসায়ী, হাদিস নং- ৩১৬৫; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ১৯১

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৮০৯

হারেসা হয়তো শত্রুর হাতে মরেনি, হয়তো সে জান্নাত পাবে না। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুসংবাদ শোনে তিনি প্রশান্ত হলেন। সুবহানাল্লাহ! নববী যুগের মুসলিম নারীদেরও কী পরিমাণ ঈমান ও বিশ্বাস ছিল। তারা ইসলামের জন্য মৃত্যুবরণ করাকে শাহাদাত ও জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম মনে করতেন। বর্তমান যুগের মুসলমানরা তো ইসলামের নামে কদম কদম পিছনে হটে যাচ্ছে। তাহলে তাদের সফলতা কীভাবে অর্জিত হবে?

এমন সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজর) নামাজ শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? (বর্ণনাকারী) বলেন, কেউ স্বপ্ন, দেখে থাকলে তিনি তা বিবৃত করতেন। তিনি তখন আল্লাহর মর্জি মোতাবেক ব্যাখ্যা বলতেন। একদা তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ? আমরা বললাম, জী-না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ গত রাতে আমি দেখলাম, দুজন লোক এসে আমার দুহাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললো ..... (পরিশেষে) তারা আমাকে নিয়ে একটি গাছে আরোহণ করল এবং এমন একটি ঘরে প্রবেশ করল (এমন ঘর আমি জীবনে কখনো দেখিনি) এই ঘরে অনেক বৃদ্ধ এবং যুবকরা ছিল। (এই ঘরের ব্যাপারে তারা দু'জন ফেরেশতা বলল) এটি শহীদদের ঘর।[১]

জান্নাত ভ্রমণ

হজরত মাসরুক রহ. বলেন,

سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَىَّ شَىْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى . فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا.

অর্থ: আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ১৩৮৬

কখনো তোমরা মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিজিক প্রাপ্ত"[১]। হজরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তিনি বললেন, তাদের রুহসমূহ সবুজ পাখির উদরে রক্ষিত থাকে, যা আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে। অবশেষে সে দীপাধার গুলোতে ফিরে আসে।[২]

একবার তাদের প্রভু তাদের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি কোন আকাঙ্ক্ষা আছে? জবাবে তারা বলল, আমাদের আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, আমরা তো যেভাবে ইচ্ছা জান্নাতে ঘোরাঘুরি করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে এরূপ তিন তিনবার করলেন। যখন তারা দেখল জবাব না দিয়ে প্রশ্ন থেকে রেহাই পাচ্ছে না তখন তারা বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয় যদি আমাদের রুহগুলো আমাদের দেহসমূহে ফিরিয়ে দিতেন আর পুনরায় আমরা আপনারই পথে নিহত হতে পারতাম। এরপর মহান আল্লাহ যখন দেখলেন, তাদের আর কোন প্রয়োজনই নেই, তখন তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলো (আর প্রশ্ন করা হলো না)।[৩]

উক্ত হাদিস থেকে কতগুলো বিষয় জানা যায়,

০১। শহীদেরা কিয়ামতের পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে।

০২। বরজখের জীবনে সাহাবায়ে কেরামের সবুজ পাখিকে বাহন হিসেবে দান করা হবে। যাতে আরোহণ করে তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করতে থাকবে।

০৩। কিয়ামতের পরে অন্যান্য জান্নাতিদের মতো তারাও জান্নাতের নেয়ামতসমূহ উপভোগ করবে।

০৪। শহীদদের রুহকে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে পাঠানো হবে না। এবং দ্বিতীয়বার তাদের দুনিয়ার জীবন লাভ হবে না।

০৫। প্রদীপগুলো আরশের সঙ্গে ঝুলানো থাকবে এর দ্বারা বুঝা যায় জান্নাতের ওপরে আল্লাহ তা'আলার আরশ হবে।

বিশেষ সাতটি অনুগ্রহ

---

[১] সুরা আলে ইমরান ৩: ১৬৯

[২] এখান থেকে জানা যায়, সবুজ পাখিকে শহীদদের রুহের বাহন হিসেবে দেওয়া হবে। যেগুলোর মাধ্যমে তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। তবে কতকের মত হলো, শহীদদেরকে আলমে বরজখে দ্বিতীয় শরীর দান করা হবে। তবে তাদের কথা ঠিক নয়। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. তার কিতাবুর রুহ এর মধ্যে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৮৮৭

হজরত ওবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ عز وجل قَالَ الْحَكَمُ: سِتَّ خِصَالٍ – أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيَرَى – قَالَ الْحَكَمُ: وَيُرَى – مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُزَوَّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ – قَالَ الْحَكَمُ: يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ – وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ.

অর্থ: শহীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশেষ সাতটি অনুগ্রহ রয়েছে। (১) রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। (২) এবং জান্নাতে তার ঠিকানা দেখিয়ে দেওয়া হবে। (৩) তাকে ঈমানের পোষাক পরিয়ে করিয়ে দেওয়া হবে। (৪) ৭২ জন আনত নয়না হুরদের সঙ্গে তাকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হবে। (৫) তাকে কবরের আজাব থেকে নিরাপদ রাখা হবে। এবং তাকে الفزع الأكبر বা কিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা থেকে নিরাপদ রাখা হবে। (৬) তার মাথায় ইয়াকুত পাথরের টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে, যা পাথরগুলো দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম। (৭) এবং তার নিকট-আত্মীয়দের থেকে ৭০ জনের সুপারিশ করবে।[১]

আরশের ছায়াতলে

জান্নাতে কিছু মানুষকে আরশের ছায়াতলে স্থান দেওয়া হবে। হজরত ওতবা ইবনে আবদ আস-সুলামী রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ، فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ.

অর্থ: একজন শহীদ হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান ও মালকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এবং শত্রুর সামনে আসলে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে

[১] সুনানে তিরমিজির ১৬৬৩ নং হাদিসে এবং সুনানে ইবনে মাজার ২৭৯৯ নং হাদিসে শহীদের জন্য ছয়টি অনুগ্রহ বা পুরস্কারের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ করা সাতটি থেকে -তাকে ঈমানের পোষাক পরিধান করিয়ে দেওয়া হবে- এটি ব্যতীত বাকি ছয়টি। তবে সুনানে ইবনে মাজার মধ্যে -তার মাথায় ইয়াকুত পাথরের টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে, যা পাথরগুলো দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাকিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম হবে- এর আলোচনা নেই। তবে তাতে -তাকে ঈমানের পোষাক পরিধান করিয়ে দেওয়া হবে- এর আলোচনা আছে।

যান। সে হলো পরীক্ষিত শহীদ। তার স্থান আল্লাহর আরশের নিচে তাবুর মধ্যে। তার এবং নবীদের মধ্যে নবুওয়াতের দরজা ব্যতীত আর কোনো পার্থক্য থাকবে না।[১]

আল্লাহ তা'আলা সামনে থেকে সরাসরি কথা বললেন

হজরত জাবের রা. এর পিতা হজরত আবদুল্লাহ রা. উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জাবের রা. কে বললেন,

হে জাবের! মহামহিম আল্লাহ তোমার পিতাকে যা বলেছেন তা কি আমি তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যার সঙ্গেই কথা বলেছেন, পর্দার অন্তরাল থেকে বলেছেন, কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আকাঙ্ক্ষা করো, আমি তোমাকে দান করবো।

সে বলল, হে আমার প্রভু! আমাকে জীবিত করুন আমি পুনরায় আপনার রাস্তায় শহীদ হবো। তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, এখানে আসার পর তারা আর প্রত্যাবর্তন করবে না। সে বললো, প্রভু! আমার পক্ষ থেকে আমার পশ্চাতের (পৃথিবীর) লোকেদের সুসংবাদ পৌঁছে দিন। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন (অনুবাদ): যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত ....[২]

এটা মহান মালিক আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য সম্মান। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ তা'আলা শহীদদের অনেক বেশি সম্মান দান করবেন।

হাবিবে নাজ্জারের তামান্নাও হজরত জাবের রা. এর পিতার তামান্নার সঙ্গে মিলে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اِنِّیۡۤ اٰمَنۡتُ بِرَبِّکُمۡ فَاسۡمَعُوۡنِ ﴿۲۵﴾ قِیۡلَ ادۡخُلِ الۡجَنَّۃَ ؕ قَالَ یٰلَیۡتَ قَوۡمِیۡ یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۶﴾ بِمَا غَفَرَ لِیۡ رَبِّیۡ وَ جَعَلَنِیۡ مِنَ الۡمُکۡرَمِیۡنَ ﴿۲۷﴾

অর্থ: আমি তো তোমাদের পালনকর্তার ওপর ঈমান এনেছি, কাজেই তোমরা আমার কথা শোন (২৫) (লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেললে আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাকে বলা হলো- জান্নাতে প্রবেশ করো। (তখন) সে বলল- হায়! আমার

[১] মুসনাদে আহমাদ, ২৯/ ২০৩ হাদিস নং- ১৭৬৫৭

[২] (সুরা আল ইমরান, ৩: ১৬৯-১৭১)

জাতির লোকেরা যদি জানত (২৬) আমার পালনকর্তা কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন আর আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (২৭)[১]

শাহাদাতের বিভিন্ন দিক ও প্রকার

প্রকৃত শহীদ তো হলেন সেই যে জিহাদের ময়দানে জিহাদরত অবস্থায় শাহাদাতের পেয়ালা পান করে। তার ওপর অন্যান্য সাধারণ মৃতদের বিধান প্রযোজ্য হবে না। প্রকৃত শহীদকে গোসল দেওয়া, জানাজার নামাজ পড়ানো এবং কাফন পড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে এমন মুসলমান যার এমনভাবে মৃত্যু হয়েছে যার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শহীদ শব্দটি ব্যাবহার করা হয়, এমন মৃত মুসলমানকেও শহীদ বলা হয় তবে তার মর্যাদা জিহাদের ময়দানে শহীদ হওয়া ব্যক্তির মতো নয়। তাকে কাফন-দাফন করার হুকুম তেমনি হবে যেমন সাধারণ মুসলমানের হয়। তাকে হুকমি শহীদ বা হুকুমগত শহীদ বলা হয়।

শহীদের মৌলিক তিনটি প্রকার

ইমাম নববী রহ. বলেন, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য শহীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আখেরাতে তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা ও সওয়াব দান করা হবে। কিন্তু দুনিয়াতে তাদেরকে সাধারণ মুসলমানদের মতো গোসল দেওয়া হবে এবং তাদের জানাজার নামাজ পড়া হবে।[২]

শহীদ তিন প্রকার। (১) যিনি দুনিয়া ও আখেরাতের শহীদ। তিনি হলেন, কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অবস্থায় নিহত ব্যক্তি (২) আখেরাতে শহীদ কিন্তু দুনিয়াতে তার ওপর শহীদের হুকুম জারি হবে না। তারা হলেন যাদের আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। (৩) যারা দুনিয়াতে শহীদ কিন্তু আখেরাতে শহীদ হবে না। তারা হলো ঐ সকল ব্যক্তি যারা গনিমতের মালের মধ্যে খেয়ানত করেছে অথবা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নপর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

পাঁচ প্রকারের শহীদ

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন,

مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ " . قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ

[১] সুরা ইয়াসিন, ৩৬: ২৫-২৭

[২] সাধারণ মুসলমানদের জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়া হিসেবে আদায় করা হয়। আর শহীদদের জানাজা ফরজে কেফায়া নয় বরং জায়েজ হিসেবে আদায় করা হয়

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ " . قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ " وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ " .

অর্থঃ তোমাদের মধ্যকার কাদেরকে তোমরা শহীদ বলে গণ্য করো? তারা বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিহত হয় সেই তো শহীদ।" তিনি বললেনঃ তবে তো আমার উম্মতের শহীদের সংখ্যা অতি অল্প হয়ে যাবে। তখন তারা বললেন, তা হলে তারা কারা ইয়া রাসুলাল্লাহ!

তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ রাহে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সে-ও শহীদ। যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ যে ব্যক্তি উদরাময়ে মারা যায় সে-ও শহীদ। হজরত ইবনে মিকসাম রহ. বলেন, আমি তোমার পিতার ওপর এ হাদিসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আরও বলেছেন, এবং পানিতে ডুবে মারা যায় এমন ব্যক্তিও শহীদ।[১]

জিহাদের পথে যে কোন ভাবে মৃত্যুবরণকারী

হজরত আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ، أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ، أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ: কেউ মহান আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে মারা গেলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। ঘোড়া বা উট তাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করলে কিংবা বিষধর প্রাণী তাকে দংশন করলে বা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও সে শহীদের মর্যাদা পায় এবং তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়।[২]

সমুদ্রে যার মাথা ঘুরে এবং বমি আসে

হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ.

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৪৭৮৮, শুহাদাদের বয়ান সম্পর্কিত অধ্যায়

[২] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৪৯৯

অর্থ: সমুদ্রে সফরকারী সৈনিকের নৌযানের ঝাঁকুনিতে বমি হলে তার জন্য একজন শহীদের সওয়াব রয়েছে এবং সমুদ্রে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুজন শহীদের সওয়াব।[১]

যে জিহাদে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে

হজরত জাবের ইবনে আতিক রা. সূত্রে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত রা.-এর মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে যান। তিনি দেখলেন, সে বেহুঁশ অবস্থায় রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সশব্দে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারলেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করলেন। তিনি বললেন, হে আবুর রবি'! আমরা তোমার ব্যাপারে পরাজিত। এতে মহিলারা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। হজরত ইবনে আতিক রহ. তাদেরকে থামাতে চেষ্টা করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তাদের ছেড়ে দাও। ওয়াজিব হয়ে গেলে কোনো ক্রন্দনকারিণীই কাঁদবে না।

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! ওয়াজিব হওয়ার তাৎপর্য কী? তিনি বললেন, মৃত্যু। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবিতের কন্যা বললো, আল্লাহর শপথ! আমি মনে করেছিলাম, (হে আমার পিতা) তুমি শহীদ হবে। কারণ তুমি জিহাদের সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহামহিম আল্লাহ নিশ্চয়ই তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[২]

পেটের পীড়ায়, আগুনে জ্বলে ও দেওয়ালের নিচে পড়ে মৃত

আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী শহীদ, প্লেগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে নিহত ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পোড়া ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ এবং প্রসবকালীন কষ্টে নিহত নারী শহীদ। আবু দাউদ রহ. বলেন, আল-জুমউ অর্থ গর্ভবর্তী মহিলা।[৩]

এক হাদিসে এসেছ,

وذات الجنب شهادة.

---

[১] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ২৪৯৩

[২] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ৩১১১

[৩] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ৩১১১

যদি কোন মহিলা কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য অপারেশন করে এবং সে অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তাকে শাহাদাতের মৃত্যু বলা ঠিক হবে না। বিনা কারণে অপারেশন করাটাই দোষের।

প্লুরিসি (pleurisy) রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা শাহাদাত।[১]

বর্শার আঘাতে নিহত ব্যক্তি

হজরত রবি আনসারি রা. থেকে বর্ণিত একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভাই জবর আনসারি রা. কে দেখতে গেলেন। তখন তার ঘরের লোকেরা কাঁদতে আরম্ভ করল। হজরত জবর রা. তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের আওয়াজ দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কষ্ট দিও না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতক্ষণ সে জীবিত আছে ততক্ষণ তাদেরকে কাঁদতে দাও। যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন তাদেরকে চুপ হয়ে যাওয়া উচিত। তাদের মধ্য থেকে কোন একজন বলল, তুমি বিছানার ওপর মৃত্যুবরণ করবে এমনটা আমাদের ধারণা ছিল না। বরং আমাদের ধারণা ছিল তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করবে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أوما القتل إلا في سبيل الله؟ إن شهداء أمتي إذا لقليل، إن الطعن شهادة،

অর্থ: আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাকেই কি শুধু শাহাদাত বলা হয়? তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদদের সংখ্যা কম হয়ে যাবে। বর্শায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করাও শাহাদাত।[২]

নিজের ধনসম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী

যে ব্যক্তি তার ধনসম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে-ও শহীদ। হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসুল! যদি কোন ব্যক্তি আমার সম্মদ লুট করতে আসে তাহলে এই ব্যাপারে আপনার খেয়াল কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার ধনসম্পদ তাকে দেবে না। সে বলল, সে যদি আমার সঙ্গে লড়াই করে? (তাহলে আমি কী করবো?) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের তুমিও তার সঙ্গে লড়াই করবে। সে আরজ করল, সে যদি আমাকে হত্যা করে দেয়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

فأنت شهيد.

অর্থ: তাহলে তুমি শহীদ হবে।

---

[১] মুজামে কাবির তাবরানী, ৫/ ৬৫; মাজমাউজ জাওয়াঈদ, ৩/ ১৬

[২] মুজামে কাবির তাবরানী, ৫/ ৬৫; মাজমাউজ জাওয়াঈদ, ৩/ ১৬

সে আরজ করল, আর আমি যদি তাকে হত্যা করে দিই? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১]

হজরত আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

অর্থ: যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।[২]

আরেক হাদিসে এসেছ,

مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.

অর্থ: কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উপক্রম হলে এবং সে তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে হত্যা হলে সে শহীদ বলে গণ্য হবে।[৩]

কতক হাদিসে بِغَيْرِ حَقٍّ (অন্যায়ভাবে) এই শব্দের পরিবর্তে ظلما শব্দটি পাওয়া যায়। তার অর্থ হলো, যার কাছে থেকে জুলুমপূর্বক ধনসম্পদ নিয়ে নিতে চায় তারপর সে তার সঙ্গে লড়াই করে মরে যায় তাহলে সে শহীদ হবে।[৪]

জান, ধর্ম এবং পরিবার পরিজনকে হেফাজত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকমি শহীদের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করেছেন। হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই কথা বলতে শোনেছেন,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

অর্থ: কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদ। একইভাবে কেউ তার পরিবার-পরিজন ও জীবন অথবা ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে সে-ও শহীদ।[৫]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মাওলানা ওমর ফারুক সাঈদি রহ. লিখেছেন, যদি চোর অথবা ডাকাত মানুষের সম্পদ, জান ও ইজ্জত আবরু লুণ্ঠন করার জন্য হামলা করে তাহলে তাকে মোকাবিলা করতে হবে। সে যদি সেখানে মারা যায় তাহলে শহীদ হবে। আর হামলাকারী মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৪০

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৪৮০, সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৪১৮

[৩] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ৪৭৭১; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ১৪২০; মুসনাদে আহমাদ, ২/ ৩২৪

[৪] ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ২৫৮২

[৫] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং- ৪৭৭২

জান ও আবরু-ইজ্জত হেফাজতের জন্য তো কখনো পিছপা হওয়া জায়েজ হবে না। আর যদি মালের জন্য আক্রমণ করে থাকে, আর রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা ও ইনসাফ না থাকে তাহলে মালের বিনিময়ে নিজের জানকে হেফাজত করে নেবার অনুমতি আছে। আর যদি হামলা করার উদ্দেশ্য মাল ও জান না হয় বরং ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানো হয় । অথবা নিজের শক্তি ও সামর্থ্য বাড়ানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে যথাসম্ভব মোকাবিলা করবে। তবে অন্য কোন দলে যোগ দিয়ে আরো ফিতনা ছড়ানোর সুযোগ তার থাকবে না। এই অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে কোনো ক্ষতি নেই।[১]

সারকথা

উল্লিখিত হাদিসগুলোর আলোকে নিম্নে উল্লিখিত প্রকারের সবাই হুকমী শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

০১। যে ব্যক্তি জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় বের হওয়ার নিয়তে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে কিন্তু এখনো বের হয়নি, এমতাবস্থায় মৃত্যবরণ করে।

০২। জিহাদ জিহাদ ফি-সাবিলিল্লায় বের হয়ে ময়দান ছাড়া অন্য কোথাও ইন্তেকাল করলে।

০৩। জিহাদ চলাকালীন বাহন থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে।

০৪। জিহাদ চলাকালীন কোন হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করলে। এবং এতে তার মৃত্যু হলে।

০৫। জিহাদের পথে অসুস্থ হয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ।

০৬। প্লেগ বা মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

০৭। পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

০৮। প্লুরিসি (pleurisy) রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে।

০৯। ঐ নারী যে, বাচ্চা প্রসবের সময় ইন্তেকাল করে।

১০। জিহাদের পথে সামুদ্রিক সফরে মাথা ঘোড়ানো কিংবা বমি হলে।

১১। পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করলে।

১২। কোন বিল্ডিংয়ের নিচে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে।

১৩। আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করলে।

১৪। নিজের মাল হেফাজত করতে গিয়ে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করলে।

১৫। নিজের জান বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে।

১৬। নিজের পরিবার-পরিজনের হেফাজত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে।

১৭। কোন বর্শা কিংবা কোন ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে।

---

[১] শরহু সুনানে আবি দাউদ, ৪/ ৬২২

১৮। দ্বীনের জন্য মৃত্যুবরণ করলে।

জিহাদের মহত্ত্ব, প্রভাব, বারাকাত, হুকুম-আহকাম এবং তার আদবের ওপর একটি উড়ন্ত দৃষ্টি। এই সম্পর্কে বহু আয়াত ও হাদিস পাওয়া যায়।

জিহাদের ফজিলত ও মহত্ত্ব

০১। প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে জিহাদের চেতনা ও শাহাদাতের তামান্না থাকা জরুরি।

০২। মুজাহিদদের মর্যাদা অনেক উঁচু।

০৩। মুজাহিদদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুহাব্বত করেন। যারা সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যায়।

০৪। জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া।

০৫। জিহাদের ময়দানে পাহারা দানকারী এবং অন্যান্য কষ্ট সহ্যকারীর জন্যও রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

০৬। জিহাদের ময়দানে পাহারাদানকারী কিয়ামতের দিনের মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

০৭। ইসলামী সীমান্ত পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির আমলনামা তার মৃত্যুর পরেও জারি থাকবে।

০৮। ইসলামের শহীদদের জায়গা অনেক উঁচুতে।

০৯। আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে শহীদদের ঘর দেখিয়েছিলেন। (নবীগণের স্বপ্ন ওহি)

১০। শহীদদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ নেয়ামতের দ্বারা ধন্য করবেন।

১১। জিহাদের ময়দানে শহীদ ব্যতীতও আরো কিছু প্রকারের শহীদ রয়েছে।[১]

১২। জিহাদ চলাকালীন সময়েও নেক আমল, জিকির ও দোয়া জারি রাখা চাই। সেসময় আমলের প্রতিদান কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৩। মুজাহিদদের সহযোগিতাকারীরাও মুজাহিদদের মতো সওয়াবের ভাগিদার হয়।

জিহাদের প্রভাব ও তার বরকতসমূহ

ইসলামী জিহাদের ফলে মুসলমান ও কাফেরদের ওপর বিভিন্ন প্রভাব পড়ে। এবং বিভিন্ন বরকতও পাওয়া যায়। যেমন নিম্নে দেওয়া হলো,

মুসলমানদের জন্য

০১। মজলুম,বাধ্য, দুর্বল ও দমনকৃতদের থেকে নির্যাতন ও নীপিড়নের অবসান।[১]

---

[১] (শরীয়তে বর্ণিত শহীদদের প্রকার থেকে আরো প্রকার বাড়ানো জায়েজ নেই। যেমন বর্তমান যুগে শহীদদের বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি হচ্ছে)

০২। মুমিনদের পরীক্ষা ও কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।[২]

০৩। জানমাল, পরিবার-পরিজন, ইজ্জত-আবরুর হেফাজত । এবং দুর্বল ও নিঃস্বদের সাহায্য করা।[৩]

০৪। বাতিলকে নিশ্চিহ্ন ও সত্যের বিজয়।[৪]

০৫। হুদায়বিয়ার সন্ধির মতো সুস্পষ্ট বিজয়। এবং ইসলামের দাওয়াতের জন্য স্বাধীনতা অর্জন।[৫]

০৬। মুমিনদের সঠিক জামাতকে মুনাফেকদের খারাবি থেকে পাক-পবিত্র করা। উত্তম ও মন্দের মাঝে পার্থক্য সূচিত করা।[৬]

০৭। দুর্বল ঈমানে অধিকারী গ্রাম্য মুসলমানদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইসলামি সমাজের সংশোধন করা।[৭]

০৮। অবাধ্য মুনাফেকদের জন্য তিরস্কার ও শাস্তি এবং তার বিপরীতে একনিষ্ট মুসলমানদের জন্য তওবা কবুল ও সওয়াব দানের সুযোগ প্রদান।[৮]

০৯। ইসলামের মুজাহিদদের জন্য শাহাদাত ফি-সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ এবং উঁচু মানের নেয়ামত প্রদান।[৯]

১০। ইসলামি জামাতের মধ্যে ঐকমত্য, শৃঙ্খলা, দৃঢ় বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব, মুহাব্বত ও ভালোবাসা অর্জন।[১০]

১১। দানশীলতা ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো উত্তম গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের পরিশুদ্ধ করা।[১১]

১২। জমিনের ক্ষমতা, খিলাফাত, ইমারত ও ন্যায়বিচার অর্জন।[১২]

অমুসলিমদের জন্য

০১। জিহাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো, অমুসলিমদেরকে সত্যের দাওয়াত। যা অমুসলিমদের জন্য মহান জিহাদী ফলাফল, এবং মূল্যবান উপহার।[১]

---

[১] সুরা নিসা, ৪: ৭৫; সুরা হজ্জ, ২২: ৩৯

[২] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৪১

[৩] সুরা নিসা, ৪: ৭৫; সুরা আনফাল, ৮: ৭২-৭৪

[৪] সুরা বনি ইসরাইল/ইসরা, ১৭: ৮১; সুরা ফাতহ, ৪৮: ২৮২৯

[৫] সুরা ফাতাহ, ৪৮: ১-৯

[৬] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৯; সুরা তওবা, ৯: ৪২-৮৭

[৭] সুরা তওবা, ৯: ৯০-১০০

[৮] সুরা তওবা, ৯: ১০১- ১১২

[৯] সুরা তওবা, ৯: ১১১-১১২; সুরা সফ, ৬১: ১০-১৩

[১০] সুরা আনফাল, ৮: ৭২-৭৪; সুরা হুজরাত, ৪৯: ৯-১৩

[১১] সুরা দাহর, ৭৬: ৭-৯; সুরা হাশর, ৫৯: ৯-১০

[১২] সুরা নুর, ২৪: ৫৫; সুরা হজ্জ, ২২: ৪১

০২। যুদ্ধের ময়দানে ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে মহিলা, বাচ্চা, দুর্বল ও রাহেব বা ধর্মীয় পণ্ডিতদের সম্পূর্ণ হেফাজত।

০৩। ইসলাম গ্রহণ করা অথবা জিজিয়া বা কর আদায়ের ওপর চুক্তি যুদ্ধের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং নিরাপত্তার আবেদন কারীদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান।[২]

০৪। যুদ্ধ বন্দি বিশেষ করে বাচ্চা ও নারীদের বিষয়ে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জামানত।[৩]

০৫। যুদ্ধে অংশগ্রহণ না কারী কাফের এবং সন্ধির প্রস্তাবকারীদের জন্য জানমালের হেফাজত এবং সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণের সুসংবাদ।[৪]

০৬। নিরাপত্তা প্রত্যাশীদের ছাড়াও স্বয়ং জিম্মিদের জান, মাল, ও পরিবার-পরিজনের হেফাজত।[৫]

০৭। জিম্মিদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নেয়ামত ন্যায় বিচার অর্জন।[৬]

০৮। যুদ্ধবন্দিদের জন্য বাধ্যতামূলক দাসপ্রথা বিলুপ্তি, এবং তাদের জন্য মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।[৭]

০৯। গোলামদের জন্য খুবই ইনসাফ ভিত্তিক মানবাধিকার, এবং মুকাতিব ও উম্মে ওয়ালাদের জন্য মুক্তির গ্যারান্টি।[৮]

১০। বিশ্ব শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি নির্যাতিত-নিপীড়িতেদের হেফাজত।[৯]

১১। কাফেরদের থেকে চুক্তি কারীদের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছাড়াও আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা।[১০]

এক নজরে জিহাদের হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল ও আদাব

০১। একজন মুজাহিদের জন্য অবশ্যই মুমিন হওয়া জরুরি। যে মুমিন নয় তার জিহাদ আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না।[১১]

---

[১] সুরা বাকারা, ২: ১৯৩
[২] সুরা তওবা, ৯: ২৬-২৯
[৩] সুরা আনফাল, ৮: ৭০-৭১; সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৪
[৪] সুরা আনফাল, ৮: ৬০-৬১; সুরা মুমতাহিনা, ৬০: ৮
[৫] সুরা তওবা, ৯: ২৯
[৬] সুরা মায়িদা, ৫: ৪২; সুরা তওবা, ৯: ২৯
[৭] সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৪
[৮] সুরা নুর, ২৪: ৩২-৩৩
[৯] সুরা নিসা, ৪: ৭৫; সুরা হজ্জ, ২২: ৪১
[১০] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ১৭৩১
[১১] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।

০২। একনিষ্ট নিয়মে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে জিহাদ করা হয় সেই জিহাদই কেবল আল্লাহর কাছে কবুল হবে।[১]

০৩। মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে।[২]

০৪। জিহাদের হুকুম হয়ে গেলে কোনো ওজর ব্যতীত জিহাদের জন্য বের না হওয়া শাস্তির উপযোগী হওয়ার কারণ।[৩]

০৫। শরীয়তসম্মত ওজর থাকলে জিহাদের বের না হলেও গুনাহগার হবে না।[৪]

০৬। নারীদের ওপর জিহাদ ফরজ নয়। বরং তাদের জন্য হজ্জই জিহাদ।[৫]

০৭। নারীরা আহতদের পট্টি লাগানো, শহীদদের লাশ স্থানান্তর করা ও বহন করার খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে।[৬]

০৮। কাফেররা যাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দেয় আল্লাহ তাদের আমলনামাকে বরবাদ করে দেন।[৭]

০৯। কাফের অথবা যুদ্ধ বন্দিদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো জায়েজ নেই।[৮]

১০। জিহাদ চলাকালে জুলুম (যেমন- নারী, বাচ্চা, বৃদ্ধেদেরকে হত্যা করা এবং হত্যাকৃতদের বিকৃতি) করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৯]

১১। জিহাদ চলাকালে যে কাফের মুসলমান হয়ে যাবে তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।[১০]

১২। জিহাদ চলাকালে কোন কাফের নিরাপত্তা চাইলে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া উচিত যাতে সে আল্লাহর বাণী শোনতে পারে।[১১]

১৩। নিরাপত্তাপ্রার্থী কাফের এবং যুদ্ধবন্দিরা যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠানো নিষিদ্ধ।[১২]

---

[১] সহিহ মুসলিম, আবুদ দাউদ, নাসায়ী।

[২] সুরা আনফাল, ৮: ৬০

[৩] সুরা তওবা, ৯: ৩৮-৩৯

[৪] সুরা ফাতাহ, ৪৮: ১৭ ও সহিহ বুখারি।

[৫] সহিহ বুখারি।

[৬] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম। নারীদের জন্য যেহেতু যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি নেই সুতরাং নারীদের দিয়ে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

[৭] সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১। যে সকল কাফের মুসলমানদেরকে ইসলামের ওপর আমল করা ও ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বাধা প্রদান করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত।

[৮] সুরা বাকারা, ২: ২৫৬, সুনানে আবি দাউদ।

[৯] সুরা বাকারা, ২: ১৯০; সহিহ বুখারি, সুনানে আবি দাউদ, সুনানে তিরমিজি।

[১০] সুনানে আবি দাউদ।

[১১] সুরা তওবা, ৯: ৬

[১২] সুনানে আবি দাউদ।

১৪। যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা চাই।[১]

১৫। যুদ্ধবন্দিদের দ্বারা পারস্পরিক বন্দি বিনিময় করা জায়েজ।[২]

১৬। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের জন্য শোরগোল করাকে পছন্দ করতেন না।[৩]

১৭। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ।[৪]

১৮। দূতদের হত্যা করা নিষিদ্ধ।[৫]

১৯। যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা আল্লাহর রাগের কারণ এবং তা কবিরা গুনাহ।[৬]

২০। দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধের প্রত্যাশা না করা তবে যুদ্ধ যদি হয়েই যায় তাহলে তার ওপর অটল-অবিচল থাকা।[৭]

২১। জিহাদ চলাকালে দুশমনের এলাকায় কুরআন নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।[৮]

২২। দুশমনের অবস্থা জানার জন্য গুয়েন্দাগিরী করা জায়েজ আছে।[৯]

২৩। যুদ্ধ চলাকালে কাফেরদেরকে ধোকা দেওয়া ও ভুল বুঝানো জায়েজ আছে।[১০]

২৪। জিহাদ চলাকালে দুশমনের সামনে তাকবীরের আওয়াজ দেওয়া জায়েজ আছে।[১১]

২৫। জিহাদ চলাকালে ভুলে নিজের অথবা সাথিদের অস্ত্র দ্বারা নিহত মুসলমানও শহীদ।[১২]

২৬। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা মুজাহিদেরকে শহরের বাইরে বের হয়ে অভ্যর্থনা জানানো মুস্তাহাব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন তখন মুসলমানরা তাঁকে সানিয়্যাতুল ওয়াদায় গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।[১৩]

---

[১] সহিহ বুখারি।
[২] সুনানে তিরমিজি।
[৩] সুনানে আবি দাউদ।
[৪] সহিহ বুখারি।
[৫] সুনানে আবি দাউদ।
[৬] সুরা আনফাল, ৮: ১৫-১৬
[৭] সহিহ বুখারি।
[৮] সহিহ মুসলিম।
[৯] সহিহ বুখারি।
[১০] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবি দাউদ।
[১১] সুনানে আবি দাউদ।
[১২] সুনানে আবি দাউদ।
[১৩] সহিহ বুখারি।

২৭। মুজাহিদদেরকে তাদের কর্মের বিচারে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া যেতে পারে।[১]

২৮। যুদ্ধ চলাকালেও যথাসম্ভব জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে। তবে যদি বেশি ভীতিকর অবস্থা থাকে তাহলে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই নামাজ আদায় করবে। চূড়ান্ত পর্যায়ের কঠিন অবস্থায় নামাজ কাজা করারও সুযোগ আছে।[২]

২৯। জিহাদ চলাকালীন বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার জিকির করা চাই।[৩]

৩০। গাজিরা যদি গনিমতের মাল না পায় তাহলে তারা জিহাদের পূর্ণ সওয়াব পায় আর যদি গনিমতের মাল পায় তাহলে তারা এক তৃতিয়াংশ সওয়াব পায়।[৪]

৩১। এই উম্মতের ভ্রমণ হলো জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ।[৫]

একজন সাধারণ বিজয়ী এবং একজন নবীর মধ্যে পার্থক্য

ইসলামি জিহাদ যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্পাদন করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য করলে দুনিয়াবি যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে তা সম্পূর্ণই ভিন্নতর। এই ভিন্নতাটা খুবই প্রকাশ্য ও স্পস্টতর । যার নমুনা আমরা নিচের বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি,

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

- একজন সাধারণ বিজয়ী যুদ্ধের ময়দানে অহংকারী হয়ে থাকে কিন্তু একজন নবী যুদ্ধের ময়দানে মাথা নত রাখেন।
- একজন বাদশাহ যুদ্ধের ময়দানে মুখে যা ইচ্ছা বলতে থাকে কিন্তু একজন দায়ী যুদ্ধের ময়দানে মুখে আল্লাহর শুকরিয়া করতে থাকে।
- একজন বাদশাহ যুদ্ধের ময়দানে রাগান্বিত থাকে কিন্তু একজন তাওহীদের আহবানকারী দয়া ও অনুগ্রহে পূর্ণ থাকে।
  পরিণামের ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে
- বাদশাহদের মাথা অহংকারের কারণে বার বার ঠেকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু একজন মুমিনের মাথা কখনো লাঞ্ছনার মাটির সঙ্গে মিশতে পারে না।

---

[১] সহিহ বুখারি।

[২] সুরা নিসা, ১০২-১০৩; সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।

[৩] সুরা আনফাল, ৪৫

[৪] সুনানে নাসায়ী।

[৫] সুনানে আবি দাউদ।

- বাদশাহদেরকে লাঞ্ছিত করে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু দায়ী ইলাল্লার হাম ও শোকরের আওয়াজ কখনো বন্ধ হয় না।

وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾

অর্থ: আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ কথা আগেই বলা আছে যে (১৭১) তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে (১৭২) আর আমার সৈন্যরাই বিজয়ী হবে (১৭৩)[১]

আল্লাহ আমাদের সকলকে জিহাদের পথে কবুল করুন। শাহাদাতের মহান মর্যাদা দানে ধন্য করুন। সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথে জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমিন![২]

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

---

[১] সুরা সফফাত, ৩৭: ১৭১-১৭৩

[২] [কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসুল সা. মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। এখানে তার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো, জিহাদের প্রস্তুতিকে জঙ্গিবাদ বলে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করি। তাদেরকে বিভিন্নভাবে রুখে দেওয়া চেষ্টা করি। নিজেদের লোকেরাই তাদেরকে তাগুত বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্টে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ এক শতাব্দী ঘুমানোর পর এখন আমাদের যুবকরা অলসতা ও গ্লানিকে মুছে ফেলে ঘুম থেক জাগতে শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর হুকুমে এই শতাব্দী হবে আমাদের বিজয়ের শতাব্দি ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীর দিকে দিকে বিজয়ের রক্তিম সূর্য উদিত হতে শুরু করেছে। কোনো তাগুতি শক্তি আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি দ্রুতই বদলে যাচ্ছে। খোরাসানে হজরত মাহদীর কাফেলা তৈরি হচ্ছে, সিরিয়ায় হজরত ঈসা আ. এর ঘাটি প্রস্তুত হচ্ছে। আফ্রিকায় মুজাহিদরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে, গাজ্জায় আল্লাহর সৈনিকরা রক্তের নজরানা দিয়ে চলেছেন। রক্তের একটি ফোঁটাও বৃথা যাবে না। ইনশাআল্লাহ এই বিজয় ও অগ্রযাত্রকে রুকে দেওয়ার ক্ষমতা দুনিয়ার কোনো শক্তির নেই। আমি বা আমরা দুর্বল হতে পারি কিন্তু আমাদের মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুর্বল নন। তিনি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবেন এবং তার বান্দাদের সহযোগিতা করবেন। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আমরা হিন্দস্তানের বাদশাহর গলায় শিকল বেঁধে টেনেহ্যাঁচড়ে শামে নিয়ে যাবো। আমাদের মহান বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো হে আমার যুবক ভাইয়েরা। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। ঐ তাকিয়ে দেখ! গাজওয়ায়ে হিন্দ তোমরা দোয়ারে কড়া নাড়ছে। মুশরিকরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে যাচ্ছে। গাজওয়ায়ে হিন্দ তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চলে এসো হে যুবক! হে বীর মুজাহিদ! আল্লাহর জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। জান্নাতি চিরকুমারী হুরেরা তোমাকে স্বাগতম জানাতে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। চলে এসো দুনিয়ার এই রং তামাশা বাদ দিয়ে। জান্নাতই তোমার আসল ঠিকানা। জান্নাতই তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান। আল্লাহ আমাদেরকে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা তৌফিক দান করুন। আমিন। نصر من الله وفتح قريب]